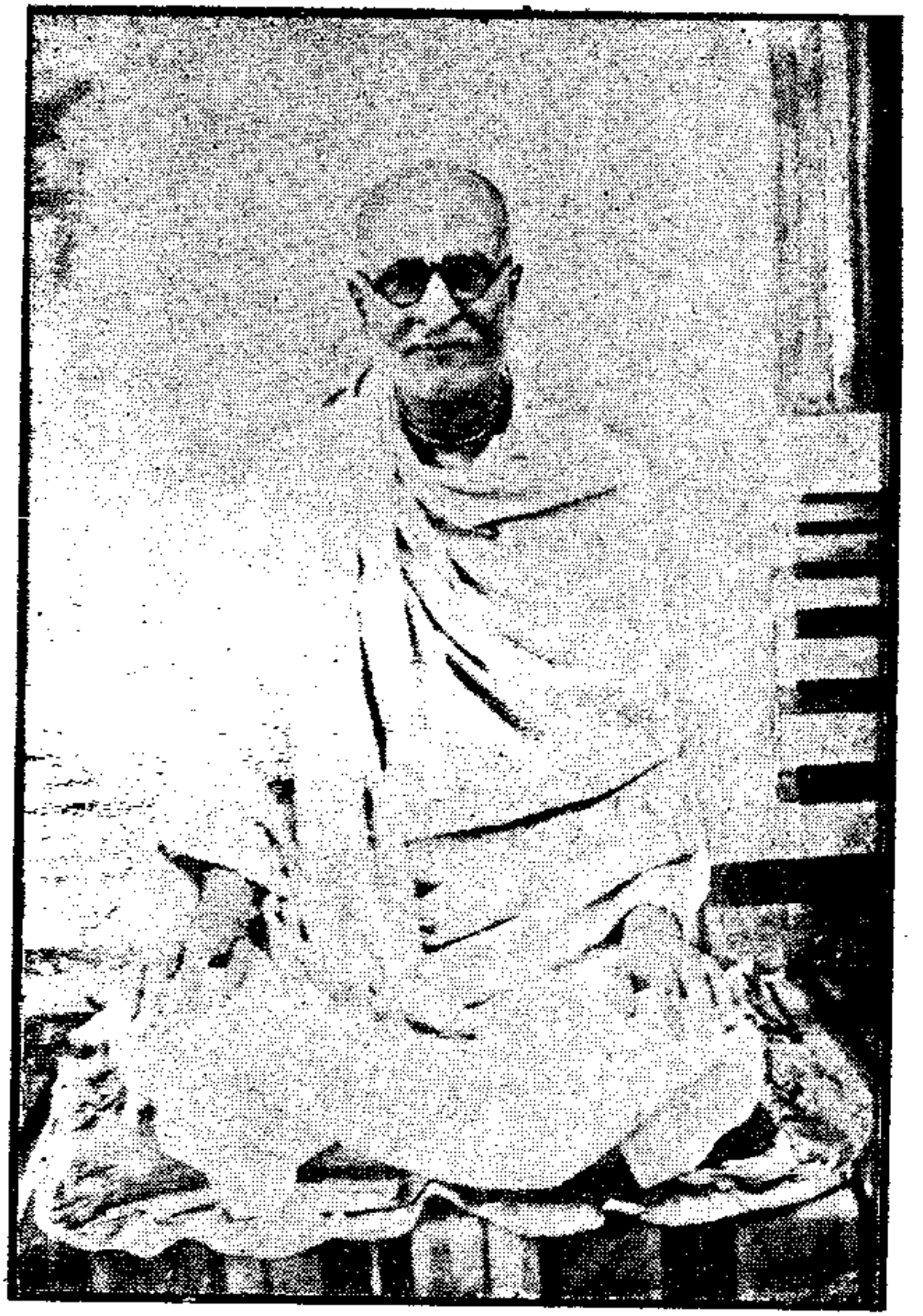

প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

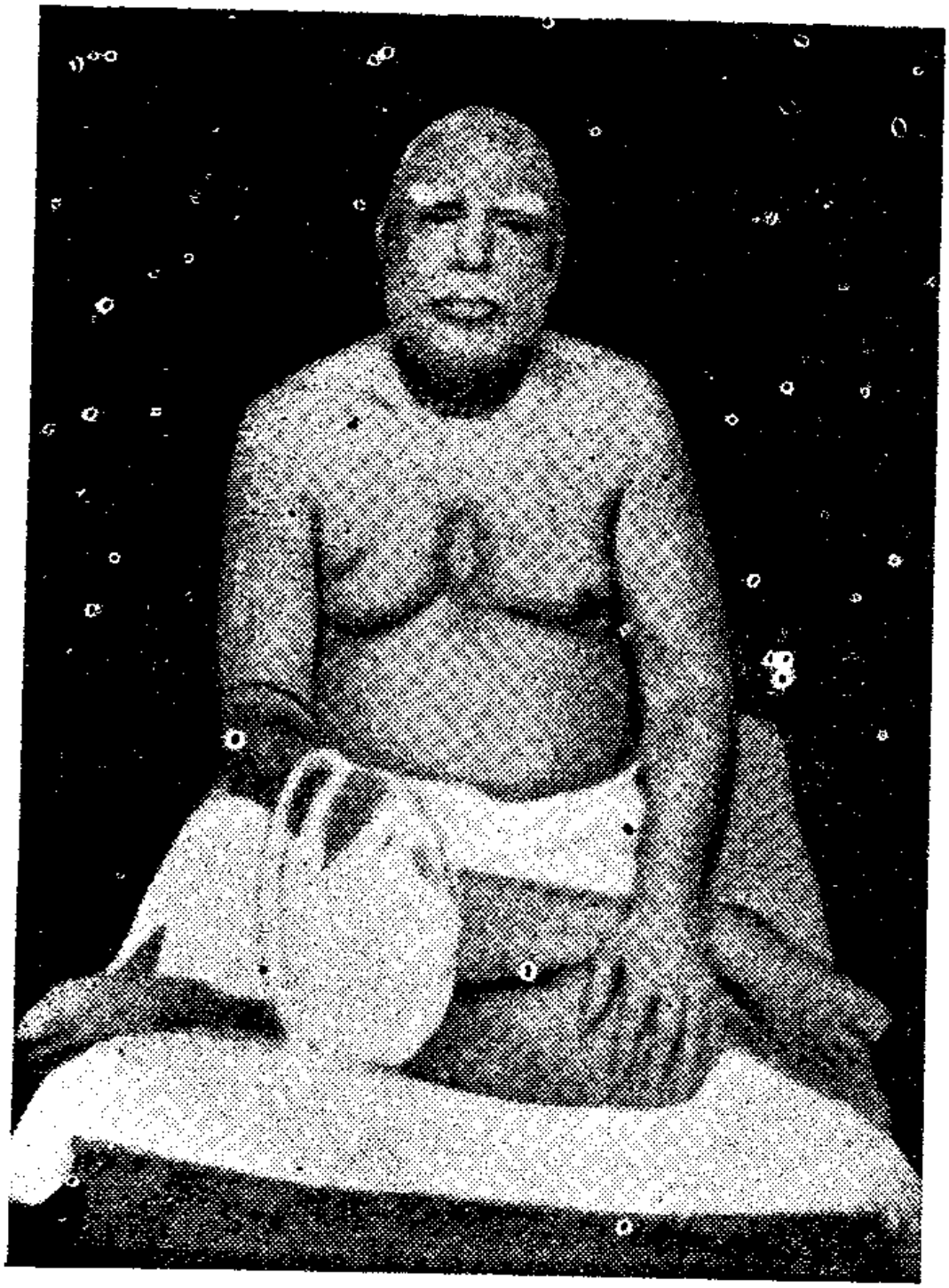

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিতা

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিতা

ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি হইতে
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
কর্ত্তৃক প্রকাশিতা।

প্রথম সংস্করণ
শ্রীগৌরজয়ন্তী দিবস, গৌরাব্দ ৪৬৪

প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীউদ্ধারণ-গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)
২। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
৩। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী
৩৩/২, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা--৩

মুদ্রাকর—শ্রীতারাপদ গরাই,
শান্তি প্রেস, চুচুড়া (হুগলী)।

তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥৩॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥৪॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞী,
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ ॥৫॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ!
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে ॥৬॥

(৩)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (বাচিক)

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥১॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে।
একবার প্রভু! দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥২॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে
না হইল জ্ঞান-লব ॥৩॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।

জনক-জননী, স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল ॥৪॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক-সহ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥৫॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি একমনে,
ভুলিনু তোমারে, হরি! ৬॥
বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি!৭॥

---

(৪)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (কায়িক)

(প্রভু হে) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লুঁ,
আব্ অবসান দিনমণি ॥১॥
খেলারসে শৈশব, পঢ়ইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ, না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিলুঁ,
সুত-মিত বাড়ল অনেক ॥২॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥৩॥
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত
আর মোর কি হবে উপায়।

পতিত বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পা-য় ॥৪॥
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।
তব পদ-পঙ্কজ- সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর পার ॥৫॥

(৫)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (মানসিক)

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি ॥১॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি'।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥২॥

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥৩॥
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥৪॥
জীবন-যাতনা হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ॥৫॥
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
ভকতিবিনোদ, জড়বিদ্যা ছাড়ি'
তুয়া পদ করে সার ॥৬॥

(৬)

দৈন্য—ত্রাসাত্মক

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জ্জনে,
হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর,
ধরিনু তখন আমি ॥১॥
সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত,
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল,
মরমে হইনু হত ॥২॥
সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি ॥৩॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জরিত,
অভাবে জ্বলিত চিত।

উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হ'য়েছি ভীত ॥৪॥
সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর ॥৫॥
এবে শুন প্রভু! আমি গতিহীন,
ভকতিবিনোদ কয়।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা,
দেহ মোরে পদাশ্রয় ॥৬॥

(৭)

দৈন্য—ত্রাসাত্মক

(প্রভু হে!) তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন,
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর ॥১॥

উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি,
তোমারি চরণ মম আশ ॥২॥
ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ।
তুয়া জন-সঙ্গে, তুয়া কথারঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ ॥৩॥
তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ।
তুয়া পদছায়া, পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ দাস ॥৪॥

(৮)

দৈন্য—অপরাধাত্মক

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।

পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥১॥
নিজ সুখ লাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর-সুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী
পরদুঃখ সুখকর ॥২॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব বিভূষণ ॥৩॥
নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী ॥৪॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।

শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥৫॥
বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥৬॥

(৯)

দৈন্য—অপরাধ ও লজ্জাত্মক

নিবেদন করি প্রভু! তোমার চরণে।
পতিত-অধম আমি, জানে ত্রিভুবনে ॥১॥
আমা-সম পাপী নাহি জগৎ-ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে ॥২॥
সেই সব পাপ আর অপরাধ, আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান' তুমি ॥৩॥
তুমি বিনা কা'র আমি লইব শরণ?
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৪॥

জগৎ তোমার নাথ ! তুমি সর্ব্বময় ।
তোমাপ্রতি অপরাধ তুমি কর' ক্ষয় ॥৫॥
তুমি ত' স্খলিত-পদ জনের আশ্রয় ।
তুমি বিনা আর কিবা আছে, দয়াময় !৬॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত ।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ॥৭॥
ভকতিবিনোদ পদে লইয়া শরণ ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ ॥৮॥

(১০)

দৈন্য—লজ্জাত্মক

(প্রাণেশ্বর !) কহবুঁ কি সরম কি বাত্ ।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ ॥১॥
সোহি করম-ফল, ভবে মোকে পেশই,
দোখ দেওব আব্ কাহি ।

তখনক পরিণাম, কছুনা বিচারলু,
আব্ পুছু তরইতে চাহি। ২॥
দোষ বিচারই, তুহুঁ দণ্ড দেওবি,
হাম্ ভোগ করবুঁ সংসার।
করত গতাগতি, ভকতজন সঙ্গে,
মতি রহু চরণে তোহার ॥৩॥
আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
হৃদয়-গরব দূরে গেল।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল,
ভকতিবিনোদ আশা ভেল ॥৪॥

(১১)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ

দেহসমর্পণ (বাচিক)

সর্ব্বস্বতোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।

তুমি ত' ঠাকুর! তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥১॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥২॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম-আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা ॥৩॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥৪॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।

ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥ ৫ ॥

(১২)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ
(বাচিক)

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
'অহং'-'মম'-ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয় ॥১॥
অহং-মম-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি' জানে মনে মন ॥২॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া ॥৩॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন ॥৪॥
'অহং'-'মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায় ॥৫॥

এইমাত্র বল প্রভু! দিবে হে আমারে।
অহংতা-মমতা দূরে পারি রাখিবারে ॥ ৬ ॥
আত্মনিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান-সম যেন ক্ষণিক না হয় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-নিত্যানন্দ-পা-য়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায় ॥ ৮ ॥

(১৩)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ
(কায়িক)

'আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই ॥ ১ ॥
বন্ধু, দারা, সুত-সুতা—তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥ ২ ॥
ধন, জন, গৃহ, দার, 'তোমার' বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥ ৩ ॥

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন ॥ ৪ ॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী ॥ ৫ ॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা ॥ ৬ ॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ-সার ॥ ৭ ॥

(১৪)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ
(মানসিক)

দারা-পুত্র-নিজ-দেহ-কুটুম্ব-পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥ ১ ॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পা'ব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥ ২ ॥

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু! সংসার তোমার ॥৩॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু! বড় সুখ মানি ॥৪॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু! সর্ব্ব কার্য্য হয়।
জীব বলে,—'করি আমি', সে ত' সত্য নয় ॥৫॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে?
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা-ফলে ॥৬॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ॥৭॥
ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে' অকিঞ্চন হইয়া ॥৮॥

(১৫)

আত্মনিবেদন—অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ

(বাচিক)

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর! ১ ॥

সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেল, তুয়া ও-পদ বরণে ॥ ২ ॥
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥ ৩ ॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪ ॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥ ৫ ॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁ'ক সঙ্গ অনুরক্ত ॥ ৬ ॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি—তুহু সর্ব্বময় ॥ ৭ ॥
ভকতবিনোদ কহে, শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

(১৬)

আত্মনিবেদন—অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ

(কায়িক)

'অহং-'মম'-শব্দ-অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলু তোমার পদে, ওহে দয়াময়! ১ ॥
'আমার' আমি ত' নাথ! না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥ ২ ॥
'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল ॥ ৩ ॥
আমার সর্ব্বস্ব—দেহ, গেহ, অনুচর।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর ॥ ৪ ॥
সে সব হইল তব, আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ॥ ৫ ॥
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ॥ ৬ ॥

স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু! আমি ত' নিষ্কৃত ॥ ৭॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভক্তিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল ॥ ৮ ॥

(১৭)

আত্মনিবেদন—ফলস্বরূপ দেহসমর্পণ
(মানসিক)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ ১ ॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ ২ ॥

তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ ৩ ॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥ ৬ ॥

(১৮)

গোপ্তৃত্বে বরণ—অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ
(বাচিক)

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার !
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥ ২ ॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥ ৩ ॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ-সুখ-সংঘটন ॥ ৪ ॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে'।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥ ৫ ॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥ ৬ ॥

নিজ-বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ ॥ ৮ ॥

(১৯)

গোপ্তৃত্বে বরণ—দৈন্যাত্মক (কায়িক)

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ॥ ১ ॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময়!
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ২ ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি।

দয়াল ঠাকুর ! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥ ৩ ॥

সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ !
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ ! ৪ ॥

তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি ।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ॥ ৫ ॥

ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পা-য় ।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥ ৬ ॥

(২০)

গোপ্তৃত্বে বরণ—আত্মনিবেদনাত্মক
(মানসিক)

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার।
জড়সুখে মাতিয়া, আপনকু বঞ্চই,
পেখলুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার ॥ ১ ॥
তুহুঁ নাথ! করুণা-নিদান।
তুয়া পদপঙ্কজে, আত্ম সমর্পিলুঁ
মোরে কৃপা করবি বিধান ॥ ২ ॥
প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ, যো হি শরণাগত,
নাহি সো জানব পরমাদ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন,
আব্ মাগোঁ তুয়া পরসাদ ॥ ৩ ॥
আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,
কব হাম হউবুঁ তোহারা।

নিত্য সেব্য তুঁহু, নিত্য-সেবক মুঞি,
ভকতিবিনোদ ভাব সারা ॥ ৪ ॥

(২১)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস
(বাচিক ও কায়িক)

এখন বুঝিনু প্রভু ! তোমার চরণ।
অশোকাভয়ামৃত-পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥ ১ ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ ! তব পদতলে ॥ ২ ॥
তব পাদপদ্ম, নাথ ! রক্ষিবে আমারে।।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে ॥ ৩ ॥
আমি তব নিত্যদাস—জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥ ৪ ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে ॥ ৫ ॥

যে-পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা।
যে-পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিলা ॥ ৬ ॥
যে-পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা।
যে-পদ নারদ-মুনি হৃদয়ে ধরিলা ॥ ৭ ॥
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম-আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ ৮ ॥
সংসার বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে, ও-পদ করিবে তোমার ॥ ৯ ॥

(২২)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস
(মানসিক)

তুমিত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥

তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ॥ ২ ॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে ॥ ৩ ॥
সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল' নাম,
ভকত-জনের নিত্যস্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥
তোমার চরণে নাথ! করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি! অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে,—তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

(২৩)

অনুকূল গ্রহণ—(কায়িক)

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য্য হয়।
পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥ ২ ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥ ৪ ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব ॥ ৬ ॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥ ৭ ॥

তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

(২৪)

অনুকূল গ্রহণ—বাচিক ও মানসিক

শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥ ১ ॥
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ॥ ২ ॥
গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।

সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত, কীর্ত্তন শুনি',
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥
যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া মোর,
পরম-আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয় ॥ ৫ ॥
যে-দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া পঙ্গু,
সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥
তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি'।

গৌর-প্রিয় শাক-সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতিদিবসে, পরম-সুখে,
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ ৮ ॥

(২৫)

প্রতিকূল বর্জ্জন—(বাচিক)

কেশব ! তুয়া জগত বিচিত্র।
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥ ১ ॥
তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥ ২ ॥

তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি' সার ॥ ৪ ॥

(২৬)

প্রতিকূল বর্জ্জন—(কায়িক)

তুয়া-ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যা'তে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
তুয়া-ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥ ২ ॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥ ৩ ॥

ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥ ৪ ॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥ ৫ ॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর ॥ ৬ ॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥ ৭ ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে ॥ ৯ ॥

(২৭)

প্রতিকূল বর্জ্জন—(মানসিক)

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥ ১ ॥

এই দুই-সঙ্গ নাথ ! না হয় আমার ।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার ॥ ২ ॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল ।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥ ৩ ॥
বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায় ।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ॥ ৪ ॥
মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল ।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল ॥ ৫ ॥
ভক্তির স্বরূপ, আর "বিষয়", "আশ্রয়" ।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয় ॥ ৬ ॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥ ৭ ॥
মায়াবাদ-সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই ।
অতএব মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি চাই ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি' ।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি' ॥ ৯ ॥

(২৮)

সিদ্ধদেহে-গোপ্তৃত্বে বরণ

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান! ১ ॥
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ, রাধানাথ! ২ ॥
কুসুমে গাঁথবুঁ হার।
তুলসী-মণিমঞ্জরী তার ॥ ৩ ॥
যতনে দেওবুঁ সখীকরে।
হাতে লওব সখী আদরে ॥ ৪ ॥
সখী দিব তুয়া দুঁহুক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥ ৫ ॥
সখী কহব,—"শুন সুন্দরি!
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥ ৬ ॥
গাঁথবী মালা মনোহারিণী।
নিতি রাধাকৃষ্ণ-বিমোহিনী ॥ ৭ ॥

তুয়া রক্ষণ-ভার হামারা।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা॥ ৮॥
রাধামাধব-সেবনকালে।
রহবি হামার অন্তরালে॥ ৯॥
তাম্বুল সাজি' কর্পূর আনি'।
দেওবি মোএ আপন জানি'॥" ১০॥
ভকতিবিনোদ শুনি' বাত্।
সখীপদে করে প্রণিপাত॥ ১১॥

(২৯)

সিদ্ধদেহে—আত্মনিবেদন

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ-রক্ষা-বিধান॥ ১॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি, নাথ!
পাল্য গোধন জ্ঞান করি' তুয়া সাথ॥ ২॥
চরাওবি মাধব! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥ ৩॥

অঘ-বক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান! ৪ ॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি ॥ ৫ ॥
কালিয়-দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল, বাড়াওবি আশা ॥ ৬ ॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মো'য়।
'গোপাল', 'গোবিন্দ' নাম তব হোয় ॥ ৭ ॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে, গিরিবরধারি! ৮ ॥
চতুরানন করব যব্ চোরি।
রক্ষা করবি মুঝে, গোকুল-হরি! ৯ ॥
ভকতিবিনোদ—তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব! করত যতন ॥ ১০ ॥

---

(৩০)

সিদ্ধদেহে—অনুকূল

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে।
মাথুর-শ্রীনন্দীশ্বর-সমতুলে ॥ ১ ॥
তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ-কুটীরে।
বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী-তীরে ॥ ২ ॥
গৌরভকত-প্রিয়বেশ-দধানা।
তিলক-তুলসীমালা-শোভমানা ॥ ৩ ॥
চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল।
রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল ॥ ৪ ॥
মাধবী মালতী উঠাবুঁ তাহে।
ছায়া-মণ্ডপ করবুঁ তঁহি মাহে ॥ ৫ ॥
রোপবুঁ তত্র কুসুমবনরাজি।
যূথি, জাতি, মল্লী বিরাজব সাজি' ॥ ৬ ॥
মঞ্চে বসাওবু তুলসী-মহারাণী।
কীর্ত্তন-সজ্জ তঁহি রাখব আনি' ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবজন-সহ গাওবু নাম।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম॥ ৮॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল।
জয় কুঞ্জ, মুঞ্জ, সুরনদীকূল॥ ৯॥

(৩১)

সিদ্ধদেহে—প্রতিকূল
(ত্রাস ও দুঃখাত্মক)

আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী।
রাধিকামাধব চরণদাসী॥ ১॥
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥ ২॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে॥ ৩॥
যে-যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুঃখ পাই তাহারে দেখি'॥ ৪॥

রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি'।
লইতে চাহে সে রাধার হরি ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ ॥ ৬ ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন-।
-সম্ভাষণে কভু না হয় মন ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ॥ ৮ ॥

(৩২)

সিদ্ধদেহে—কৃষ্ণভজনের উদ্দীপন

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত, যামুনতীর ॥ ১ ॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥ ২ ॥
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।
বৃন্দাবন-তরুলতিকা-বানীর ॥ ৩ ॥

খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস ॥ ৪ ॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা ॥ ৫ ॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি ॥ ৬ ॥
এ সব ছোড়ত কঁহি নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ ॥ ৮ ॥

ষড়্‌বিধা শরণাগতি

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

—বৈষ্ণবতন্ত্রে

শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত-

গুর্ব্বষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৩॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৪॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপনাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৫॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৬॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৭॥

যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৮॥

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥৯॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ভিক্ষা—।০ আনা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি হইতে
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর, শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৪
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল।

প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)
২। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)
৩। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী
৩৩/২, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর—শ্রীতারাপদ গরাই,
শান্তি প্রেস, চুঁচুড়া (হুগলী)।

নম্র নিবেদন

গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ

"শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থখানি ভজনানন্দী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জীবন-স্বরূপ। ইহার অভাব ভজনানন্দী বৈষ্ণববর্গ বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের প্রেরণাক্রমে এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত হইল। অনুমান পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" নামক একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মদীয় গুরুদেব জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইহা পুনরায় সম্পাদন করিলাম।

বর্ত্তমান সংস্করণ 'প্রথম সংস্করণ'রূপে উল্লিখিত হইবার কারণ

যদিও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগ পরিচয় দিয়া কোন অপসম্প্রদায় "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা"-নামক গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাহাকে কোন সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা হইল না। কারণ তাঁহারা

গুরু-পাদপদ্মের প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, এতদ্ব্যতীত তাহাতে কোনরূপ সংস্করণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। উহাকে কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রনই বলা যাইতে পারে।

যদিও ইহা তৃতীয় সংস্করণ, তথাপি **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** হইতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রথম অভিনব আকারে ও সংস্করণে প্রকাশিত হওয়ায় ইহার সর্ব্বসত্ত্ব-সংরক্ষিত হইয়া **প্রথম সংস্করণ**রূপে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

বর্ত্তমান সংস্করণে শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ শিরোনামা দ্বারা বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা সর্ব্বতোভাবে মদীয় গুরু-পাদপদ্মের দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়-সূচী অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে। অধিকন্তু আরও কয়েকটী নূতন শিরোনামা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথা—"জহ্নুদ্বীপে ভীষ্ম-টীলা," "ভীষ্ম-উপদেশ," "গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সমাধি ও সিদ্ধ-পরিচয়" ও "গ্রন্থ-পাঠের ফল"। এই সংস্করণে সপ্তত্রিংশৎ সংখ্যক বিষয়-সূচী প্রদত্ত হওয়া বাদে প্রত্যেক শিরোনামার অধীন তথ্যগুলিরও **পয়ার সংখ্যা-সহ** একটী বর্ণানুক্রমিক

সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠকবর্গের **স্থান-পাত্রাদি বিষয়গুলি** অনুসন্ধানের বিশেষ সাহায্য করিবে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে গ্রন্থকারের রচিত "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য"-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় হইতে **"পরিক্রমা-বিধির"** আবশ্যকীয় অংশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধ ভক্ত-মণ্ডলী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-কালে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

গ্রন্থের মূল্য

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সংস্করণ অপেক্ষা চতুর্গুণ। কাগজের মূল্য, মুদ্রন-ব্যয় অস্বাভাবিক-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-রূপে "পরিক্রমা-বিধি" সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এবং বিবিধ সূচী-পত্রাদির জন্য ইহার কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পূর্ব্ব সংস্করণে যেরূপ মূল্য ছিল, বর্ত্তমানেও ভক্তগণের সহজ-লভ্যের নিমিত্ত তদনুযায়ী চারি আনা মূল্যই সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয়

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা সম্বন্ধে "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থে বিস্তারিত সকল

কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাও বাংলা-ভাষায় পয়ার-ছন্দে রচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্—প্রমাণখণ্ডঃ" নামক সংস্কৃত-ভাষায় মহাজন-গণের প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়া পৃথক্ আর একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ ঠাকুরের এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-কৃত 'শ্রীনবদ্বীপ-স্তোত্রম্," শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত "শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্," শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-কৃত 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর" ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

দেশকালাতীত নিত্যধামের পরিচয়

উক্ত গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ন্যায় মথুরা, বৃন্দাবনাদিও নিত্য বৈকুণ্ঠ-ধাম। সাধারণতঃ নবদ্বীপ-ধামকে গুপ্ত-বৃন্দাবন-ধাম বলিয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে নবদ্বীপ গুপ্ত-বৃন্দাবন কিংবা বৃন্দাবনই গুপ্ত-নবদ্বীপ—ইহা বলা কঠিন। শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতন, শ্রীপ্রবোধানন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরম মুক্ত মহাজনগণ বৃন্দাবনে থাকিয়া গৌরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। আবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস, শ্রীল জগন্নাথ দাস, শ্রীল সরস্বতী

ঠাকুর, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী প্রভৃতি শ্রীনবদ্বীপ-ধামে থাকিয়া কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত নবদ্বীপ-ধামের প্রতি-বালু-কণাই বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকোচরূপ সীমাবদ্ধ প্রাদেশিকতার ময়লা তাহাতে নাই। সুতরাং তাহাতে রাম, কৃষ্ণ ও গৌর-লীলা যুগপৎ একই বিগ্রহে একই স্থানে অবস্থিত।

গ্রন্থখানি যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক

"শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থখানি একাধারে যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক। ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার পরম উন্নততম ভজন-বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার নবদ্বীপ-ধাম বাসের প্রকৃত ফল, 'গ্রন্থপাঠের ফল'-শিরোনামা অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ যত্ন-সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভজনের সর্ব্বোত্তমতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

ধামাপরাধ পরিত্যাজ্য

ধামাপরাধ না করিয়া ধামে অবস্থান করাই ধাম-বাসীর কর্ত্তব্য। ধামের প্রতি অপরাধ হইলে আমাদের সর্ব্বতোভাবে ভজনে বিঘ্ন ঘটিবে। তজ্জন্য দশবিধ ধামাপরাধ পাঠকবর্গের সাবধানের জন্য পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল।

দশবিধ ধামাপরাধ

(১) ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নির্ভুল মুদ্রনে অসমর্থ হইয়াছি। মুদ্রাকরের অসাবধানতা ইহার মূল-কারণ। ভুলগুলি অত্যন্ত সাধারণ। পাঠক আপনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তজ্জন্য ভ্রম-সংশোধনের তালিকা দেওয়া হইল না। ইতি—

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর
মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী
৫ই গোবিন্দ, ৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দ
ইং ২৬।২।৫১

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বিষয়-সূচী

	বিষয়			পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীধাম-পরিচয়	...	...	১
২।	**অন্তর্দ্বীপ** শ্রীমায়াপুর	...	...	৩
৩।	গঙ্গানগর	...	...	৬
৪।	ভরদ্বাজ-টীলা	...	...	৬
৫।	পৃথুকুণ্ড	...	...	৭
৬।	শরডেঙ্গা	...	...	৭
৭।	**সীমন্তদ্বীপ**	...	...	৭
৮।	বিল্বপক্ষ	...	...	৮
৯।	ঈশোদ্যান	...	...	৮
১০।	বিশ্রাম-স্থল	...	...	৯
১১।	শ্রীধরের ঘর	...	...	৯
১২।	সুবর্ণ-বিহার	...	...	১০
১৩।	নৃসিংহপুরী	...	...	১০
১৪।	**গোদ্রুমদ্বীপ**	...	...	১২
১৫।	**মধ্যদ্বীপ**	...	...	১৫
১৬।	ব্রাহ্মণ-পুষ্কর	...	...	১৬
১৭।	উচ্চহট্ট	...	...	১৬
১৮।	পঞ্চবেণী	...	...	১৮

	বিষয়			পত্রাঙ্ক
১৯।	**কোলদ্বীপ**	...	...	১৮
২০।	সমুদ্রগড়	...	...	২০
২১।	চম্পহট্ট	...	...	২১
২২।	**ঋতুদ্বীপ**	...	...	২২
২৩।	বিদ্যানগর	...	...	২৪
২৪।	**জহ্নুদ্বীপ**	...	...	২৬
২৫।	জহ্নুদ্বীপে ভীষ্মটীলা	...	...	২৭
২৬।	ভীষ্ম-উপদেশ	...	...	২৭
২৭।	**মোদদ্রুমদ্বীপ**	...	...	৩১
২৮।	ভাণ্ডীরবনে শ্রীরামকুটীর	...	...	৩১
২৯।	শ্রীবৈকুণ্ঠপুর	...	...	৩৩
৩০।	ব্রহ্মাণী-নগর	...	...	৩৩
৩১।	অর্কটীলা	...	...	৩৪
৩২।	মহৎপুর—কাম্যবন	...	...	৩৫
৩৩।	**রুদ্রদ্বীপ**	...	...	৩৭
৩৪।	নিদয়া	...	...	৩৯
৩৫।	গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সমাধি ও সিদ্ধ-পরিচয়		...	৪১
৩৬।	গ্রন্থ-পাঠের ফল	...	...	৪৬
৩৭।	**পরিক্রমা-বিধি**	...	...	৪৭

গ্রন্থগত স্থান-পাত্রাদি
বিশেষ-সূচী

অ—অদ্বৈত-বুদ্ধি ২৬৭, অদ্বৈতের স্থান ২৫,৬৪; অনঙ্গমঞ্জরী ২৯৪-২৯৫, ৩০৩, ৩১১, ৩১৯; অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর ৩৫, অর্কটীলা ২৩৯, অর্কদেব ২৪১, অলকানন্দ ৮১, অলঙ্কার প্রসাদ ৩২৪, অবিদ্যা ১৭৬, অবিদ্যা-জাল ১৮৬, অব্যাহত-গতি ২১১, অষ্টদল-পদ্মনিভ ১৩, অষ্টাবক্র ২৬৭।

আ—আতিথ্য ২৫৮, আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে ১৩৯, আমিত রহিনু একা হইয়া ফাঁপর ২৭৫, আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন ২৮০।

ই—ইন্দ্র ৮২।

ঈ—ঈশাক্ষেত্র ৩৩১, ঈশোদ্যান ৩০, ৫২, ৮৪, ১৪০, ৩২৬।

উ—উচ্চহট্ট ১১১, ১২৩।

ঋ—ঋতুদ্বীপ ১৫৭, ঋষিগণ ১২৬, ২৭৭।

ঐ—ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ২৩৬, ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন ২৩৬।

ক—কমল-মঞ্জরী ২৯৪, ৩০৬; কর্পূর-পাত্র ৩০৯, কাজীর শোধন ৬০, কাম্যবন ২৪৮, ২৫১; কার্ত্তিক মাসে

১০৬, কাশীক্ষেত্র ৮১, কুরুক্ষেত্র ১১১, কুরুক্ষেত্র-রণ ১৯৬, কুলিয়া-পাহাড় ১৩১, কৃষ্ণ-নাম ২১৪, কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায় ১৮০, কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল ২৭৯, কৈশোর বেশ ১৩৯, কোলদ্বীপ ১২৯, ১৪৭, ১৫১; কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে ১৪৯, কোল-রূপ ১২৯।

খ—খদিরবন ১৫৬।

গ—গঙ্গাদাস-গৃহ ৪০, গঙ্গানগর ৩৯, গঙ্গারে করিল পান ১৮৮, গঙ্গাসাগর-তীর্থ ১৪৬, গঙ্গাস্নান ছলে ১৩৪, গণ্ডকের ধার ৮১, গদাধরের স্থান ২৫, ৬৪; গর্গমুনি ২৫২, গোদ্রুম-ক্ষেত্র ৮২, গোদ্রুম-লীলা ৯৯, গোপগণ ৮৯, গোপসঙ্গে গোপভাব ১০০, গোপসনে গোচারণ ৮৮, গোপের ঘর ৮৮, গোমতী-তীরে ১০৩, গৌরতত্ত্ব আবরণ ১৮৫, গৌর-পুরাণ ২৫০. গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই ১২২, গৌরাঙ্গ-গৃহলীলা ৩৪।

চ—চতুঃষষ্টি বিদ্যা ১৭১, চতুঃসন ৪৯. চম্পহট্ট ১৫১, ১৫২, ১৫৫, চারি ভগ্নী গেলা চলি' বৈকুণ্ঠনগর ২৭৫, চারিবেদ ১৭১, চিন্ময়-ভবন দর্শন ২২, চৌদ্দ ভুবন ১২৬, চ্যবন ২৫২।

জ—জগন্নাথ-মিশ্র-গৃহ ২০, জয়দেব ১৫২, জহ্নু ১৯০,

জহ্নু-তনয়ার তট ৩৯, জহ্নু-তপোবন ১৮৭, জহ্নুদ্বীপ ১৮৭, জহ্নুদ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলা-স্থল ১৯১, জানকী ২২৪, জাহ্নবী ১২৪, জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্তিচেষ্টা-যোগ-আদি ছার ২৮৭, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয় ১০।

ত—তড়িদ্বর্ণা তারাবলী ৩০৯, তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন ২৯০, তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড-তীরে ১৪২, তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান ৩১৬, ত্রিকচ্ছ-বসন ১৪০, ত্রিধারা ১২৪, ত্রিনদী-ভাঙ্গন ৩২, ত্রিপিষ্টপ ১১১।

দ—দত্তাত্রেয় ২৬৭, দুর্ব্বাসা-মুনি ২৬৬, দূর হইতে নিজ কার্য্য করি' সম্পাদন ৩২১, দেব-পঞ্চানন ২৮৩, দেবল ২৫২, দেবানন্দ ১৭৮, দেশকাল-করণ-শরীর ২০৮, দেহ নবদ্বীপ-বাস ভক্তজন-সনে ১৪৯, দ্রৌপদী ২৪৯, দৌপদী-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ২৬৩, দ্বাদশ-তিলক ১৯৪, দ্বারকায় রাজবেশ ১৩৮।

ধ—ধবলি ১৬০, ধীর সমীর ৩০৪।

ন—নরহরি-ক্ষেত্র ৭০, নবদ্বীপ ৩৩৩, নবদ্বীপে যুগল-ভজন ৭৩, নবদ্বীপে শ্রীগোকুল ১৯, নারদ-চিত্ত ২৩৭, নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি-মাঝে আলোচিব ৩০২, নিত্য-মুক্ত বদ্ধ-মুক্ত ২০৫, নিত্যলীলা করে প্রভু এই সব বনে ২০৬, নিত্যানন্দের স্থান ২৫, ৬৪ ; নিদয়া ২৮০, 'নিদয়া' বলিয়া

স্থান জানু' সর্ব্বজন ২৮০, নির্ম্মায়িক ২০৮, নির্য্যাণ-সময় ১৯৭, নির্ব্বাণ-সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান ২৭৪, নৃসিংহ-পুরী ৬৯, নৈমিষ-কানন ১০৩, নৈঋতে যমুনা গঙ্গা ২৭।

প—পঞ্চবিধ-জ্ঞান-কন্যা মোরা পঞ্চজন ২৭৩, পঞ্চবিধ-মুক্তি-নাম করেছ শ্রবণ ২৭৩, পঞ্চবেণী ১২৩, পঞ্চানন ২৬৭, পরব্যোম-নাথ ২৩৪, পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায় ১৮০, পাণ্ডব-গৃহিণী ২৫৭, পার্ব্বতী-দেবী ৪৮, পাষণ্ড-উদ্ধার লীলা ২৫৪, পুলিন ২৮৯, ২৯২ : পুলিন-নিকটে ২৯৭, পুষ্কর-তীর্থ ১০৯, পূতনা রাক্ষসী ২৮১, পৃথুকুণ্ড ৪৩, পৃথুকুণ্ড-তীরে ১৪২, পৃথু সরোবর ৩৭, প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে ১৪২, প্রৌঢ়া-মায়া ২৮।

ভ—ভক্তপক্ষ ১৭৮, ভক্ত-সেবা ২১৪, ভক্তিবিনোদ ৩২৯, ভদ্রবন ১৯১, ভরদ্বাজ-টীলা ৪১, ভাগবতী তনু ২১১, ভাগীরথী পার হ'ব ৩২৫, ভাণ্ডীর ২১৯, ভাণ্ডীরবন ২২১, ২৩১ ; ভীম ১৪৪, ভীষ্ম ১৮৯, ভীষ্মটীলা ১৯২, ভীষ্মদেব-উপদেশ ২১৭।

ম—মথুরা-নগর ৪৩, মধুবন ৪৩, মধ্যাহ্ন-সময়ে ১১৩, মধ্যাহ্নে মধ্যদ্বীপ ১১৬, মধ্যদ্বীপ ১০১, মহৎপুর কাম্যবন ২৪৮, মহারাসেশ্বরী ২৯৮, মানস-গঙ্গা ১৬৩, মায়া-জাল

২১২, মায়া-জালাবৃত ২১, মার্কণ্ডেয় ৮৩, মেঢ্রস্থল-সন্নিকটে ২৬৯, মোদদ্রুম ২১৮, ২১৯।

য—যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে ১৩৯, যমুনা-তীর ৩০৪, যা'র যেই ভাব, সেই ভাবে তা'র সনে ২০৬, যুগল-ভজন ২১৪, যুগল-বিলাস ২৯৬, যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ ভাই ২৪৯, যুধিষ্ঠির-সভা ২৫১, যূথেশ্বরী ২৯৫, যোগপীঠ মায়াপুর ১৬, যোগ-ভ্রম ২৬৬, যোগিগণ ২৬৭।

র—রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি' ৩১৯, রাগমার্গে গতি ৩০৬, রাধাকুণ্ড ৫৪, ১৫৮; রাধা-প্রসাদ ৩১৭, ৩১৮; রাধিকা-ভগিনী ৩০৩, রামানুজ ২২৭, রামকৃষ্ণ ২৩২, রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান ২২২, রাস-লাস্যের শোভা ২৯৯, রুদ্র একাদশ ২৬৫, রুদ্রদ্বীপ ২৬৩, ২৬৪, ২৭৭; রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি ৩৩০।

ল—লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া ২৪, ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী ৩১৯, ললিতা সুন্দরী ৩১৫।

ব—বংশীবট ৩০৪, বনদেবী ২৭১, বনফল ২৫৬, বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল ২২৮, বরাহ-ক্ষেত্র ১৩০, বলিবে এ' নব দাসী সখী ললিতার ৩০৫, ববম্ ববম্ বলি' ২৮৩, বসন-ভূষণে ৩০৯, বহুলাবন ১৪৭, বাক্য-দণ্ড ১৭৮, বাণীনাথ-গৃহ ১৫৩, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ১৭৪, বিদ্যানগর

১৭০, ১৭১ ; বিদ্যালয় ১৩৩, বিদ্যাবাচস্পতি ১৩৩, বিরজা ২৩৯, বিল্বপক্ষ-বন ৪৯, বিশারদ-পুত্র ১৩৩, বিশ্রাম-স্থল ৫৯, বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ ২১৪, বৃদ্ধশিব ২৮, বৃন্দাবন-ধাম নবদ্বীপের ভিতর ২৮৯, বৃহস্পতি ১৭৩, বেদব্যাস ১২৬, বৈকুণ্ঠপুর ২৩৩, ব্যাসদেবে আনি' ২৫০, ব্যাসমুখে শুনি' ২৫৪, ব্রহ্মকুণ্ড ১১৮, ব্রহ্মচারী বেশে লক্ষ্মণ ২২৪, ব্রহ্মনগর ১১৮, ব্রহ্মপুর ১৭, ব্রহ্মাণী-নগর ২৩৯, ব্রহ্মাবর্ত্ত ১১১, ব্রহ্মা-শিব-ঋষিগণ ১৭২, ব্রাহ্মণ-পুষ্কর ১০৯।

শ—শতকোটী গোপী ২৯৮, শক্তিত্রয়-সাথ ২৩৪, শরডেঙ্গা ৪৫, শুক ২৫২, শৈষী শক্তি ৩১৫, শৌনকাদি ১০৭, শ্যামলি ১৬০, শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ১০, শ্রীকর্পূর-সেবা ২৯৬, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল ২৭৯, শ্রীদাম ১৬০, শ্রীধরের ঘর ৬২, ৬৪ ; শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে ১২, শ্রীরাম-কুটীর ২২৩, শ্রীরাসমণ্ডল ২৯৭, শ্রীরূপ-মঞ্জরী ৩০৭, ৩১১ ; শ্রীরূপ-মঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী-আমার ৩০৫, শ্রীবাস-অপরাধ ১৭৮, শ্রীবাস-মন্দির ১৪২, শ্রীবাসের স্থান ২৫, ৬৪।

ষ—ষোলক্রোশ নবদ্বীপ ৩।

স—সখীর নির্দ্দেশ-মতে সতত সেবিব ৩০২, সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র ৫০, সঙ্গিনী করিয়া ৩২০, সন্ন্যাস-মূরতি ১৩৭,

সপ্তঋষি ১০২, সমুদ্রগড় ১৪৩, সমুদ্রসেন ১৪৪, সরস্বতী ৩০, ৮৪, ১২৪ ; সরস্বতী-পীঠ ১৭১, সর্ব্বঋতু ১৫৮, সাগর ১৪৫, সামীপ্য ২৭৪, সাযুজ্য ২৬৮, সাযুজ্যের নাম শুনি' ২৮১, সালোক্য ২৭৪, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ ২৭৪, সার্ষ্টি ২৭৪, সীতারাম ২২০, সীমন্ত-দ্বীপ ৪৭, সুরভি ৮২, সুবর্ণ-বিহার ৬৫, সুবল ১৬০, সূর্য্যদেব ২৪৭, 'স্বনিয়মে' থাকি' ৩২৭, স্বপ্ন-স্বরূপ ২৯৩, স্বরূপ-দামোদর ৩৩৬, স্ব-স্বমাধি ৩০০।

হ—হংস-বাহন ১০৪, হরিবাসর ১০৬, হেরিব যুগল রূপ প্রিয়-দরশন ৩২১।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্ব-রচিত স্বহস্ত-লিখিত

গোলোকের-প্রেম

নমো ভক্তিবিনোদায় গৌরশক্তিস্বরূপিণে।
যেন ব্যঞ্জিতমাধুর্য্যা রাধাকৃষ্ণরতিঃ পরা॥

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

শ্রীধাম-পরিচয়

সর্ব্বধাম-শিরোমণি সন্ধিনী-বিলাস।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দ-বাস ॥ ১ ॥
সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক্ নয়নে মম নবদ্বীপ ধাম ॥ ২ ॥
মাথুর মণ্ডলে ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক্ নয়ন ॥ ৩ ॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয় ॥ ৪ ॥
প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চ-নিলয়ে ॥ ৫ ॥

সেই কৃষ্ণ-কৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন ॥ ৬ ॥
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন ॥ ৭ ॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি' তারে নিন্দে বারে বারে ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ॥ ৯ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ॥ ১০ ॥
জড়-জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীব-চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন ॥ ১১ ॥
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে।
দেখিব **শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে** ॥ ১২ ॥
অষ্টদল-পদ্মনিভ ধাম নিরমল।
কোটি চন্দ্র জ্যোৎস্না জিনি অতীব শীতল ॥ ১৩ ॥

কোটি সূর্য্যপ্রভা জিনি অতি তেজোময়।
আমার নয়ন পথে হইবে উদয়॥ ১৪॥

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর

অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥ ১৫॥
তার মধ্য-ভাগে **যোগপীঠ মায়াপুর**।
দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব প্রচুর॥ ১৬॥
ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়॥ ১৭॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ১৮॥
ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥ ১৯॥
জগন্নাথ-মিশ্র-গৃহ পরম পাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥ ২০॥

মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর ॥ ২১ ॥
মায়া কৃপা করি জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ॥ ২২ ॥
যথা নিত্য-মাতাপিতা দাস-দাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ ॥ ২৩ ॥
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন ॥ ২৪ ॥
নিত্যানন্দ **শ্রীঅদ্বৈত** সেই মায়াপুরে।
গদাধর **শ্রীবাসাদি** স্থানে স্থানে স্ফুরে ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায় ॥ ২৬ ॥
নৈঋতে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি।
নাগরূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি ॥ ২৭ ॥
ভাগীরথী-তটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়া-মায়া বৃদ্ধ-শিব উপবনচয় ॥ ২৮ ॥

অসংখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ চত্বর বিপিন **শিবালয়** ॥ ২৯ ॥
পূর্ব্ব-দক্ষিণেতে এক **সরস্বতী ধার**।
নিরবধি বহে **ঈশোদ্যান** তটে যার ॥ ৩০ ॥
এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার ॥ ৩১ ॥
ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর-ছায়া ॥ ৩২ ॥
সশক্তিক নিত্যানন্দ-কৃপাবল-ক্রমে।
স্ফুরুক্ নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে ॥ ৩৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি দরশন।
অতি ধন্য হউ এই মূঢ় অকিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥
অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর গ্রাম।
অষ্টদল কমলের কর্ণিকা সে ধাম ॥ ৩৫ ॥
গৌরকান্তি পীত জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল।
করুন্ নয়নে মোর সদা ঝলমল ॥ ৩৬ ॥

কোন স্থানে উপবন **'পৃথু'-সরোবর**।
গোচারণ-ভূমি কত দেখিতে সুন্দর ॥ ৩৭ ॥
প্রবাহ-প্রণালী কত শস্যভূমি খণ্ড।
রাজপথ বকুল কদম্ব বৃক্ষ ষণ্ড ॥ ৩৮ ॥

গঙ্গানগর

তাহার পশ্চিমে **জহ্নু-তনয়ার তট**।
শ্রীগঙ্গানগর নামে প্রসিদ্ধ খর্ব্বট ॥ ৩৯ ॥
যথা গঙ্গাদাস-গৃহে বিদ্যানুশীলন।
করিলেন প্রভু মোর লয়ে দ্বিজ-জন ॥ ৪০ ॥

ভরদ্বাজ-টীলা

ভরদ্বাজ-টীলা তথা দেখিতে সুন্দর।
গৌর ভজি যথা ভরদ্বাজ মুনিবর ॥ ৪১ ॥
লভিয়া চৈতন্যপ্রেম সূত্র প্রকাশিল।
কতশত বহির্ম্মুখ জনে ভক্তি দিল ॥ ৪২ ॥

পৃথুকুণ্ড

পৃথুকুণ্ড উত্তরেতে **মথুরা-নগর**।
ষষ্ঠীতীর্থ **মধুবন** পরম সুন্দর ॥ ৪৩ ॥
বহুজনাকীর্ণ জনপদ সুবিস্তার।
দর্শনে পবিত্র হউ নয়ন আমার ॥ ৪৪ ॥

শরডেঙ্গা

তদুত্তরে **শরডেঙ্গা** স্থান মনোহর।
রক্তবাহু-ভয়ে যথা শবর প্রবর ॥ ৪৫ ॥
নীলাদ্রি-পতিকে লয়ে রহে সংগোপনে।
সেই স্থান দেখি যেন সর্ব্বদা নয়নে ॥ ৪৬ ॥

সীমন্ত-দ্বীপ

মথুরায় বায়ুকোণে হেরিব নয়নে।
সীমন্ত-দ্বীপের শোভা জাহ্নবী-সদনে ॥ ৪৭ ॥
যথায় পার্ব্বতীদেবী গৌরপদ-ধূলি।
সীমন্তে ধারণ কৈল করিয়া আকুলি ॥ ৪৮ ॥

বিল্বপক্ষ

দূর হইতে বিলোকিব **বিল্বপক্ষ-বন**।
যথা গৌর-ধ্যানে আছে ঋষি চতুঃসন ॥ ৪৯ ॥
নিতাই-বিলাস-ভূমি দেখিব সুদূরে।
যথা সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র বিজ্ঞজনে স্ফুরে ॥ ৫০ ॥

ঈশোদ্যান

মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥ ৫১ ॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার ॥ ৫২ ॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন ॥ ৫৩ ॥
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে ॥ ৫৪ ॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান ॥ ৫৫ ॥

সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি ভায়॥ ৫৬॥
বহির্ম্মুখ জন মায়া-মুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥ ৫৭॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড-ভণ্ড॥ ৫৮॥

বিশ্রাম-স্থল

মধুবন মধ্যভাগে **শ্রীবিশ্রাম-স্থল**।
শ্রীধর-কুটীর আর কুণ্ড নিরমল॥ ৫৯॥
কাজীরে শোধিয়ে প্রভু লয়ে পরিকর।
যথায় বিশ্রাম কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর॥ ৬০॥
হা গৌরাঙ্গ বলি কবে সে বিশ্রামস্থলে।
গড়াগড়ি দিয়া আমি কাঁদিব বিরলে॥ ৬১॥

শ্রীধরের ঘর

প্রেমাবেশে দেখিব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে।
লৌহপাত্রে জল পিয়ে শ্রীধরের ঘরে॥ ৬২॥

কবে বা সৌভাগ্যবলে নয়ন আমার।
হেরিবে কীর্ত্তন-মাঝে শচীর কুমার ॥ ৬৩ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর শ্রীনিবাসে।
লয়ে নাচে প্রেম যাচে শ্রীধর-আবাসে ॥ ৬৪ ॥

সুবর্ণ-বিহার

তার পূর্ব্বে বিলোকিব **সুবর্ণ-বিহার**।
সুবর্ণসেনের দুর্গ তুল্য নাহি যার ॥ ৬৫ ॥
যথায় শ্রীগৌরচন্দ্র সহ পরিকর।
নাচেন সুবর্ণমূর্ত্তি অতি মনোহর ॥ ৬৬ ॥
একাকী বা ভক্তসঙ্গে কবে কাকুস্বরে।
কাঁদিয়া বেড়াব আমি সুবর্ণ-নগরে ॥ ৬৭ ॥
গৌরপদে শ্রীযুগল-সেবা মাগি' লব।
শ্রীরাধাচরণাশ্রয়ে প্রাণ সমর্পিব ॥ ৬৮ ॥

নৃসিংহপুরী

তার পূর্ব্ব-দক্ষিণেতে **শ্রীনৃসিংহ-পুরী**।
কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী ॥ ৬৯ ॥

নরহরি-ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণ-প্রেম লইব মাগিয়া ॥ ৭০ ॥
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয় ॥ ৭১ ॥
হৃদয়-শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ-চরণে মোর এইত কামনা ॥ ৭২ ॥
কাঁদিয়া নৃসিংহ-পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল-ভজন ॥ ৭৩ ॥
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে, সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি ॥ ৭৪।
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্ত-জনে ভদ্র অতি ॥ ৭৫।
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপ-বচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে ॥ ৭৬ ॥
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস! শ্রীগৌরাঙ্গ-ধামে।
যুগল-ভজন হউ, রতি হউ নামে ॥ ৭৭ ॥

মম ভক্ত-কৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধ চিত্তে ভজ রাধা-কৃষ্ণ-রসপূর ॥ ৭৮ ॥
এই বলি' করে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥ ৭৯ ॥
অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহ-দ্বারে ॥ ৮০ ॥

গোদ্রুমদ্বীপ

সে ক্ষেত্রের পশ্চিমেতে **গণ্ডকের ধার**।
শ্রীঅলকানন্দ কাশীক্ষেত্র হয়ে পার ॥ ৮১ ॥
দেখিব **গোদ্রুমক্ষেত্র** অতি নিরমল।
ইন্দ্র-সুরভির যথা ভজনের স্থল ॥ ৮২ ॥
গোদ্রুম-সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে ॥ ৮৩ ॥
যেমন সংলগ্ন সরস্বতী-নদী-তটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী-নিকটে ॥ ৮৪ ॥

ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌর-লীলাধন ॥ ৮৫ ॥
সে লীলা-দর্শনে তুমি যুগল-বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ ॥ ৮৬ ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস ॥ ৮৭ ॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই'।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই ॥ ৮৮ ॥
গোপগণ বলে ভাই তুমিত গোপাল।
দ্বিজরূপ কভু তব নাহি সাজে ভাল ॥ ৮৯ ॥
এস কাঁধে করি' তোরে গোচারণ করি।
মায়ের নিকটে লই যথা মায়াপুরী ॥ ৯০ ॥
কোন গোপ স্নেহ করি' দেয় ছানাক্ষীর।
কোন গোপ রূপ দেখি হয়ত অস্থির ॥ ৯১ ॥
কোন গোপ নানা ফল-ফুল দিয়া করে।
বলে ভাই নিতি নিতি আইস মোর ঘরে ॥ ৯২ ॥

বিপ্রের ঠাকুর তুমি গোপের কারণ।
তোমা ছাড়ি যেতে নারি তুমি ধ্যান জ্ঞান ॥ ৯৩ ॥
ঐ দেখ গাভী সব তোমারে দেখিয়া।
হাম্বা-রবে ডাকে ঘাস বৎস তেয়াগিয়া ॥ ৯৪ ॥
আজ বেলা হইল চল জগন্নাথালয়।
কাল যেন এই স্থানে পুনঃ দেখা হয় ॥ ৯৫ ॥
রাখিব তোমার লাগি দধি-ছানা-ক্ষীর।
বেলা হইলে জে'ন আমি হইব অস্থির ॥ ৯৬ ॥
এইরূপে নিতি নিতি শ্রীগোদ্রুম-বনে।
শ্রীগৌর-নিতাই খেলা করে গোপ-সনে ॥ ৯৭ ॥
বেলা না হইতে পুনঃ করি' গঙ্গাস্নান।
শ্রীশচীসদনে যান গৌর ভগবান্ ॥ ৯৮ ॥
হেন দিন আমার কি হইবে উদয়।
হেরিব গোদ্রুম-লীলা শুদ্ধ-প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥
গোপসঙ্গে গোপভাবে প্রভু-সেবা-আশে।
একমনে বসিব সে গোদ্রুম-আবাসে ॥ ১০০ ॥

মধ্যদ্বীপ

গোদ্রুম-দক্ষিণে **মধ্যদ্বীপ** মনোহর।
বনরাজি শোভে যথা দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১ ॥
যথায় মধ্যাহ্নে প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সপ্তঋষি কাছে আসি দিল দরশন ॥ ১০২ ॥
যথায় **গোমতী-তীরে নৈমিষ-কাননে**।
গৌরভাগবত-কথা শুনে ঋষিগণে ॥ ১০৩ ॥
শুনিতে সে গৌরকথা দেব-পঞ্চানন।
সহসা আইলা হয়ে **শ্রীহংস-বাহন** ॥ ১০৪ ॥
কবে আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বন।
হেরিব পুরাণ-সভা অপূর্ব্ব দর্শন ॥ ১০৫ ॥
শুনিব চৈতন্য-কথা শ্রীহরিবাসরে।
সুপুণ্য **কার্ত্তিকমাসে** গোমতীর ধারে ॥ ১০৬ ॥
শৌনকাদি শ্রোতা ঋষিগণ কৃপা করি'।
পদধূলি দিয়া মাথে হস্তদ্বয় ধরি' ॥ ১০৭ ॥

বলিবে হে নবদ্বীপ-বাসি ! একমনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-কথামৃত পিয় এই বনে ॥ ১০৮ ॥

ব্রাহ্মণ-পুষ্কর

তাহার দক্ষিণে শোভে **ব্রাহ্মণ-পুষ্কর**।
শ্রীপুষ্কর-তীর্থে যথা দেখে দ্বিজবর ॥ ১০৯ ॥
ভজিয়ে গৌরাঙ্গপদ বিপ্র দিবদাস।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরি' পাইল আশ্বাস ॥ ১১০ ॥

উচ্চহট্ট

তাহার দক্ষিণে ক্ষেত্র **উচ্চহট্ট** নাম।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র ত্রিপিষ্টপ-ধাম ॥ ১১১ ॥
যথা দেবগণ করে গৌর-সংকীর্ত্তন।
কভু ধামবাসী তাহা করেন শ্রবণ ॥ ১১২ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ গণ-সহ মধ্যাহ্ন-সময়ে।
ভ্রমেন এসব বনে প্রেমমত্ত হয়ে ॥ ১১৩ ॥
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত বলিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া ॥ ১১৪ ॥

আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে।
ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ১১৫ ॥
মধ্যাহ্নে ভ্রমিব মধ্যদ্বীপ বনচয়ে।
প্রভুভাব বিভাবিয়া অকিঞ্চন হ'য়ে ॥ ১১৬ ॥
মধ্যদ্বীপবাসি-ভক্তগণ কৃপা করি'।
দেখাইবে ঐ দেখ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ১১৭ ॥
ব্রহ্মকুণ্ড-তীরে **ব্রহ্মনগর**-ভিতরে।
কীর্ত্তন ঘটায় নাচে ল'য়ে পরিকরে ॥ ১১৮ ॥
কবে বা দেখিবে সেই পুরট-সুন্দর।
অপূর্ব্ব মূরতি গোরা বনমালা-ধর ॥ ১১৯ ॥
দীর্ঘবাহু হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি' বলে।
হরিনাম বল ভাই একত্রে সকলে ॥ ১২০ ॥
অমনি শ্রীবাস-আদি যত ভক্তজন।
হরি হরি বলিয়া করিবে সংকীর্ত্তন ॥ ১২১ ॥
কেহ বা বলিবে গৌর হরি বল ভাই।
গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই ॥ ১২২ ॥

পঞ্চবেণী

উচ্চহট্ট সন্নিকটে **পঞ্চবেণী** নাম।
দেবতীর্থ যথা দেবগণের বিশ্রাম ॥ ১২৩ ॥
জাহ্নবী ত্রিধারা সরস্বতী শ্রীযমুনা।
মিলিয়াছে গৌরসেবা করিয়া কামনা ॥ ১২৪ ॥
গণ-সহ গৌরহরি যথা করি' স্নান।
কলিপাপ হইতে তীর্থে কৈল পরিত্রাণ ॥ ১২৫ ॥
পঞ্চবেণী হেন তীর্থ এ-চৌদ্দ ভুবনে।
নাহি দেখে বেদব্যাস আর ঋষিগণে ॥ ১২৬ ॥
কবে পঞ্চবেণী-জলে করিয়া স্নপন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম করিব স্মরণ ॥ ১২৭ ॥
গৌরপদ-পূত বারি অঞ্জলি ভরিয়া।
পিয়া ধন্য হ'ব গৌর-প্রসঙ্গে মাতিয়া ॥ ১২৮ ॥

কোলদ্বীপ

পঞ্চবেণী-পারে কোল-দ্বীপ মনোহর।
কোল-রূপে প্রভু যথা ভক্তের গোচর ॥ ১২৯ ॥

শ্রীবরাহ-ক্ষেত্র বলি' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দেবের দুর্লভ স্থান চিদানন্দময়॥ ১৩০॥
কুলিয়া-পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্থান শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥ ১৩১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যথা সন্ন্যাসের পর।
ব্রজযাত্রা-ছলে দেখে নদীয়া নগর॥ ১৩২॥
বিদ্যাবাচস্পতি-বিদ্যালয় যেই স্থানে।
বিশারদ-পুত্র তেঁহ কেবা নাহি জানে॥ ১৩৩॥
প্রভুর একান্ত ভৃত্য শুদ্ধভক্তি-বলে।
আকর্ষিল নিজপ্রভু গঙ্গাস্নান-ছলে॥ ১৩৪॥
কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া র'ব।
বিদ্যাবাচস্পতি-দ্বারে দেখিয়া বৈভব॥ ১৩৫॥
কতক্ষণে কৃপা করি' প্রভু যতীশ্বর।
হইবে প্রাসাদোপরি নয়ন-গোচর॥ ১৩৬॥
দেখিয়া কনক-কান্তি সন্ন্যাস-মূরতি।
ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকুতি॥ ১৩৭॥

দ্বারকায় রাজ-বেশে শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া॥ ১৩৮॥
আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥ ১৩৯॥
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে॥ ১৪০॥
সেই বটে এই যতি আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস॥ ১৪১॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড-তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে॥ ১৪২॥

সমুদ্রগড়

তথা হৈতে কিছু আগে করি' দরশন।
শ্রীসমুদ্রগড়-তীর্থ জগত-পাবন॥ ১৪৩॥
যথা পূর্ব্বে ভীম যুদ্ধে **শ্রীসমুদ্রসেনে**।
দেখা দিল দীনবন্ধু শুদ্ধভক্ত জে'নে॥ ১৪৪॥

যথায় সাগর আসি' গঙ্গার আশ্রয়ে।
নবদ্বীপ-লীলা দেখে প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ॥ ১৪৫ ॥
শ্রীগঙ্গা-সাগর-তীর্থ নবদ্বীপ-পুরে।
নিত্য শোভা পায় যথা দেখে সুরাসুরে ॥ ১৪৬ ॥
ধন্য জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম আনন্দ-ধাম **শ্রীবহুলাবন** ॥ ১৪৭ ॥
কীর্ত্তন-আবেশে যথা শ্রীশচীকুমার।
ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে নাচে কতবার ॥ ১৪৮ ॥
কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে।
দেহ নবদ্বীপ-বাস ভক্তজন-সনে ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ অধিকার।
জীবনে মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার ॥ ১৫০ ॥

চম্পহট্ট

কোলদ্বীপ-উত্তরাংশে **চম্পহট্ট** গ্রাম।
সদা শোভা করে যাঁহা নবদ্বীপ ধাম ॥ ১৫১ ॥

মহাতীর্থ চম্পহট্ট গ্রাম মনোহর।
জয়দেব যথা ভজে গৌর-শশধর ॥ ১৫২ ॥
যথা **বাণীনাথ-গৃহে** শচীর নন্দন।
সপার্ষদে করিলেন নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ১৫৩ ॥
বাণীনাথ-গৃহে হৈল মহামহোৎসব।
গৌরাঙ্গ দেখায় নিজ প্রেমের বৈভব ॥ ১৫৪ ॥
চম্পহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্প-লতা করে যথা কুসুম চয়ন ॥ ১৫৫ ॥
নবদ্বীপে শ্রীখদিরবন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম ॥ ১৫৬ ॥

ঋতুদ্বীপ

ঋতুদ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌর-সেবাপর ॥ ১৫৭ ॥
সর্ব্বর্ত্তু-সেবিত-ভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয় ॥ ১৫৮ ॥

কভু প্রভু সংকীর্ত্তন-রঙ্গে এই স্থানে।
স্মরি' গোচারণ-লীলা কৃষ্ণগুণগানে ॥ ১৫৯ ॥
শ্যামলি ধবলি বলি' ডাকে ঘন ঘন।
শ্রীদাম সুবল বলি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৬০ ॥
আমি কবে ঋতুদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ।
বন-শোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ ॥ ১৬১ ॥
রাধাকুণ্ড-লীলাস্ফূর্ত্তি হইবে তখন।
স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন ॥ ১৬২ ॥
মানস-গঙ্গার তীরে গোচারণ-স্থল।
রামকৃষ্ণ-সহ দাম বল-মহাবল ॥ ১৬৩ ॥
অসংখ্য গোবৎস ল'য়ে নিভৃতে চরায়।
নানা-লীলাচ্ছলে সবে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬৪ ॥
গোপ-শিশুগণ রহে নানা আলাপনে।
চরিতে চরিতে সবে যায় দূর বনে ॥ ১৬৫ ॥
না দেখিয়া বৎসগণে চিন্তে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ-বংশীরবে বৎস আইসে ততক্ষণ ॥ ১৬৬ ॥

দেখিতে দেখিতে লীলা হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়িব আমি হ'য়ে অচেতন ॥ ১৬৭ ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি' আপনি উঠিব।
ধীরে ধীরে বনমাঝে ভ্রমণ করিব ॥ ১৬৮ ॥
হা গৌরাঙ্গ! কৃষ্ণচন্দ্র! দয়ার সাগর।
কাঙ্গালের ধন তুমি আমিত পামর ॥ ১৬৯ ॥
এই বলি কাঁদি' কাঁদি' হ'য়ে অগ্রসর।
দেখিব সহসা আমি শ্রীবিদ্যানগর ॥ ১৭০ ॥

বিদ্যানগর

চারিবেদ চতুঃষষ্টি বিদ্যার আলয়।
সরস্বতী-পীঠ **বিদ্যানগর** নিশ্চয় ॥ ১৭১ ॥
ব্রহ্মা-শিব-ঋষিগণ এ' পীঠ-আশ্রয়ে।
সর্ব্ব বিদ্যা প্রকাশিল প্রপঞ্চ নিলয়ে ॥ ১৭২ ॥
প্রভু মোর করিবেন বিদ্যার বিলাস।
ইহা জানি' বৃহস্পতি ছাড়ি' নিজবাস ॥ ১৭৩ ॥

'বাসুদেব-সার্ব্বভৌম'-রূপে এই স্থানে।
প্রচারিল সর্ব্ববিদ্যা বিবিধ বিধানে ॥ ১৭৪ ॥
যে বিদ্যানগরে বসি' গৌরগুণ গায়।
সেই অধ্যাপক ধন্য শোক নাহি পায় ॥ ১৭৫ ॥
অবিদ্যা ছাড়য়ে তারে যে বিদ্যানগরে।
দর্শন করিয়া ভজে গৌর-সুধাকরে ॥ ১৭৬ ॥
আমি কি দেখিব কভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
বিদ্যানুরাগে গিয়া শ্রীবিদ্যানগরে ॥ ১৭৭ ॥
শ্রীবাসাপরাধে দেবানন্দ-মহাশয়ে।
দণ্ডিবেন বাক্য-দণ্ডে ভক্তপক্ষ হ'য়ে ॥ ১৭৮ ॥
আমার প্রভুর লীলা অনন্ত না জানে।
কখন কি কার্য্যে মাতে থাকে কিবা ধ্যানে ॥ ১৭৯ ॥
কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায়।
পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায় ॥ ১৮০ ॥
যাই করে প্রভু তাই আনন্দ-জনক।
স্বেচ্ছাময় প্রভু তেঁহ আমিত সেবক ॥ ১৮১ ॥

ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধি সহজে আমার।
বিচারিতে শক্তি নাই বিধান তাঁহার ॥ ১৮২ ॥
নবদ্বীপ-বাসী অধ্যাপকগণ তাঁ'র।
নিত্যলীলা-পুষ্টিকারী প্রণম্য আমার ॥ ১৮৩ ॥
সকলে করুণা কর দীন অকিঞ্চনে।
মোরে অধিকার দেহ নাম-সংকীর্ত্তনে ॥ ১৮৪ ॥
শ্রীবিদ্যানগর-প্রতি এই নিবেদন।
যে অবিদ্যা গৌরতত্ত্ব করে আবরণ ॥ ১৮৫ ॥
সে অবিদ্যা-জালে যেন মানস আমার।
আবৃত না হয় কভু থাকে মায়াপার ॥ ১৮৬ ॥

জহ্নুদ্বীপ

শোভে জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর-উত্তরে।
যথা জহ্নু-তপোবন ব্যক্ত চরাচরে ॥ ১৮৭ ॥
গঙ্গারে করিল পান যথা মুনিবর।
জাহ্নবী-স্বরূপে গঙ্গা হইল গোচর ॥ ১৮৮ ॥

যথা **কৃষ্ণভক্ত** ভীষ্ম মুনির আশ্রয়ে।
ভাগবত-ধর্ম্ম-শিক্ষা কৈল বিধিক্রমে ॥ ১৮৯ ॥
যথা জহ্নু নিষ্কপটে করিয়া ভজন।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ ॥ ১৯০ ॥
জহ্নুদ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলাস্থল।
নয়নগোচর কবে হ'বে নিরমল ॥ ১৯১ ॥

জহ্নুদ্বীপে ভীষ্মটীলা

সেই বনে **ভীষ্মটীলা** পরম-পাবন।
তদুপরি রহি' আমি করিব ভজন ॥ ১৯২ ॥
রাত্র্যাগমে **ভীষ্মদেব প্রশান্ত-অন্তরে।**
দরশন দিবে মোরে শুদ্ধ কলেবরে ॥ ১৯৩ ॥
কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ তুলসীর মালা করে।
দ্বাদশ-তিলকান্বিত নামানন্দভরে ॥ ১৯৪ ॥

ভীষ্ম-উপদেশ

বলিবে—"নবীন নবদ্বীপবাসি! শুন।
আমার মুখেতে আজ গৌরাঙ্গের গুণ ॥ ১৯৫ ॥

কুরুক্ষেত্র-রণে পড়ি' মরণ-সময়ে।
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হ'য়ে॥ ১৯৬॥
নির্য্যাণ-সময়ে প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপ তুমি পূর্ব্বে করিলা দর্শন॥ ১৯৭॥
সেই পুণ্যে গৌরকৃপা তোমার ঘটিল।
নবদ্বীপে নিত্যবাস এখন হইল॥ ১৯৮॥
অতএব সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করি'।
নবদ্বীপে বসি' তুমি ভজ গৌরহরি॥ ১৯৯॥
আর না করহ ভয় বিষয়-বন্ধনে।
অবশ্য লভিবে সেবা গৌরাঙ্গ-চরণে॥ ২০০॥
প্রভুর ইচ্ছায় এই ধামে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দেখে মুক্তজন॥ ২০১॥
শোক, ভয়, মৃত্যু আর উদ্বেগ-কারণ।
বহির্ম্মুখ ইচ্ছা নাহি জীবের পীড়ন॥ ২০২॥
শুদ্ধভক্ত-জন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে॥ ২০৩॥

না জানে অভাব পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্ব জনা॥ ২০৪॥
নিত্য-মুক্ত বদ্ধ-মুক্ত ভক্তি পরিকর।
অনন্ত সংখ্যক দাস গণের ঈশ্বর॥ ২০৫॥
যার যেই ভাব, সেই ভাবে তা'র সনে।
নিতলীলা করে প্রভু এই সব বনে॥ ২০৬॥
এ ধাম অনন্ত, জড়া মায়া হেথা নাই।
চিচ্ছক্তি হেথায় অধিষ্ঠাত্রী শুন ভাই॥ ২০৭॥
তদনুগ দেশকাল-করণ-শরীর।
সব নির্ম্মায়িক সত্ত্ব এই তত্ত্ব স্থির॥ ২০৮॥
যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায়॥ ২০৯॥
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ-ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীয় স্বভাব॥ ২১০॥
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্ছায়।
অব্যাহত-গতি তব হইবে হেথায়॥ ২১১॥

জড়-মায়া-জালে আবরণ যাবে দূরে।
অসীম আনন্দ পাবে এই নিত্য পুরে ॥ ২১২ ॥
যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির ॥ ২১৩ ॥
ভক্ত-সেবা কৃষ্ণ-নাম যুগল-ভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ ॥ ২১৪ ॥
ধামকৃপা নামকৃপা ভক্তকৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে ॥ ২১৫ ॥
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগল-সেবা হইবে প্রকাশ ॥" ২১৬ ॥
ভীষ্মদেব-উপদেশ ধরিয়া শ্রবণে।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব আমি তাঁহার চরণে ॥ ২১৭ ॥
আশীর্ব্বাদ করি' তেঁহ হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যা'ব মোদদ্রুম বন ॥ ২১৮ ॥

মোদদ্রুম

মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডীর হয় এক তত্ত্ব।
যথা পশু-পক্ষীগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব ॥ ২১৯ ॥
মনোহর বৃক্ষ-ডালে বসি' পিকগণ।
গৌরহরি সীতারাম গায় অনুক্ষণ ॥ ২২০ ॥
কত কত বটবৃক্ষ ছায়া বিস্তারিয়া।
শোভিছে **ভাণ্ডীরবন** সূর্য্য আচ্ছাদিয়া ॥ ২২১ ॥
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান প্রত্যক্ষ ভুবনে।
কবে বা স্ফুরিবে মোর এ' দুই নয়নে ॥ ২২২ ॥

ভাণ্ডীরবনে শ্রীরামকুটীর

দেখিয়া বনের শোভা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শ্রীরাম-কুটীর চক্ষে পড়ে আচম্বিতে ॥ ২২৩ ॥
দুর্ব্বাদল-বর্ণ রাম, ব্রহ্মচারী বেশে।
লক্ষ্মণ, জানকীসহ তার এক দেশে ॥ ২২৪ ॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র-রূপ মনোহর।
অচেতন পড়িব সে কানন ভিতর ॥ ২২৫ ॥

প্রেমে গর গর দেহ না স্ফুরিবে বাণী।
দুই আঁখি ভরি পিব সেই রূপ খানি ॥ ২২৬ ॥
কৃপা করি' রামানুজ আসি' ধীরে ধীরে।
বন-ফল রাখি' পদ দিবে মম শিরে ॥ ২২৭ ॥
বলিবেন,—বৎস! তুমি খাও এই ফল।
বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল ॥ ২২৮ ॥
বলিতে বলিতে লীলা হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফল করিব ভক্ষণ ॥ ২২৯ ॥
আর কি দেখিব আমি দুর্ব্বাদলরূপ।
হৃদয়ে ভাবিব সেই অচিন্ত্য স্বরূপ ॥ ২৩০ ॥
আহা! সে ভাণ্ডীরবন চিন্তামণি-ধাম।
ছাড়িতে হৃদয় কাঁদে না হয় বিরাম ॥ ২৩১ ॥
রামকৃষ্ণ করে লীলা গোচারণ ছলে।
যথায় কীর্ত্তনে মাতে গোরা নিজ দলে ॥ ২৩২ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠপুর

ধীরে ধীরে যা'ব যথা **শ্রীবৈকুণ্ঠপুর**।
নিঃশ্রেয়স বন যথা ঐশ্বর্য্য প্রচুর ॥ ২৩৩ ॥
সর্ব্বদেব-প্রপূজিত পরব্যোম-নাথ।
নিত্য বিরাজেন যথা শক্তিত্রয়-সাথ ॥ ২৩৪ ॥
যদিও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তবুও ঈশ্বর তেঁহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যধর ॥ ২৩৫ ॥
ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন ॥ ২৩৬ ॥
কৃপা করি' সর্ব্বেশ্বর ঐশ্য লুকাইয়া।
তুষিতে নারদ-চিত্ত গৌরাঙ্গ হইয়া ॥ ২৩৭ ॥
দেখিয়া সে রূপ আমি আনন্দ-সাগরে।
ডুবু ডুবু নাচিব কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২৩৮ ॥

ব্রহ্মাণী-নগর

হইয়া বিরজা পার **ব্রহ্মাণী-নগর**।

অর্ক-টীলা

ছাড়িয়া উঠিব **অর্ক-টীলার** উপর॥ ২৩৯ ॥
তথা বসি' একান্তে ভজিব গৌরহরি।
নাম-সুধারসে মাতি নাম গান করি॥ ২৪০ ॥
অর্কদেব কৃপা করি' দিবে দরশন।
রক্তবর্ণ দীর্ঘবাহু অরুণ বসন ॥ ২৪১ ॥
সর্ব্বাঙ্গ তুলসীমালা চর্চ্চিত চন্দনে।
মুখে সদা গৌরহরি অশ্রু দু'নয়নে ॥ ২৪২ ॥
বলিবেন,—'বৎস! তুমি গৌর-ভক্তদাস।
তোমার নিকট আমি হইনু প্রকাশ॥ ২৪৩ ॥
অধিকৃত-দাস মোরা গৌরাঙ্গ-চরণে।
গৌরদাস-অনুদাসে ভালবাসি মনে॥ ২৪৪ ॥
মম আশীর্ব্বাদে তব হ'বে কৃষ্ণ-ভক্তি।
ধামবাসে নামগানে হ'বে তব শক্তি॥ ২৪৫ ॥
সুধামাখা কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে।
সর্ব্বদা আসিও হেথা আমারে তুষিতে॥" ২৪৬ ॥

সূর্য্যদেব-পদে করি দণ্ড-পরণাম।
অগ্রসর হ'য়ে পা'ব মহৎপুর ধাম ॥ ২৪৭ ॥

মহৎপুর—কাম্যবন

মহৎপুর কাম্যবন কৃষ্ণলীলাস্থল।
যথা গৌরগণ করে কৃষ্ণকোলাহল ॥ ২৪৮ ॥
যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ ভাই যেই বনে।
কত দিন বাস কৈল দ্রৌপদীর সনে ॥ ২৪৯ ॥
ব্যাসদেবে আনি' **'গৌর-পুরাণ'** শুনিল।
একান্তে শ্রীগৌরহরি ভজন করিল ॥ ২৫০ ॥
অদ্যাপিও কাম্যবনে দেখে ভক্তজন।
যুধিষ্ঠির-সভা যথা বৈসে ঋষিগণ ॥ ২১৫ ॥
ভৌম শুক, দেবল, চ্যবন, গর্গমুনি।
বৃক্ষতলে বসি' কাঁদে গৌর-কথা শুনি' ॥ ২৫২ ॥
আমি কহে সে সভায় করিব গমন।
দূরে দণ্ডবৎ করি' আসিব তখন ॥ ২৫৩ ॥

পাষণ্ড-উদ্ধার-লীলা গৌর-ইতিহাস।
ব্যাস-মুখে শুনি' প্রেমে ছাড়িব নিঃশ্বাস ॥ ২৫৪ ॥
কতক্ষণ পরে পুনঃ সভা না দেখিয়া।
কাঁদিব গৌরাঙ্গ বলি' ভূমে লুটাইয়া ॥ ২৫৫ ॥
দ্বিপ্রহর দিনে ক্ষুধা হইলে উদয়।
ভোজনার্থে বনফল করিব সঞ্চয় ॥ ২৫৬ ॥
এমত সময়ে কৃষ্ণা পাণ্ডব-গৃহিণী।
শাক অন্ন ল'য়ে কবে আসিবে অমনি ॥ ২৫৭ ॥
বলিবেন,—"বৎস! লহ আতিথ্য আমার।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ অন্নমুষ্টি দুই চার ॥" ২৫৮ ॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' তাঁরে আমি অকিঞ্চন।
কর পাতি' শাক অন্ন করিব গ্রহণ ॥ ২৫৯ ॥
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ অন্ন শাক চমৎকার।
সেবা করি' ধন্য হ'বে রসনা আমার ॥ ২৬০ ॥
মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তা'র মিলিবে নিশ্চয় ॥ ২৬১ ॥

সেই কৃপা নিত্য যেন হয়ত আমার।
অনায়াসে ছাড়ি' যা'ব অনন্ত মায়ার ॥ ২৬২ ॥
দ্রৌপদী-প্রদত্ত মহা-প্রসাদ পাইয়া।
উপনীত হ'ব কবে রুদ্রদ্বীপে গিয়া ॥ ২৬৩ ॥

রুদ্রদ্বীপ

কৈলাস যাহার প্রভা মাত্র ত্রিভুবনে।
সেই **রুদ্রদ্বীপ** শোভে নবদ্বীপ-বনে ॥ ২৬৪ ॥
যথা নীল-লোহিতাদি রুদ্র একাদশ।
নৃত্য করে গৌরপ্রেমে হইয়া বিবশ ॥ ২৬৫ ॥
যথায় **দুর্ব্বাসামুনি** করিয়া আশ্রম।
গৌরাঙ্গ-চরণ ভজে ছাড়ি' যোগ-ভ্রম ॥ ২৬৬ ॥
অষ্টাবক্র-দত্তাত্রেয়-আদি যোগিগণ।
ছাড়িয়া অদ্বৈত বুদ্ধি সহ পঞ্চানন ॥ ২৬৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ-ধ্যানে হয় রত।
সাযুজ্য মুক্তিকে ছাড়ে হইয়া বিরত ॥ ২৬৮ ॥

কভু আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে রুদ্রবন ॥
মেঢ্রস্থল-সন্নিকটে করিব গমন ॥ ২৬৯ ॥
বসিব তথায় গৌরপদ ধ্যান করি'।
অদূরে দেখিব দেবী পরমা সুন্দরী ॥ ২৭০ ॥
বনদেবী মনে করি' করিব প্রণাম।
জিজ্ঞাসিব, বল মাতা কিবা তব নাম ॥ ২৭১ ॥
অশ্রুমুখী দেবী তবে বলিবে বচন—
"শুন বাছা মোর দুঃখ অকথ্য কথন ॥ ২৭২ ॥
পঞ্চবিধ-জ্ঞান-কন্যা মোরা পঞ্চজন।
পঞ্চবিধ-মুক্তি নাম করেছ শ্রবণ ॥ ২৭৩ ॥
সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি সাযুজ্য, নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ-সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান ॥ ২৭৪ ॥
চারি ভগ্নী গেলা চলি' বৈকুণ্ঠনগর।
আমিত রহিনু একা হইয়া ফাঁপর ॥ ২৭৫ ॥
শিবের কৃপায় দত্তাত্রেয়-আদি-জন।
কিছু দিন আমা-প্রতি করিল যতন ॥ ২৭৬ ॥

এবে সেই ঋষিগণ ছাড়িয়া আমায়।
রুদ্রদ্বীপে বৈসে এই সর্ব্বলোকে গায় ॥ ২৭৭ ॥
বৃথা আমি অন্বেষণ করি সেই সবে।
দেখা নাহি পাই আর পা'ব কোথা কবে ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল ॥" ২৭৯ ॥

নিদয়া

আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
'নিদয়া' বলিয়া স্থান জানু' সর্ব্বজন ॥ ২৮০ ॥
সাযুজ্যের নাম শুনি' কাঁপিবে হৃদয়।
পূতনা রাক্ষসী বলি' হ'বে বড় ভয় ॥ ২৮১ ॥
আঁখি মুদি' সেই স্থানে পড়িয়া রহিব।
কোন মহাজন-স্পর্শে তখন উঠিব ॥ ২৮২ ॥
উঠিয়া দেখিব আমি দেব-পঞ্চানন।
ববম্ ববম্ বলি' করিয়া নর্ত্তন ॥ ২৮৩ ॥

গাইবেন—"শ্রীশচীনন্দন দয়াময়।
দয়া কর সর্ব্বজীবে দূর কর ভয়॥" ২৮৪॥
দেবদেব মহাদেব-চরণে পড়িব।
স্বভাব-শোধন লাগি' পদে নিবেদিব॥ ২৮৫॥
দয়া করি' বিশ্বেশ্বর মস্তক আমার।
ধরিয়া চরণ দিবে উপদেশ-সার॥ ২৮৬॥
বলিবেন,—"ওহে শুন কৃষ্ণভক্তি-সার।
জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্তিচেষ্টা-যোগ-আদি ছার॥ ২৮৭॥
আমার কৃপায় তুমি পরাজিয়া মায়া।
অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হ'বে গৌরপদ-ছায়া॥ ২৮৮॥
দক্ষিণে পুলিন দেখ অতি মনোহর।
বৃন্দাবন-ধাম নবদ্বীপের ভিতর॥ ২৮৯॥
তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন।
অচিরে পাইবে রাধিকার শ্রীচরণ॥" ২৯০॥
শম্ভু অদর্শন হ'বে উপদেশ দিয়া।
প্রণমি' চলিব আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥ ২৯১॥

কতক্ষণে শ্রীপুলিন করিয়া দর্শন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া হ'ব অচেতন ॥ ২৯২ ॥

গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সমাধি ও সিদ্ধ-পরিচয়

অচেতন-কালে স্বপ্ন-স্বরূপ সমাধি।
উদিবে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিজকার্য্য সাধি' ॥ ২৯৩ ॥
তখন জানিব আমি **কমলমঞ্জরী**।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর নিত্য বিধিকারী ॥ ২৯৪ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।
দেখাইবে কৃপা করি' নিজ যূথেশ্বরী ॥ ২৯৫ ॥
শ্রীকর্পূর-সেবা মোরে করিবে অর্পণ।
যুগল-বিলাস করাইবে প্রদর্শন ॥ ২৯৬ ॥
পুলিন-নিকটে স্থান **শ্রীরাসমণ্ডল**।
গোপেন্দ্র-নন্দন-লীলা তথা নিরমল ॥ ২৯৭ ॥

শতকোটী গোপী-মাঝে মহারাসেশ্বরী।
সহ নৃত্য করে কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্ত হরি' ॥ ২৯৮ ॥
সে রাস-লাস্যের শোভা নাহি ত্রিভুবনে।
বহু ভাগ্যে যেবা দেখে মজে সেই ক্ষণে ॥ ২৯৯ ॥
স্ব-সমাধি ভাগ্যবলে কেহ কভু পায়।
সে শোভা-দর্শন-সুখ ছাড়িতে না চায় ॥ ৩০০ ॥
দেখিব যে শোভা তাহা বর্ণিতে নারিব।
হৃদয়ে রাখিয়া সদা দর্শন করিব ॥ ৩০১ ॥
নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি মাঝে আলোচিব।
সখীর নির্দ্দেশ-মতে সতত সেবিব ॥ ৩০২ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী সখী রাধিকা-ভগিনী।
মোরে কৃপা করি' ধাম দেখা'বে আপনি ॥ ৩০৩ ॥
রাসস্থলী-পশ্চিমেতে শ্রীধীর সমীর।
কিছু দূরে বংশীবট শ্রীযমুনা-তীর ॥ ৩০৪ ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী-আমার।
বলিবে এ' নব দাসী সখী ললিতার ॥ ৩০৫ ॥

কমল-মঞ্জরী নাম গৌরাঙ্গৈকগতি।
কৃপা করি' দেহ এরে রাগমার্গে গতি ॥ ৩০৬ ॥
ঈশ্বরীর কথা শুনি' শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
বুলাইবে কৃপা-হস্ত মম দেহোপরি ॥ ৩০৭ ॥
সহসা হইবে মোর রাগের উদয়।
রূপানুগ ভজনেতে স্পৃহা অতিশয় ॥ ৩০৮ ॥
তড়িদ্বর্ণা তারাবলি **বসন-ভূষণে**।
শ্রীকর্পূর-পাত্র করে সখীর চরণে ॥ ৩০৯ ॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে আমি পড়িব তখন।
মাগিব অনন্য-ভাবে রাধার চরণ ॥ ৩১০ ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী।
ল'বে যথা স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জেশ্বরী ॥ ৩১১ ॥
রাধা-শ্রীচরণ-সেবা সদা চিন্তা করে।
শ্রীললিতা সুললিতা স্বকুঞ্জ-ভিতরে ॥ ৩১২ ॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিব আমি তাঁহার চরণ।
সখী করিবেন মম কথা বিজ্ঞাপন ॥ ৩১৩ ॥

বলিবেন,—"নবদ্বীপবাসী এই জন।
তব দাসী হ'য়ে মাগে যুগল-সেবন ॥" ৩১৪ ॥
প্রসন্ন হইয়া তবে ললিতা সুন্দরী।
শৈষী শক্তি প্রতি ক'বে—"শুন প্রিয়ঙ্করি! ৩১৫ ॥
তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান।
রাখিয়া যতন কর ঈপ্সিত বিধান ॥ ৩১৬ ॥
তোমার সেবার কালে সঙ্গে ল'য়ে যা'বে।
ক্রমে তব দাসী রাধা-প্রসাদ পাইবে ॥ ৩১৭ ॥
শ্রীরাধা-প্রসাদ বিনা শ্রীযুগল-সেবা।
বল দেখি কোন্ কালে পাইয়াছে কেবা?" ৩১৮ ॥
ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী।
রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি' ॥ ৩১৯ ॥
যুগল-সেবার কালে সঙ্গিনী করিয়া।
লইবে আমারে তেঁহ স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ ৩২০ ॥
দূর হৈতে নিজ কার্য্য করি' সম্পাদন।
হেরিব যুগলরূপ প্রিয়-দরশন ॥ ৩২১ ॥

কভু বা শ্রীমতী মোরে আজ্ঞা প্রকাশিয়া।
দেখাইবে নিজ কৃপা পদছায়া দিয়া ॥ ৩২২ ॥
সেই ত সেবায় আমি র'ব চিরদিন।
ক্রমে সেবা-কার্য্যে আমি হইব প্রবীণ ॥ ৩২৩ ॥
সেবার কৌশলে রাধাগোবিন্দ তুষিব।
কভু কভু অলঙ্কার প্রসাদ লভিব ॥ ৩২৪ ॥
স্বপ্ন-ভঙ্গে ধীরে ধীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভাগীরথী পার হ'ব পুলিন দেখিয়া ॥ ৩২৫ ॥
ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী ॥ ৩২৬ ॥
'স্বনিয়মে' থাকি' রাধা-গোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব ॥ ৩২৭ ॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী-সখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ সেবানন্দে র'ব প্রেমেতে ডুবিয়া ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ **ভক্তিবিনোদ** মাগে নবদ্বীপ-বাস ॥ ৩২৯ ॥

রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট-সিদ্ধি মাগে ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৩০ ॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্র-বাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন ॥ ৩৩১ ॥
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি মাত্র দাস।
তোমা-সবা-সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস ॥ ৩৩২ ॥
নবদ্বীপ! কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন ॥ ৩৩৩ ॥
আমার যোগ্যতা ল'য়ে না কর বিচার।
জাহ্নবা-নিতাই-আজ্ঞা করিয়াছি সার ॥ ৩৩৪ ॥

গ্রন্থ-পাঠের ফল

শ্রদ্ধায় পড়িবে যেই এ' ভাব-তরঙ্গ।
উদিবে তাহার মনে গৌর-রস-রঙ্গ ॥ ৩৩৫ ॥
শ্রীস্বরূপ-দামোদর তা'রে করি' দয়া।
লইবে নিজের গণে দিয়া পদছায়া ॥ ৩৩৬ ॥

সমাপ্ত

পরিক্রমা-বিধি

মায়াপুর উত্তরে সীমন্ত-দ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধু-শাস্ত্রে সদা কয় ॥ ১ ॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্ত-দ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন ॥ ২ ॥
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি' চল **মধ্যদ্বীপে** হৃষ্ট-মনে ॥ ৩ ॥
এই চারি দ্বীপ **জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে**।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে ॥ ৪ ॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দরশন ॥ ৫ ॥
তারপর **জহ্নু দ্বীপ** পরম সুন্দর।
দেখি' **মোদদ্রুম-দ্বীপে** চল বিজ্ঞবর ॥ ৬ ॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হ'য়ে পার।
ভ্রমি' **মায়াপুর** ভক্ত চল আর বার ॥ ৭ ॥

তথায় শ্রীজগন্নাথ-শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে ॥ ৮ ॥
সর্ব্বকালে এইরূপে পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখ-প্রাপ্তির আলয় ॥ ৯ ॥
বিশেষতঃ **মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।**
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ॥ ১০ ॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুরে করেন দর্শন ॥ ১১ ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তা'রে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি-অধিকারী করে পদছায়া দিয়া ॥ ১২ ॥
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌর-প্রেম-ধন ॥ ১৩ ॥
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যা'র আশ।
এ' **ভক্তিবিনোদ** করে এ' তত্ত্ব প্রকাশ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত

গীতমালা

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত

শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুরস্থিত

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ-সংস্করণ

অক্ষয়-তৃতীয়া ও চন্দন-যাত্রা, ৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দ।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

'গীতমালা'-রচয়িতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান সময়ে প্রবাহিত শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারার ভগীরথ। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭৬ বৎসর কাল ইহলোকে প্রকট থাকিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অমলোজ্জ্বল প্রেমধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের যে কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীগৌর-হরির আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কারপূর্ব্বক তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের, তথা ধর্ম্মপ্রাণ জনমাত্রেরই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও পূজার পাত্র হইয়াছেন। ঠাকুর ১৩০০ বঙ্গাব্দে তথায় শ্রীযোগপীঠ আবিষ্কারপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ও পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীমায়াপুরের তথা সমগ্র নবদ্বীপমণ্ডলের সেবার শ্রীবৃদ্ধি-মানসে তদানীন্তন কতিপয় সজ্জনসহ

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম্ম, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ভজনরহস্য, ভাগবতার্কমরীচিমালা, প্রেমবিবর্ত্ত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার, বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষ্য ও রসিকরঞ্জন-ভাষ্য, ব্রহ্মসংহিতার তাৎপর্য্য, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মর্ম্মানুবাদ, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়-সূত্র, শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, দশমূলতত্ত্ব, দত্তকৌস্তুভ, শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, **Sree Chaitanya Mahaprabhu : His Life and Precepts, The Bhagavata : Its Philosophy, its Ethics & its Theology** প্রমুখ শতাধিক শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা আমাদের নিকটে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী সহজলভ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার করুণার অন্ত নাই।

গ্রন্থের পরিচয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "গীতমালা" গ্রন্থে 'যামুন ভাবাবলী' অর্থাৎ শান্ত ও দাস্য-ভক্তিসাধন-

লালসাময়ী গীতি সন্নিবিষ্টা। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রকাশিত মধুর ভাবের সহিত শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাব অনুস্যূত আছে। শান্ত ও দাস্যভাব মধুরভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

'শোকশাতনে' শ্রীবাসের পুত্রবিরহ ও তত্ত্বোপলব্ধি বর্ণিত হইয়াছে।

'শ্রীরূপানুগ-ভজনদর্পণ'—সাধনভক্তির উত্তরকালীয় রসতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং পরে "সিদ্ধিলালসা"-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি', 'কল্যাণ-কল্পতরু' ও 'গীতাবলী'র ন্যায় এই "গীতমালা" সুরতানলয়-যোগে গীত হইতে পারে। এই সকল সরল কবিতা ভজনের উপযোগী ও পাবনী শুদ্ধা ভক্তির আদর্শ।

শ্রীমান্ ধ্রুবানন্দের স্মৃতি

আমাদের পরম স্নেহের পাত্র শ্রীমান্ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গত ২২ গোবিন্দ (৪৬৩ গৌরাব্দ), ১২ই ফাল্গুন (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ২৪শে

ফেব্রুয়ারী (১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৫ মিনিটের সময় তরুণ বয়সে অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার নিষ্পাপ জীবন, বিনয়-নম্র ব্যবহার, সদাহাস্যপূর্ণ মুখশ্রী ও সর্ব্বোপরি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে

ডাঃ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, এম-বি

অচলা ভক্তি তাহার চরিত্রকে সত্য-সত্যই মধুর হইতে সুমধুর করিয়াছে। শ্রীমানের স্মৃতি-সংরক্ষণকল্পে তাহার খুল্লতাত ডক্টর শ্রীপাদ সম্বিদানন্দদাস প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এম্-এ, পি-এইচ-ডি, ব্যারিষ্টার-য়্যাট্-ল মহোদয় স্বীয় অর্থে গীতমালার ৫ম সংস্করণ মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার দ্বারা স্নেহের পাত্রের স্মৃতি-সংরক্ষণ-প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়া।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রেষ্ঠ-সেবক ও দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, যিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস-তীর্থ-মহারাজ নামে খ্যাত এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির সভাপতি ও আচার্য্য, তাঁহারই দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান ধ্রুবানন্দ সর্ব্বসদ্গুণ বিভূষিত থাকিয়া আদর্শ বৈষ্ণবের সন্তানোচিত-মর্য্যাদা সংরক্ষণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে কতই না আনন্দ-প্রদান করিয়াছে। শ্রীমান্ বাল্যকালেই সপরিকর শ্রীল প্রভুপাদের যে করুণা বা স্নেহ লাভ করিয়াছে, তাহা দেব-দুর্লভ।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

গীতমালা

যামুন-ভাবাবলী

বা শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসা

(১)

হরি হে !

ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণদ্বয়,

শ্রুতিশিরোপরি শোভা পায়।

গুরুজন-শিরে পুনঃ, শোভা পায় শত গুণ,

দেখি আমার পরাণ ক্রন্দন ॥ ২ ॥

জীবমনোরথ-পথ, তঁহি সব অনুগত,
জীব-বাঞ্ছাকল্পতরু যথা।
জীবের সে কুলধন, অতি পূজ্য সনাতন,
জীবের চরম গতি তথা ॥ ২ ॥
কমলাক্ষ-পদদ্বয়, পরম আনন্দময়,
নিষ্কপটে সেবিয়া সতত।
এ ভক্তিবিনোদ চায়, সতত তুষিতে তায়,
ভক্তজনের হ'য়ে অনুগত ॥ ৩ ॥

(২)

হরি হে!
তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তি লয়,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যত।
জড় জীব আদি করি' তোমার কৃপায় হরি,
লভে জন্ম, আর ক'ব কত ॥ ১ ॥

তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ
জন্মে, প্রভু তুমি সর্ব্বেশ্বর।
সকল জন্তুর তুমি, স্বাভাবিক নিত্যস্বামী,
সুহৃন্মিত্র প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, শুন, প্রভু দয়াময়,
ভক্তপ্রতি বাৎসল্য তোমার।
নৈসর্গিক ধর্ম্ম হয়, ঔপাধিক কভু নয়,
দাসে দয়া হইয়া উদার ॥ ৩ ॥

(৩)

হরি হে!
পরতত্ত্ব বিচক্ষণ, ব্যাস আদি মুনিগণ,
শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার।
প্রভু তব নিত্যরূপ, গুণশীল অনুরূপ,
তোমার চরিত্র সুধাসার ॥ ১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলা, মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা,
জীবের কুশল সুবিধানে।
রজস্তমোগুণ-অন্ধ, অসুর-প্রকৃতি মন্দ
জনে তাহা বুঝিতে না জানে ॥ ২ ॥
নাহি মানে নিত্যরূপ, ভজিয়া মণ্ডূককূপ,
রহে তাহে উদাসীনপ্রায়।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, কি দুর্দ্দৈব হায় হায়,
হরিদাস হরি নাহি পায় ॥ ৩ ॥

(৪)

হরি হে !
জগতের বস্তু যত, বদ্ধ সব স্বভাবতঃ,
দেশ কাল বস্তু সীমাশ্রয়ে।
তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, নহ সীমা-বিধিপর,
বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে ॥ ১ ॥

সম বা অধিক তব, স্বভাবতঃ অসম্ভব,
বিধি লঙ্ঘি' তব অবস্থান।
স্বতন্ত্র স্বভাব ধর, আপনে গোপন কর,
মায়াবলে করি' অধিষ্ঠান ॥ ২ ॥
তথাপি অনন্য-ভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত,
সদা দেখে স্বরূপ তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্যভজন হীন,
ভক্তপদরেণুমাত্র সার ॥ ৩ ॥

(৫)

হরি হে !
তুমি সর্ব্বগুণযুত, শক্তি তব বশীভূত,
বদান্য, সরল, শুচি, ধীর।
দয়ালু, মধুর, সম, কৃতী, স্থির, সর্ব্বোত্তম,
কৃতজ্ঞলক্ষণে পুনঃ বীর ॥ ১ ॥

সমস্ত কল্যাণ-গুণ- গণামৃত-সম্ভাবন,
সমুদ্রস্বরূপ ভগবান্ ।
বিন্দু বিন্দু গুণ তব, সর্ব্বজীব-সুবৈভব,
তুমি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন ।
তব দাসগণ সঙ্গে, তব লীলাকথা রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন ॥ ৩ ॥

(৬)

হরি হে !
তোমার গম্ভীর মন, নাহি বুঝে অন্য জন,
সেই মন অনুসারি' সব ।
জগৎ-উদ্ভব-স্থিতি- প্রলয় সংসারগতি,
মুক্তি আদি শক্তির বৈভব ॥ ১ ॥

এ সব বৈদিক লীলা, ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা,
জীবের বাসনা অনুসারে।
তোমাতে বিমুখ হ'য়ে, মজিল অবিদ্যা ল'য়ে,
সেই জীব কর্ম্ম-পারাবারে ॥ ২ ॥
পুনঃ যদি ভক্তি করি' ভজে ভক্তসঙ্গ ধরি',
তবে পায় তোমার চরণ ॥
অন্তরঙ্গ-লীলারসে ভাসে, মায়া না পরশে,
ভক্তিবিনোদের ফিরে মন ॥ ৩ ॥

(৭)

হরি হে !
মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকে ত' জীবের মন,
জড় মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥ ১ ॥

ভক্তিকৃপা-খড়্গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তাতে,
যায় মন প্রকৃতির পার।
তোমার সুন্দর রূপ, হেরে তব অপরূপ,
জড় বস্তু করয়ে ধিক্কার ॥ ২ ॥
অনন্ত বিভূতি যাঁর, যিনি দয়া-পারাবার,
সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, সদা শুদ্ধভক্তিহীন,
শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর ॥ ৩ ॥

(৮)

হরি হে !
ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর,
ভক্তি নাহি তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন বঞ্চনে ॥ ১ ॥

পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস, তুমি মোর পতি ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ভূমে পড়ি' বলে অতঃপর।
অহৈতুকী কৃপা করি' এই দুষ্ট জনে হরি!
দেহ পদছায়া নিরন্তর ॥ ৩ ॥

(৯)

হরি হে!
হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্রবার হরি!
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসর-বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥ ১ ॥

গতি নাহি দেখি আর, কাঁদি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥ ২ ॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি!
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥ ৩॥

(১০)

হরি হে!
নিজকর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার ॥ ২ ॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময় ॥ ৩ ॥

(১১)

হরি হে !
অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ ! করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয় ॥ ১ ॥

স্তন্যপায়ী শিশুজনে মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যেহেতু তাহার আর এ জীবন ধরিবার
মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয় তুমি ছাড় দয়াময়
দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি তোমা বিনা নাহি পারি
কখন ধরিতে এ জীবন ॥ ৩ ॥

(১২)

হরি হে!
তব পদ-পঙ্কজিনী জীবামৃত-সঞ্চারিণী
অতিভাগ্যে জীব তাহা পায়।
সে অমৃত পান করি' মুগ্ধ হয় তাহে হরি!
আর তাহা ছাড়িতে না চায় ॥ ১ ॥

নিবিষ্ট হইয়া তায় অন্য স্থানে নাহি যায়
অন্য রস তুচ্ছ করি' মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত মধুব্রত কদাচিত
নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড-পানে ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কবে সে পঙ্কজস্থিত হবে
নাহি চাবে সংসারাভিমুখে।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল এ দুইটী সুসম্বল
পাইলে সে স্থিতি ঘটে সুখে ॥ ৩ ॥

(১৩)

হরি হে !
ভ্রমিতে সংসার-বনে কভু দৈব সংঘটনে
কোন মতে কোন ভাগ্যবান্।
তব পদ উদ্দেশিয়া থাকে কৃতাঞ্জলি হঞা
একবার ওহে ভগবান্ ॥ ১ ॥

সেইক্ষণে তার যত অমঙ্গল হয় হত,
সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি।
আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তার শুভোদয়,
তারে দেয় সর্ব্বোত্তম গতি ॥ ২ ॥
এমন দয়ালু তুমি, এমন দুর্ভাগা আমি,
কভু না করিনু পরণাম।
তব পাদপদ্ম প্রতি না জানে এ দুষ্টমতি
ভক্তিবিনোদের পরিণাম ॥৩ ॥

(১৪)

হরি হে !
তোমার চরণপদ্ম অনুরাগ সুধাসদ্ম
সাগরশীকর যদি পায়।
কোন ভাগ্যবান্ জনে কোন কার্য্য-সংঘটনে
তার সব দুঃখ দূরে যায় ॥ ১ ॥

সে সুধা-সমুদ্রেকণ সংসারাগ্নি-নির্ব্বাপণ
ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তার।
পরম নির্বৃতি দিয়া তোমার চরণে লঞা
দেয় তবে আনন্দ অপার ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে পড়িয়া সংসার-ফাঁদে
বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর।
এ ঘটনা না ঘটিল আমার জনম গেল
বৃথা রৈনু হ'য়ে আত্মভোর ॥ ৩ ॥

(১৫)

হরি হে!
তবাঙ্ঘ্রি,কমলদ্বয় বিলাস-বিক্রমময়
পরাবর জগৎ ব্যাপিয়া।
সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান ভক্তক্লেশ অবসান
লাগি সদা প্রস্তুত হইয়া ॥ ১ ॥

জগতের সেই ধন আমি জগমধ্য জন
অতএব সম অধিকার।
আমি কিবা ভাগ্যহীন সাধনে বঞ্চিত দীন
কি কায জীবনে আর ছার ॥ ২ ॥
কৃপা বিনা নাহি গতি এ ভক্তিবিনোদ অতি
দৈন্য করি' বলে প্রভু-পায়।
কবে তব কৃপা পেয়ে উঠিব সবলে ধেয়ে,
হেরিব সে পদযুগ হায় ॥ ৩ ॥

(১৬)

হরি হে !
আমি সেই দুষ্টমতি না দেখিয়া অন্য গতি
তব পদে লয়েছি শরণ।
জানিলাম আমি নাথ ! তুমি প্রভু জগন্নাথ
আমি তব নিত্য পরিজন ॥ ১ ॥

সেইদিন কবে হবে ঐকান্তিক ভাবে যবে
নিত্যদাস-ভাব ল'য়ে আমি।
মনোরথান্তর যত নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ
সেবিব আমার নিত্যস্বামী ॥ ২ ॥
নিরন্তর সেবা-মতি বহিবে চিত্তেতে সতী
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে
চিরদিন থাকি যেন ভোর ॥ ৩ ॥

(১৭)

হরি হে !
আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য দুর্ল্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে পতিত বিষম ঘোরে
গতিহীন গতি-অভিলাষী ॥ ১ ॥

হরি ! তব পাদদ্বয়ে শরণ লইনু ভয়ে
কৃপা করি' কর আত্মসাথ ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই শরণ লইবে যেই
তুমি তার রক্ষাকর্ত্তা নাথ ॥ ২ ॥
প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর ও মাধব প্রাণেশ্বর !
শরণ লইল এই দাস ।
এ ভক্তিবিনোদ গায় তোমার সে রাঙ্গা পায়
দেহ দাসে সেবায় বিলাস ॥ ৩ ॥

(১৮)

হরি হে !
অবিবেকরূপ ঘন তাহে দিক্ আচ্ছাদন
হৈল তাতে অন্ধকার ঘোর ।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয় দেখি' চারিদিকে ভয়
পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥ ১ ॥

নিজ অবিবেক-দোষে পড়ি' দুর্দ্দিনের রোষে
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।
পথপ্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই অচ্যুত তোমারে ॥ ২ ॥
একবার কৃপাদৃষ্টি কর আমা প্রতি বৃষ্টি,
তবে মোর ঘুচিবে দুর্দ্দিন।
বিবেক সবল হবে এ ভক্তিবিনোদ তবে
দেখাইবে পথ সমীচীন ॥ ৩ ॥

(১৯)

হরি হে !
অগ্রে এক নিবেদন করি মধু-নিসূদন !
শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥ ১ ॥

অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তাতে আমি সুপাত্র দয়ার ॥ ২ ॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া-পাত্র কোথা পাবে,
দয়াময় নামটী ঘুচাবে।
এ ভক্তিবিনোদ কয় দয়া কর দয়াময়,
যশঃকীর্ত্তি চিরদিন পাবে ॥ ৩ ॥

(২০)

হরি হে !
তোমা ছাড়ি' আমি কভু অনাথ না হই প্রভু,
প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয়।
আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হবে নাথ,
দমনীয় কে তোমার হয় ॥ ১ ॥

আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত সুনির্ব্বন্ধ,
সবিধি তোমার গুণধাম।
অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন,
ছাড়া-ছাড়ি নহে কোন কাম ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ গায়, রাখ মোরে তব পায়,
পাল মোরে না ছাড় কখন।
যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ,
দণ্ড দিয়া দেও শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

(২১)

হরি হে !
স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম্ম যত,
তাহে পুন দেহগত ভেদ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥ ১ ॥

যে কোন শরীরে থাকি, যে কোন অবস্থা রাখি,
সে সব এখন তব পায়।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর ! মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায় ॥ ২ ॥
তুমি প্রভু রাখ মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, তব দাস্য কৌতূহলে,
থাকি যেন সদা সেবাপর ॥ ৩ ॥

(২২)

হরি হে !
বেদ বিধি অনুসারে, কর্ম্ম করি' এ সংসারে,
পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥ ১ ॥

তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে।
কীট জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥ ২ ॥
তব দাস-সঙ্গহীন, যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তার গৃহে চতুর্ম্মুখ ভূতি।
না হউ, কখন হরি! করদ্বয় যোড় করি'
করে ভক্তিবিনোদ মিনতি ॥ ৩ ॥

(২৩)

হরি হে!
তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমাতে সে অনুরক্ত,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ করি' জানে।
বারেক দেখিতে তব, চিদাকার শ্রীবৈভব,
তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে ॥ ১ ॥

সে সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানা রঙ্গে,
বিরহ সহিতে নাহি পার।
কৃপা করি' অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মগণে,
সাধু বিনা গতি নাহি আর ॥ ২ ॥
সে ভক্ত-চরণ-ধন, কবে পাব দরশন,
শোধিব আমার দুষ্ট মন।
এ ভক্তিবিনোদ ভনে, কৃপা হবে যতক্ষণে,
মহাত্মার হবে দরশন ॥ ৩ ॥

(২৪)

হরি হে !
শুনহে মধুমথন ! মম এক বিজ্ঞাপন,
বিশেষ করিয়া বলি আমি।
তোমার শেষত্ব মম, স্বকীয় বৈভবোত্তম,
আমি দাস, তুমি মোর স্বামী ॥ ১ ॥

সে বিভব-বহির্ভূত, হৈতে হৈলে হে অচ্যুত !
ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি।
দেহ প্রাণ সুখ আশা, আত্মপ্রতি ভালবাসা,
সর্ব্বত্যাগ করিতে বিচারি ॥ ২ ॥
এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস,
তবু থাকু দাসত্ব তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর ॥ ৩ ॥

(২৫)

হরি হে !
আমি নরপশু প্রায়, আচারবিহীন তায়,
অনাদি অনন্ত সুবিস্তার।
অতি কষ্টে পরিহার্য্য, সহজেতে অনিবার্য্য,
অশুভের আস্পদ আবার ॥ ১ ॥

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, তুমি ত জগদ্‌বন্ধু,
অসীম বাৎসল্য-পয়োনিধি।
তব গুণগণ স্মরি', ভববন্ধ ছেদ করি'
নির্ভীক হইব নিরবধি ॥ ২ ॥
এই ইচ্ছা করি' মনে, শ্রীযামুন-চরণে,
গায় ভক্তিবিনোদ এখন।
যামুন-বিপিন-বিধু, শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু,
তার শিরে করুন অর্পণ ॥ ৩ ॥

(২৬)

হরি হে !
তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয় হরি তুমি।
তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥ ১ ॥

তব ভৃত্য-পরিজন- গতিপ্রার্থী অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।
তব সত্ত্ব তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥ ৩ ॥

(২৭)

হরি হে !
আমি ত' চঞ্চল মতি, অমর্য্যাদ ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া প্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥ ১ ॥

এ হেন দুর্জ্জন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি ব'য়ে,
চরিতেছি সংসার-সাগরে।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে ॥ ২ ॥
তোমার করুণা পাই, তবে ত তরিয়া যাই,
আমি এই দুরন্ত সাগর।
তুমি প্রভু শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধূলিসনে,
নহে ভক্তিবিনোদ কাতর ॥ ৩ ॥

শ্রীযামুন-ভাবাবলী সমাপ্ত

কার্পণ্য-পঞ্জিকা

বা বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবসতি,
রাধাকৃষ্ণ-যুগল-চরণে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি সব লোকলাজ,
নিবেদিব যত আছে মনে ॥ ১ ॥

তুমি কৃষ্ণ নীলমণি, নব মেঘপ্রভা জিনি,
ব্রজানন্দ কর বিতরণ।
তুমি রাধে নবগৌরী, গোরোচনা-গর্ব্ব হরি'
ব্রজে হর কৃষ্ণচন্দ্র-মন ॥ ২ ॥

তুমি কৃষ্ণ পীতাম্বরে, পরাজিয়া কার্ত্তস্বরে,
ব্রজবনে নিত্য-কেলিরত।
তুমি রাধে নীলাম্বরী, পলাশের গর্ব্ব হরি'
কৃষ্ণকেলি-সহায় সতত ॥ ৩ ॥

তুমি কৃষ্ণ হরিন্মণি, যুবাবৃন্দ-শিরোমণি,
রাধিকা তোমার প্রাণেশ্বরী।
ব্রজাঙ্গনা-শিরঃশোভা, ধম্মিল্ল-মল্লিকা-প্রভা,
তুমি রাধে কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী ॥ ৪ ॥

রমাপতি-শোভা জিনি, কৃষ্ণ তব রূপখানি,
জগৎ মাতায় ব্রজবনে।
রমা-জিনি ব্রজাঙ্গনা- গণমধ্যে সুশোভনা,
তুমি রাধে কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে ॥ ৫ ॥

তবাঙ্গ-সৌরভকণ, বংশীগীত অনুক্ষণ,
ওহে কৃষ্ণ! রাধামন হরে।
রাধে! অঙ্গগন্ধ তব, তোমার সুবীণারব,
কৃষ্ণচিত্ত উন্মাদিত করে ॥ ৬ ॥

তোমার চপলেক্ষণ, হরে রাধা-ধৈর্য্যধন,
তুমি কৃষ্ণ চৌর শিরোমণি।
বাঁকা দৃষ্টি-ভঙ্গী তব, শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়াসব,
তুমি রাধে কলাবতী ধনী ॥ ৭ ॥

পরিহাসে রাধিকার, কথা নাহি সরে যার,
তুমি কৃষ্ণ নটকুলগুরু।
কৃষ্ণ-নর্ম্ম-উক্তি শুনি' রোমাঞ্চিত তনুখানি,
তব রাধে রসকল্পতরু ॥ ৮ ॥
অপ্রাকৃত-গুণমণি, বিনির্ম্মিত-গিরিশ্রেণী,
তুমি কৃষ্ণ সর্ব্বগুণময়।
উমাদি রমণীজন, বাঞ্ছনীয় গুণগণ,
রাধে তব স্বাভাবিক হয় ॥ ৯ ॥
আমি অতি মন্দমতি, করি হে কাকুতি নতি,
নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি।
বৃন্দাবন-অধীশ্বর, তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর,
তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী ॥ ১০ ॥
তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
তুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর এ অধম জনে ॥ ১১ ॥

কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান।
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি তুঁহে মহাকৃপাবান্ ॥ ১২ ॥
কৃপাহেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তার,
কৃপা-অধিকারী নহি আমি।
তুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর,
কৃপা কর ব্রজজন-স্বামি ॥ ১৩ ॥
সুদুষ্ট অভক্ত জনে, শিবাদি দেবতাগণে
প্রসন্ন হইল কৃপা করি'।
মহালীল সর্ব্বেশ্বর, তুঁহু মম প্রাণেশ্বর,
দয়া কর দোষ পরিহরি' ॥ ১৪ ॥
অধমে উত্তম মানি, মূঢ়, বিজ্ঞ, অভিমানী,
দুষ্ট হঞা শিষ্ট-অভিমান।
এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা,
না করিনু ভজন বিধান ॥ ১৫ ॥

তথাপি এ দীন জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ-নিবারণ, দুহু-নাম-সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥ ১৬ ॥
ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয় সর্ব্ব অপরাধ হয়,
ক্ষমাশীল দুঁহের কৃপায়।
এই আশা মনে ধরি' চরণে প্রার্থনা করি,
শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায় ॥ ১৭ ॥
সাধন-সম্পত্তিহীন, ওহে এই জীব দীন,
অতিকষ্টে ধৃষ্টতার ছার।
দুঁহুপাদ-নিপতিত, প্রার্থনা করয়ে হিত,
প্রসন্নতা হউক দোঁহার ॥ ১৮ ॥
দন্তে তৃণ ধরি' হায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
এই পাপী কম্পিত-শরীর।
হা নাথ হা নাথ বলি' হ'য়ে আজ কৃতাঞ্জলি,
প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির ॥ ১৯ ॥

এ দুর্ভাগা হা হা স্বরে, প্রসাদ প্রার্থনা করে,
অনুতাপে গড়াগড়ি যায়।
হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! শুন মম কাকুবাদ,
তুঁহু কৃপাবিনা প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥
ফুৎকার করিয়া কাঁদে, আহা আহা কাকুনাদে,
বলে, হও প্রসন্ন আমায়।
এই ত অযোগ্য জনে, কৃপা কর নিজগুণে,
করুণাসাগর রাখ পায় ॥ ২১ ॥
মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্ত হঞা,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, নাথ।
করুণা-কণিকাদানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে,
কর এই দীনে আত্মসাথ ॥ ২২ ॥
এই তব মূঢ় জন, দীনবাক্যে সক্রন্দন,
প্রার্থনা করয়ে দৃঢ়মনে।
হে করুণা-সুনিধান, অনুগতি কর দান,
করুণোর্ম্মিচ্ছটা ব্রজবনে ॥ ২৩ ॥

ভাব চিত্তসুখকর, যত আছে সুমধুর,
প্রকটাপ্রকট-লীলাস্থলে।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসার, সকলের সারাৎসার,
সেই ভাব যেঁই কৃপাবলে ॥ ২৪ ॥
যদি এ দাসীর প্রতি, প্রসন্ন করুণামতি,
তুঁহু-পদসেবা কর দান।
আর কিছু নাহি চাই, যুগল চরণ পাই,
শীতল হউক মোর প্রাণ ॥ ২৫ ॥
অনাথবৎসল তুমি, অধম, অনাথ আমি,
ত্বদীয় সাক্ষাৎ দাস্য মাগি।
এ প্রসাদ কর দান, রাখ অনাথের প্রাণ,
ছাড়ি' সব তব দাস্য মাগি ॥ ২৬ ॥
শিরেতে অঞ্জলি ধরি, ও পদে বিজ্ঞপ্তি করি,
আমার অভীষ্ট নিবেদন।
একবার দাস্য দিয়া শীতল কর হে হিয়া,
তবে মানি সার্থক জীবন ॥ ২৭ ॥

কবে দুঁহে এই বনে, বিলোকিব সম্মিলনে,
অমূল্যাঙ্গ-পরিমল-ঘ্রাণ ।
আমার নাসিকা দ্বারে, প্রবেশিয়া চিত্তপুরে,
অচৈতন্য করিবে বিধান ॥ ২৮ ॥
দুহাঁর নূপুর ধ্বনি, হংস-কণ্ঠস্বর জিনি,
মধুর মধুর মম কাণে ।
প্রবেশিয়া কোন ক্ষণে, মম চিত্ত-সুরঞ্জনে,
মাতাইবে সেবারস-পানে ॥ ২৯ ॥
চক্রাদি সৌভাগ্যাস্পদ, বিলক্ষিত দুঁহুপদ,
চিহ্ন এই বৃন্দাবন বনে ।
দেখিয়া এ দাসী কবে ভাবিবে আনন্দোৎসবে,
দুঁহু-কৃপা পেয়ে সংগোপনে ॥ ৩০ ॥
সকল সৌন্দর্য্যাস্পদ নীরাজিত দুঁহুপদ,
হে রাধে ! হে নন্দের নন্দন !
মমাক্ষি-গোচরে কবে, সর্ব্বাদ্ভুত মহোৎসবে,
করিবে আনন্দ বিতরণ ॥ ৩১ ॥

প্রাচীনাশা ফলপূর্ত্তি, তুঁহু পদাম্বুজ-স্ফূর্ত্তি,
সেই দুঁহুজন-দরশন।
এ জন্মে কি হবে মম, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন ॥ ৩২ ॥
কবে আমি বৃন্দাবন- কুঞ্জান্তরে দরশন,
করিব সুন্দর দুঁহু জনে।
সুরতলীলায় রত, আমা হইতে অদূরত,
প্রেমে মগ্ন হব দরশনে ॥ ৩৩ ॥
ঘটনাবশতঃ কবে, দুঁহুযোগ অসম্ভবে,
পরস্পর সন্দেশ আনিয়া।
বাড়াইব দুঁহু সুখ, যাবে তবে মনোদুঃখ
বেড়াইব আনন্দে মাতিয়া ॥ ৩৪ ॥
কবে এই বৃন্দাবনে, দুঁহুদুঁহা-অদর্শনে,
ফিরে যাব দুঁহে অন্বেষিয়া।
সম্মিলন করাইব, হার-পদকাদি পাব,
পরিতুষ্ট দুঁহারে করিয়া ॥ ৩৫ ॥

দুঁহে হার ধরি' পণে, দ্যূতক্রীড়া-সমাপনে,
আমি জয়ী আমি জয়ী বলি'।
করিবে কলহ তবে, হার-সংগ্রহেতে কবে,
আমি তাহা দেখিব সকলি ॥ ৩৬ ॥
আহা কবে দুই জনে, কুঞ্জমাঝে সুশয়নে,
কুসুম-শয্যায় বিরামিবে।
সে সময়ে দুঁহুপদ- সম্বাহন সুসম্পদ,
এ দাসীর সৌভাগ্য মিলিবে ॥ ৩৭ ॥
কন্দর্প-কলহোদ্গারে, ছিঁড়িবে কণ্ঠের হারে,
লতাগৃহে পড়িবে খসিয়া।
সে হার গাঁথিতে কবে, এ দাসী নিযুক্ত হবে,
দুঁহুকৃপা-আজ্ঞা শিরে পাঞা ॥ ৩৮ ॥
কেলিকল্লোলের জবে, দুঁহু-কেশ স্রস্ত হবে,
দুজনার ইঙ্গিত পাইয়া।
শিখিপিঞ্ছ করে ধরি', কুন্তল মণ্ডিত করি',
আমি রব আনন্দে ডুবিয়া ॥ ৩৯ ॥

কন্দর্প-ক্রীড়ায় যবে, দুঁহুস্রক্ স্রস্ত হবে,
তবে আমি দুঁহু-আজ্ঞা পাঞা।
উভয়-ললাটমাঝে, করিব তিলক-সাজে,
মত্ত হব সে শোভা দেখিয়া ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণ! তব বক্ষে আমি, বনমালা দিয়া স্বামি!
রাধে তব নয়নে কজ্জল।
কুঞ্জমাঝে কোন দিন, পাব সুখ সমীচীন,
প্রেমে চিত্ত হবে টলমল ॥ ৪১ ॥
কবে জাম্বুনদ-বর্ণ, লইয়া তাম্বুলীপর্ণ,
শিরাশূন্য কর্পূরাদি-যুত।
বীটিকা নির্ম্মাণ করি' দুঁহু মুখে দিব ধরি'
প্রেমে চিত্ত হবে পরিপ্লুত ॥ ৪২ ॥
কোথা এ দুরাশা মোর, কোথা এ দুষ্কর্ম্ম ঘোর,
এ প্রার্থনা যদি বল কেন।
হে রাধে! হে ঘনশ্যাম! দুঁহুজন-গুণগ্রাম-
মাধুরী বলায় মোরে হেন ॥ ৪৩ ॥

দুঁহার যে কৃপাগুণে, পাইনু ধাম বৃন্দাবনে,
সেই কৃপা অভীষ্টপূরণ।
করুন আমার নাথ! পাঞা তুঁহু সখী-সাথ,
কুঞ্জসেবা পাই অনুক্ষণ॥ ৪৪॥
ওহে রাধে! ওহে কৃষ্ণ! সেই ব্রজরসতৃষ্ণ,
কার্পণ্য-পঞ্জিকা-কথা-ছলে।
জল্পনা করয়ে সদা, তার বাঞ্ছা-পূর্ত্তি তদা,
করুন দুঁহু কৃপা-বলে॥ ৪৫॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, শিরে ধরি সুসম্পদ,
কমল মঞ্জরী করে আশা।
শ্রীগোদ্রুম-ব্রজবনে, দুঁহুলীলা-সন্দর্শনে,
পূর্ণ হউ রসের পিপাসা॥ ৪৬॥

ইতি কার্পণ্য-পঞ্জিকা সমাপ্তা।

শোকশাতন

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-চরিত্র

(১) শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তন

প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাস-অঙ্গনে,
সঙ্গোপনে গোরামণি।
শ্রীহরিকীর্ত্তনে নাচে নানারঙ্গে
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ॥ ১ ॥
মৃদঙ্গ মাদল, বাজে করতাল,
মাঝে মাঝে জয়তুর।
প্রভুর নটন, দেখি সকলের
হইল সন্তাপ দূর ॥ ২ ॥
অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন,
সকল ভকতগণ।
আপনা পাসরি, গোরাচাঁদে ঘেরি',
নাচে গায় অনুক্ষণ ॥ ৩ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগ

এমত সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে,
শ্রীবাসের অন্তঃপুরে।
তনয়-বিয়োগে, নারীগণ শোকে,
প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৪ ॥

ক্রন্দন উঠিলে, হবে রসভঙ্গ,
ভকতিবিনোদ ডরে।
শ্রীবাস অমনি, বুঝিল কারণ,
পশিল আপন ঘরে ॥ ৫ ॥

(২) পরিবারবর্গকে পণ্ডিতের সান্ত্বনা

প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, নারীগণে শান্ত করে,
শ্রীবাস অমিয় উপদেশে।
শুন পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ,
কিবা দুঃখ থাকে কৃষ্ণাবেশে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ নিত্য সুত যার, শোক কভু নাহি তার,
অনিত্যে আসক্তি সর্ব্বনাশ।
আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্য তত্ত্বে করহ বিলাস ॥ ২ ॥
এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান ধন জন প্রাণ।
এ দেহ-অনুগ যত, ভাই বন্ধু পতি সুত,
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান ॥ ৩ ॥
কেবা কার পতি সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত,
চাহিলে রাখিতে নারে তারে।
করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বসে কোলে,
কর্ম্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে ॥ ৪ ॥
ইথে সুখ দুঃখ মানি, অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে।
শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ সবে,
ভকতিবিনোদ-বাঞ্ছা পূরে ॥ ৫ ॥

(৩) সমর্পিতাত্মের উক্তি

ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ।
করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে করহ স্মরণ ॥ ১ ॥
তবে কেন মম সুত বলি' কর দুঃখ।
কৃষ্ণ নিল নিজজন তাহে তার সুখ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটায় ঘটনা।
তাহে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা ॥ ৩ ॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥ ৪ ॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ॥৫॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা ॥ ৬ ॥
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম।
পরম আনন্দ পাবে, পূর্ণ হবে কাম ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে।
আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে মরণে ॥ ৮ ।

(৪) মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ভঙ্গের আশঙ্কায় ক্রন্দন করিতে নিষেধ

সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি'।
ছোড়বি মোহ শোক চিত্তবিকারী ॥ ১ ॥
চৌদ্দ-ভুবন-পতি নন্দকুমারা।
শচীনন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা ॥ ২ ॥
সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর।
নাচই ভক্তসহ আনন্দ-বিভোর ॥ ৩ ॥
শুনত নামগান বালক মোর।
ছোড়ল দেহ হরি-প্রীতি-বিভোর ॥ ৪ ॥
ঐছন ভাগ যব ভই হামারা।
তবহুঁ হঁউ ভব-সাগর-পারা ॥ ৫ ॥

তুঁহু সবু বিছরি এহি বিচারা।
কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা ॥ ৬ ॥
স্থির নহি হওবি যদি উপদেশে।
বঞ্চিত হওবি রসে অবশেষে ॥ ৭ ॥
পশিবুঁ হাম সুর তটিনী মাহে।
ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে ॥ ৮ ॥

(৫) ভক্তবৎসলের ভক্ত পুত্র বিয়োগে বিরহ-প্রকাশ

শ্রীবাস-বচন, শ্রবণ করিয়া,
সাধ্বী পতিব্রতাগণ।
শোক পরিহরি', মৃত শিশু রাখি',
হরি-রসে দিল মন ॥ ১ ॥
শ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া,
অঙ্গনে আইল পুনঃ।
নাচে গোরা সনে, সকল পাসরি',
গায় নন্দসুত-গুণ ॥ ২ ॥

চারি দণ্ড রাত্রে, :মরিল কুমার,
অঙ্গনে কেহ না জানে।
শ্রীনামমঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর,
রজনী অতীত গানে ॥ ৩ ॥
কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে, কহে গৌরহরি,
আজি কেন পাই দুঃখ।
বুঝি, এই গৃহে, কিছু অমঙ্গল,
ঘটিয়া হরিল সুখ ॥ ৪ ॥
তবে ভক্তজন, নিবেদন করে,
শ্রীবাস-শিশুর কথা।
শুনি' গোরা রায়, বলে, হায় হায়,
মরমে পাইনু ব্যথা ॥ ৫ ॥
কেন না কহিলে, আমারে তখন,
বিপদ-সংবাদ সবে।
ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল-
স্নেহেতে মজিল তবে ॥ ৬ ॥

(৬) শ্রীগৌরহরির ভক্তবাৎসল্য

প্রভুর বচন, তখন শুনিয়া,
শ্রীবাস লোটাঞা ভূমি।
বলে, শুন নাথ! তব রসভঙ্গ,
সহিতে না পারি আমি ॥ ১ ॥
একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ,
তাহে মোর কিবা দুঃখ।
যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া,
তবু ত পাইব সুখ ॥ ২ ॥
তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার,
মরণ হইত হরি।
তাই কুসংবাদ, না দিল তোমারে,
বিপদ্ আশঙ্কা করি' ॥ ৩ ॥
এবে আজ্ঞা দেহ, মৃত সুত ল'য়ে,
সৎকার করুন সবে।
এতেক শুনিয়া, গোরা দ্বিজমণি,
কাঁদিতে লাগিল তবে ॥ ৪ ॥

কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব,
পরাণ বিকল হয়।
সে কথা শুনিয়া, ভকতিবিনোদ,
মনেতে পাইল ভয় ॥ ৫ ॥

(৭) মৃত শিশুর মুখে তত্ত্ব প্রকাশ

গোরাচাঁদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ।
মৃত সুত অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ ॥ ১ ॥
কলিমলহারি গোরা জিজ্ঞাসে তখন।
"শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও কি কারণ?" ॥ ২ ॥
মৃত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন।
লোক-শিক্ষা লাগি' প্রভু তব আচরণ ॥ ৩ ॥
তুমি ত' পরম তত্ত্ব অনন্ত অদ্বয়।
পরাশক্তি তোমার অভিন্ন তত্ত্ব হয় ॥ ৪ ॥
সেই পরাশক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ।
তব ইচ্ছামত করায় তোমার বিলাস ॥ ৫ ॥

চিচ্ছক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া।
তোমারে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া ॥ ৬ ॥
জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে।
তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে ॥ ৭ ॥
মায়াশক্তি হ'য়ে করে প্রপঞ্চ-সৃজন।
বহির্ম্মুখ জীবে তাহে করয় বন্ধন ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ বলে অপরাধফলে।
বহির্ম্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে ॥ ৯ ॥

(৮) বদ্ধজীবের কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জন্মলাভ

পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস।
পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি,
তুয়া পদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ ॥ ১ ॥

স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মের ধন্ধে,
কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায় ॥ ২ ॥
মায়া তব হচ্ছা মতে, বাঁধে মোরে এজগতে,
অদৃষ্ট নির্ব্বন্ধ লৌহ-করে।
সেই ত' নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে ॥ ৩ ॥
সে নির্ব্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে যায়,
আমি ত' থাকিতে নারি আর।
তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোর ইচ্ছা সুদুর্ব্বল,
আমি জীব অকিঞ্চন ছার ॥ ৪ ॥
যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি,
কার কেবা পুত্র পতি পিতা।
জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য লব,
তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা ॥ ৫ ॥

সংযোগ বিয়োগে যিনি, সুখ দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়।
মায়ার গর্দ্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে,
ভক্তিবিনোদের সেই ভয় ॥ ৬ ॥

(৯) সৌভাগ্য ফলেই ভক্তগৃহে জন্ম

বাঁধিল মায়া, যেদিন হ'তে,
অবিদ্যা-মোহ-ডোরে।
অনেক জন্ম, লভিনু আমি,
ফিরিনু মায়া-ঘোরে ॥ ১ ॥
দেবদানব. মানব পশু,
পতঙ্গ কীট হ'য়ে।
স্বর্গে নরকে, ভূতলে ফিরি,
অনিত্য আশা ল'য়ে ॥ ২ ॥

না জানি কিবা, সুকৃতি-বলে,
শ্রীবাস-সুত হৈনু।
নদীয়া ধামে, চরণ তব,
দরশ পরশ কৈনু ॥ ৩ ॥
সকল বারে, মরণ কালে,
অনেক দুঃখ পাই।
তুয়া প্রসঙ্গে, পরম সুখে,
এবার চ'লে যাই ॥ ৪ ॥
ইচ্ছায় তোর, জনম যদি,
আবার হয়, হরি!
চরণে তব, প্রেম-ভকতি,
থাকে, মিনতি করি ॥ ৫ ॥
যখন শিশু, নীরব ভেল,
দেখিয়া প্রভুর লীলা।
শ্রীবাস-গোষ্ঠী, ত্যজিয়া শোক,
আনন্দ-মগন ভেলা ॥ ৬ ॥

গৌর-চরিত, অমৃতধারা,
করিতে করিতে পান।
ভক্তিবিনোদ, শ্রীবাসে মাগে,
যায় যেন মোর প্রাণ॥ ৭॥

(১০) ভগবান্ কর্ত্তৃক ভক্তমহিমা কীর্ত্তন

শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুঁহু মোর দাস।
তুয়াপ্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ॥ ১॥
ভক্তগণ-সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত।
জগতে ঘুষুক আজি তোমার চরিত॥ ২॥
প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার বন্ধন।
তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন॥ ৩॥
ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া।
আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা॥ ৪॥
মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার সংসার।
শিখুক গৃহস্থ জন তোমার আচার॥ ৫॥

তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ।
আমা দুঁহে সুত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ ॥ ৬ ॥
নিত্যতত্ত্ব সুত যার অনিত্য তনয়ে।
আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে ॥ ৭ ॥
ভক্তিতে তোমার ঋণী আমি চিরদিন।
তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ ॥ ৮ ॥
শ্রীবাসের পায় ভক্তিবিনোদ কুজন।
কাকুতি করিয়া মাগে গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৯ ॥

(১১) ভগবৎস্মৃতি প্রকৃত সম্পদ, ভগবদ্ বিস্মৃতি বিপদ্

শ্রীবাসের প্রতি চৈতন্য-প্রসাদ,
দেখিয়া সকল জন।
জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ,
বলি' নাচে ঘন ঘন ॥ ১ ॥

শ্রীবাস-মন্দিরে, কি ভাব উঠল,
তাহা কি বর্ণন হয়।
ভাবযুদ্ধ সনে, আনন্দ-ক্রন্দন
উঠে কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ২ ॥
চারি ভাই পড়ি' প্রভুর চরণে
প্রেম গদগদ স্বরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাকুতি করিয়া,
গড়ি' যায় প্রেমভরে ॥ ৩ ॥
ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ্,
প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে
আসক্তি বাড়িতে রয় ॥ ৪ ॥
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
যে দিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ- রহিত যে দিন,
সে দিন বিপদ্, হরি ॥ ৫ ॥

শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া,
ভকতিবিনোদ ভনে।
তোমাদের গোরা, কৃপা বিতরিয়া,
দেখাও দুর্গত জনে ॥ ৬ ॥

(১২) সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি কর্ত্তৃক মৃত শিশুর সৎকার

মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকতবৎসল।
ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল ॥ ১ ॥
গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীর তীরে।
বালকে সৎকার কৈল জাহ্নবীর নীরে ॥ ২ ॥
জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপার।
সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার ॥ ৩ ॥
মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে।
উথলি জাহ্নবী দেবী শিশু লয় কোলে ॥ ৪ ॥
উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল।
শিশু-কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল ॥ ৫ ॥

জাহ্নবীর ভাব দেখি' যত ভক্তগণ।
শ্রীনাম-মঙ্গলধ্বনি করে অনুক্ষণ ॥ ৬ ॥
স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
বিমান সঙ্কুল তবে ছাইল গগন ॥ ৭ ॥
এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন।
সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্ব্বজন ॥ ৮ ॥
পরম আনন্দে সবে গেল নিজ ঘরে।
ভকতিবিনোদ মজে গোরা-ভাবভরে ॥ ৯ ॥

(শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)

নদীয়া নগরে গোরা-চরিত অমৃত।
পিয়া শোক ভয় ছাড়, স্থির কর চিত ॥ ১ ॥
অনিত্য সংসার ভাই কৃষ্ণ মাত্র সার।
গোরা-শিক্ষা মতে কৃষ্ণ ভজ অনিবার ॥ ২ ॥
গোরার চরণ ধরি' যেই ভাগ্যবান্।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে সেই মোর প্রাণ ॥ ৩ ॥

রাধাকৃষ্ণ গোরাচাঁদ ন'দে বৃন্দাবন।
এই মাত্র কর সার পাবে নিত্য ধন ॥ ৪ ॥
বিদ্যাবুদ্ধি হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
কর্ম্মজ্ঞানশূন্য আমি শূন্য-সদাচার ॥ ৫ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥ ৬ ॥
যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব চরণে ॥ ৭ ॥
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া।
এ শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গচরিতে শোকশাতন-পালা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ

শ্রীগুরু-শ্রীগৌরচন্দ্র, বৃন্দাবনে যুবদ্বন্দ্ব,
ব্রজবাসীজন-শ্রীচরণ।
বন্দিয়া প্রফুল্ল মনে এ ভক্তিবিনোদ ভনে,
রূপানুগ-ভজনদর্পণ ॥ ১ ॥
বহুজন্ম-ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীব লঞা,
রূপানুগ-ভজনে মাতায় ॥
ভজন-প্রকার যত, সকলের সার মত,
শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞী।
সে ভজন না জানিয়া, কৃষ্ণ ভজিবারে গিয়া,
তুচ্ছ কাজে জীবন কাটাই ॥
বুঝিবারে সে ভজন, বহু যত্নে অকিঞ্চন,
বিরচিল ভজন-দর্পণ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা, করিতে উৎসুক যেবা,
সুখে তেঁহ করুন শ্রবণ ॥

লোভেতে জনম পাই, অতি শীঘ্র বাড়ি' যাই,
শ্রদ্ধা রতি তবে হয় প্রীতি।
সহজ ভজন রতি, নাহি চায় শিক্ষামতি,
তবু শিক্ষা প্রাথমিক রীতি ॥
পুত্রস্নেহ জননীর, সহজ হৃদয়ে স্থির,
দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই।
কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ,
বদ্ধজীবে অপ্রকট ভাই ॥
তবেই সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি,
শিক্ষানুশীলন যদি পায়।
সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন ছুটে,
ব্রজানন্দ তাহারে নাচায় ॥ ২ ॥

যোগ-যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,
সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার।
উদিয়াছে এক বিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস-সিন্ধু-
লাভে তার হয় অধিকার ॥

জ্ঞান কর্ম্ম দেব দেবী, বহু যতনেতে সেবি'
প্রাপ্তফলে হৈলে তুচ্ছ জ্ঞান।
সাধুজন-সঙ্গাবেশে, শ্রীকৃষ্ণকথায় শেষে,
বিশ্বাস ত' হয় বলবান্ ॥
সেই ত বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি' সদা গাই,
ভক্তিলতা বীজ বলি তারে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী জনে যারে, শ্রদ্ধা বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥
নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র,
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি-স্পর্শ নহে যতক্ষণ ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহখনি,
কর্ম্মজ্ঞানগত শ্রদ্ধা-ভাব।
হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণভক্তি ঃ—

ছাড়ি' অন্য অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-সহবাস,
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।
শুদ্ধভক্তি বলি তারে, ভক্তিশাস্ত্র সুবিচারে
শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত-বচন ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মৃতি, সেবার্চ্চন, দাস্য, নতি,
সখ্য, আত্ম-নিবেদন হয়।
সাধন-ভক্তির অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ,
সদা সাধুজন-সঙ্গময় ॥
সাধন-ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায়।
প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তিরসে মজে,
সেই রস শ্রীরূপ শিখায় ॥ ৪ ॥

শ্রদ্ধা দ্বিবিধ, অতএব সাধন-ভক্তিও দ্বিবিধ ঃ—

শ্রদ্ধাদেবী নাম যার, দুইটী স্বভাব তার,
বিধিমূল-রুচিমূল-ভেদে।

শাস্ত্রের শাসনে যবে, শ্রদ্ধার উদয় হ'বে,
বৈধী শ্রদ্ধা তারে বলে বেদে ॥
ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধসেবা-দৃষ্টে,
যবে হয় শ্রদ্ধার উদয়।
লোভময়ী শ্রদ্ধা সতী, রাগানুগা শুদ্ধা মতি,
বহু ভাগ্যে সাধক লভয় ॥
শ্রদ্ধাভেদে ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্ব্বেদ,
বৈধী রাগানুগা ভক্তিদ্বয়।
সাধন-সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে,
এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয় ॥
বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতি শীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম-সুসাধনে, রুচি হয় যার মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায় ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতা :—

রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন ॥
যাঁর ভাণে জ্ঞানী জন, ব্রহ্মলয়-অন্বেষণ,
করে নাহি বুঝি' বেদ-মর্ম্ম।
যাঁর ছায়ামাত্র বরে, যোগীজন যোগ করে,
যার ছলে কর্ম্মী করে কর্ম্ম ॥
বিভাবানুভাব আর, সাত্ত্বিক সঞ্চারী চার,
স্থায়ী ভাবে মিলয় সুন্দর।
স্থায়ী ভাব রস হয়, নিত্য চিদানন্দময়,
পরম আস্বাদ্য নিরন্তর ॥
যে রস প্রপঞ্চগত, জড় কাব্যে প্রকাশিত,
পরম রসের অসম্মূর্ত্তি।
অসম্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকা জল-স্ফূর্ত্তি ॥ ৬ ॥

স্থায়ী ভাবই রসের মূল ঃ—

রসের আধার যিনি, তাঁর চিত্ত রস-খনি,
সেই চিত্তের অবস্থা-বিশেষে।
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্তি, ক্রমে হয় ভাব-ব্যক্তি,
রতি নামে তাঁহার নির্দ্দেশে ॥
বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব, সর্ব্বোপরি স্ব-প্রভাব,
প্রকাশিয়া লয় নিজ বশে।
সকলের অধিপতি, হঞা শোভা পায় অতি,
স্থায়ী ভাব নাম পায় রসে ॥
মুখ্য-গৌণ-ভেদে তার, পরিচয় দ্বিপ্রকার,
মুখ্য পঞ্চ, গৌণ সপ্তবিধ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর, বাৎসল্য মধুর সার,
এই পঞ্চ রতি মুখ্যাভিধ ॥
হাস্যাদ্ভুত, বীর আর, করুণ ও রৌদ্রাকর,
ভয়ানক-বীভৎস-বিভেদে।
রতি সপ্ত গৌণী হয়, সব কৃষ্ণভক্তিময়,
শোভা পায় রসের প্রভেদে ॥

মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস :—

যেই রতি জন্মে যার, সেই মত রস তার,
রস মুখ্য পঞ্চবিধ হয়।
গৌণ সপ্তরস পুনঃ, হয় রতির অনুগুণ,
রতির সম্বন্ধ ভাবাশ্রয় ॥
পঞ্চ মুখ্য মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী ॥
গৌণ রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্টি করে!
শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে ॥
মধুর উজ্জ্বল রস, সদা শৃঙ্গারের বশ,
ব্রজরাজ-নন্দন বিষয়।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তাতে, মাধুর্য্য-প্রভাবে মাতে,
তাহার আশ্রয় ভক্তচয় ॥৮॥

মধুরা-রতির আবির্ভাব-হেতু ঃ—

মধুরের স্থায়ী ভাব, লভে যাতে আবির্ভাব
বলি তাহা শুন একমনে।
অভিযোগ ও বিষয়, সম্বন্ধাভিমান-দ্বয়,
তদীয় বিশেষ উপমানে ॥
স্বভাব আশ্রয় করি', চিত্তে রতি অবতরি,
শৃঙ্গার রসের করে পুষ্টি।
অভিযোগ আদি ছয়, অন্যে রতিহেতু হয়,
ব্রজদেবীর তাহে নাহি দৃষ্টি ॥
স্বতঃসিদ্ধ রতি তাঁরে, সম্বন্ধাদি-সহকারে
সমর্থা করিয়া রাখে সদা।
কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁর, উদ্যম নাহিক আর,
স্বীয় সুখ চেষ্টা নাহি কদা ॥
এই রতি প্রৌঢ়া হয়, মহাভাব দশা পায়,
যার তুল্য প্রাপ্তি আর নাই।
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার, সম্ভোগেচ্ছা এ প্রকার,
বর্ণিবারে বাক্য নাহি পাই ॥৯॥

মধুর-রতিরূপ স্থায়ভাবের উন্নতিক্রম ঃ—

রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগাখ্যান
অনুরাগ, ভাব এই সাত।
রতি যত গাঢ় হয়, ক্রমে সপ্ত নাম লয়,
স্থায়ী ভাব সদা অবদাত ॥
স্নেহাদি যে ভাব ছয়, প্রেম নামে পরিচয়,
সাধারণ জনের নিকটে।
যে ভাব কৃষ্ণেতে যার, সেই ভাবে কৃষ্ণ তাঁর,
এ রহস্য রসে নিত্য বটে ॥
ভক্তচিত্ত-সিংহাসন, তাতে উপবিষ্ট হন,
স্থায়ী ভাব সর্ব্বভাব-রাজ।
হ্লাদিনী যে পরাশক্তি, তাঁর সার শুদ্ধভক্তি,
ভাবরূপে তাহার বিরাজ ॥
বিভাবাদি ভাবগণে, নিজায়ত্তে আনয়নে,
করেন যে রসের প্রকাশ।
রস নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, নিত্যসিদ্ধ সারসত্ত্ব,
জীবচিত্তে তাহার বিকাশ ॥১০॥

বিভাব :—

রত্যাস্বাদ হেতু যত, বিভাব-নামেতে খ্যাত,
আলম্বন উদ্দীপন হয়।
বিষয়-আশ্রয়-গত, আলম্বন দুই মত,
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত সে উভয় ॥
নায়কের শিরোমণি, স্বয়ং কৃষ্ণ গুণমণি,
নিত্য গুণধাম পরাৎপর।
তাঁর ভাবে অনুরক্ত, গুণাঢ্য যতেক ভক্ত,
সিদ্ধ এক, সাধক অপর ॥
ভাব উদ্দীপন করে, উদ্দীপন নাম ধরে,
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বস্তু সব।
স্মিতাস্য সৌরভ-শৃঙ্গ, বংশী কম্বুক্ষেত্রভৃঙ্গ,
পদাঙ্ক নূপুর কলরব ॥
তুলসী ভজন-চিন, ভক্তজন-দরশন,
এইরূপ নানা উদ্দীপন।
ভক্তিরস-আস্বাদনে, এই সব হেতুগণে,
নির্দ্দেশিলা রূপ-সনাতন ॥১১॥

মধুর-রসে আলম্বনরূপ বিভাব ঃ—

শ্রীনন্দনন্দন ধন, তদীয় বল্লভাগণ,
মধুর-রসের আলম্বন।
গোপীগত রতি যাঁহা, গোপীচিত্তাশ্রয় তাহা,
কৃষ্ণ মাত্র বিষয় তখন ॥
যাঁহা রতি কৃষ্ণগত, রত্যাশ্রয়কৃষ্ণ চিত,
গোপী তাঁহা রতির বিষয়।
বিষয় আশ্রয় ধরে, স্থায়ি-ভাব-রতি চরে,
নৈলে রতি উদ্গত না হয় ॥
বিভাবেতে আলম্বন, রসে নিত্য প্রয়োজন,
ব্রজে তাই কৃষ্ণ গোপীনাথ।
মদনমোহন ধন, ব্রজাঙ্গনা গোপীজন,
বল্লভ রসিক রাধানাথ ॥
স্বীয়া-পরকীয়া-ভেদে, রস-রসান্তরাস্বাদে
নিত্যানন্দে বিরাজে মাধব।
বড় ভাগ্যবান যেই, নিজে আলম্বন হই,
আস্বাদয়ে সে রস-আসব ॥১২॥

নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গুণ ঃ—

সুরম্য মধুর-স্মিত, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত,
বলীয়ান তরুণ গম্ভীর।
বাবদূক, প্রিয়ভাষী, সুধী, সপ্রতিভাশ্বাসী,
বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, ধীর ॥
কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ কীর্ত্তিমচ্ছ্রেষ্ঠ,
ললনা-মোহন, কেলিপর।
সুনিত্য নূতন-মূর্ত্তি, কেবল সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি,
বংশী-গানে সুদক্ষ, তৎপর ॥
ধীরোদাত্ত, ধীরশান্ত, সুধীর, ললিত, কান্ত,
ধীরোদ্ধত, ললনানায়ক।
চেটক-বিট-বেষ্টিত, বিদূষক-সুসেবিত,
পীঠমর্দ্দ, প্রিয়-নর্ম্মসখ ॥
এ পঞ্চ সহায়যুত, নন্দীশ্বরপতিসুত,
পতি-উপপতি-ভাবাচারী।
অনুকূল, শঠ, ধৃষ্ট, সদক্ষিণ, রসতৃষ্ণ,
রসমূর্ত্তি, নিকুঞ্জবিহারী ॥১৩॥

তদীয় বল্লভাগণ ঃ—

সুরম্যাদি গুণগণ, হইয়াছে বিভূষণ,
ললনা-উচিত যতদূর।
পৃথুপ্রেমা, সুমাধুর্য্য, সম্পদের সুপ্রাচুর্য্য,
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রসপুর ॥
বল্লভা ত' দ্বিপ্রকার, স্বীয়া পরকীয়া আর,
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভেতি ত্রয়।
কেহ বা নায়িকা তাহে, কেহ সখী হইতে চাহে,
নিজে ত নায়িকা নাহি হয় ॥
নায়িকাগণ-প্রধান, রাধা, চন্দ্রা, দুইজন,
সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ গুণাশ্রয়া।
সেই দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাধিকা কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ,
মহাভাবস্বরূপ-নিলয়া ॥
আর যত নিত্য প্রিয়া, নিজ নিজ যূথ লঞা,
সে দু'য়ের করেন সেবন।
শ্রীরূপ-অনুগ জন, শ্রীরাধিকা-শ্রীচরণ,
বিনা নাহি জানে অন্য ধন ॥১৪॥

নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা সেবা :—

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি', গৃহ ছাড়ি' কুঞ্জে চলি',
যাইতে হয় অভিসারী সখী।
কুঞ্জ সজ্জ করে যবে, 'বাসক সজ্জা' হন তবে,
উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণপথ লখি'॥
কাল উল্লঙ্ঘিয়া হরি, ভোগচিহ্ন দেহে ধরি',
আইলে হন 'খণ্ডিতা' তখন।
সঙ্কেত পাইয়া বৈসে, তবু কান্ত না আইসে,
'বিপ্রলব্ধা' নায়িকা ত হন॥
মনের কলহে হরি, যান চলি' দুঃখ করি',
'কলহান্তরিতা' সন্তাপিনী।
মথুরাতে কান্ত গেল, বহুদিন না আইল,
'প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা' কাঙ্গালিনী॥
নিজায়ত্তে কান্তে পেয়ে, ক্রীড়া করে কান্ত ল'য়ে,
'স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা' সে রমণী।
নায়িকা-মাত্রের হয়, এই অষ্টদশোদয়,
বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ-বোধিনী॥১৫॥

প্রধান নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সখী বর্ণন :—

নায়িকার শিরোমণি, ব্রজে রাধা ঠাকুরাণী,
পঞ্চবিধ সখীগণ তাঁ'র।
সখী, নিত্যসখী আর, প্রাণসখী অতঃপর,
প্রিয়সখী—এই হৈল চার॥
পঞ্চম পরমপ্রেষ্ঠ, সখীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
বলি সব, শুন বিবরণ।
কুসুমিকা বিন্ধ্যাবতী, ধনিষ্ঠাদি ব্রজসতী,
সখীগণ-মধ্যেতে গণন॥
শ্রীরূপ, রতি, কস্তুরী, শ্রীগুণ, মণিমঞ্জরী,
প্রভৃতি রাধিকা-নিত্যসখী।
প্রাণসখী বহু তাঁর', বাসন্তী, নায়িকা আর,
প্রধানা তাহার শশীমুখী॥
কুরঙ্গাক্ষী, মঞ্জুকেশী, সুমধ্যা, মদনালসী,
কমলা, মাধুরী, কামলতা।
কন্দর্পসুন্দরী আর, মাধবী, মালতী আর,
শশীকলা, রাধাসেবা-রতা॥

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, চম্পলতা,
ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সতী।
সুদেবীতি অষ্ট জন, পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ,
রাধাকৃষ্ণে সেবে একমতি ॥১৬॥

সখীর সাধারণ সেবা ঃ—

রাধাকৃষ্ণ গুণ গান, মিথাসক্তি সম্বর্দ্ধন,
উভয়াভিসার সম্পাদন।
কৃষ্ণে সখী-সমর্পণ, নর্ম্মবাক্য-আস্বাদন,
উভয়ের সুবেশ-রচন ॥
চিত্তভাব-উদ্‌ঘাটন, মিথচ্ছিদ্র সংগোপন,
প্রতীপ জনের সুবঞ্চন।
কুশল শিক্ষণ আর, সম্মিলন দু'জনার,
ব্যজনাদি বিবিধ সেবন ॥

উভয় কুশল ধ্যান, দোষে তিরস্কার দান,
পরস্পর সন্দেশ বহন।
রাধিকার দশা কালে, প্রাণরক্ষা সুকৌশলে,
সখী সাধারণ কার্য্য জান ॥
যেবা যে সখীর কার্য্য, বিশেষ বলিয়া ধার্য্য,
প্রদর্শিত হবে যথাস্থানে।
রূপানুগ ভজে যেবা, যে সখীর যেই সেবা,
তদনুগ সেই সেবা মানে ॥ ১৭ ॥

পঞ্চ সখী মধ্যে চার, নিত্য সিদ্ধ রাধিকার,
সে সকলে সাধন না কৈল।
সখী বলি উক্ত যেঁহ, সাধন প্রভাবে তেঁহ,
ব্রজরাজ পুরে বাস পাইল ॥
সেই সখী দ্বিপ্রকার, সাধনেতে সিদ্ধ আর,
সাধনপরা বলিয়া গণন।
সিদ্ধা বলি আখ্যা তাঁর, গোপী দেহ হইল যাঁর,
করি রাগে যুগল ভজন ॥

কৃষ্ণাকৃষ্ট মুনিজন, তথা উপনিষদ্‌গণ,
যে না লৈল গোপীর স্বরূপ।
সাধন আবেশে ভজে, সিদ্ধি তবু না উপজে,
ব্রজভাব প্রাপ্তি অপরূপ ॥
যে যে শ্রুতি মুনিগণ, গোপী হঞা সুভজন,
করিল সখীর পদ ধরি'।
নিত্যসখী-কৃপাবলে, তৎসালোক্যলাভ-ফলে,
সেবা করে শ্রীরাধা শ্রীহরি ॥
দেবীগণ সেই ভাবে, সখীর সালোক্য-লাভে,
কৃষ্ণ সেবা করে সখী হ'য়ে।
ব্রজের বিধান এহ, গোপী বিনা আর কেহ,
না পাইবে ব্রজযুবদ্বয়ে ॥ ১৮ ॥

সর্ব্ব সখীর পরস্পর ভাব :—

পরম চৈতন্য হরি, তাঁর শক্তি বনেশ্বরী,
পরাশক্তি বলি বেদে গায়।
শক্তিমানে সেবিবারে, শক্তি কায়ব্যূহ করে,
নানা শক্তি তাহে বাহিরায় ॥

আধার-শক্তিতে ধাম, আহ্বয় শক্তিতে নাম,
সন্ধিনী-শক্তিতে বস্তু জাত।
সম্বিৎ-শক্তিতে জ্ঞান, তটস্থে জীব বিধান,
হ্লাদিনীতে কৈল সখী-ব্রাত ॥
নিত্যসিদ্ধ সখী সব, হ্লাদিনীর সুবৈভব,
হ্লাদিনী-স্বরূপ মূল রাধা।
চন্দ্রাবলী আদি যত, শ্রীরাধার অনুগত,
কেহ নহে রাধা-প্রেমের বাধা ॥
প্রেমের বিচিত্র গতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সতী,
চন্দ্রা করে রাধা-প্রেম পুষ্ট।
সব সখীর একমন, নানাকারে নানা জন,
ব্রজযুবদ্বন্দ্বে করে তুষ্ট ॥ ১৯ ॥

ব্রজগত মধুর রতির উদ্দীপন :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তগত, গুণনাম সুচরিত,
মণ্ডল সম্বন্ধি তটস্থাদি।
ভাব যত অগণন, ঐ রসের উদ্দীপন,
হেতু বলি বলে রসবেদী ॥

মানস বাচিক পুনঃ, কায়িকাতে তিনগুণ,
নামকৃষ্ণ শ্রীরাধা-মাধব।
নৃত্য বংশীগানগতি, গোদোহন গো-আহুতি,
অঘোদ্ধার গোষ্ঠেতে তাণ্ডব ॥
মাল্যানুলেপন আর, বাস-ভূষা এই চার,
প্রকার মণ্ডন শোভাকর।
বংশী শৃঙ্গ বীণা-রব, গীতশিল্প সুসৌরভ,
পদাঙ্কভূষণ বাদ্যস্বর ॥
শিখিপুচ্ছ গাভি যষ্টি, বেণু শৃঙ্গ প্রেষ্ঠ-দৃষ্টি,
অদ্রি ধাতু নির্ম্মাল্য গোধূলি।
বৃন্দাবন তদাশ্রিতা, গোবর্দ্ধন রবিসুতা,
রাস আদি যত লীলাস্থলী ॥
খগ ভৃঙ্গ মৃগ কুঞ্জ, তুলসিকা লতাপুঞ্জ,
কর্ণিকার কদম্বাদি তরু।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি সব, বৃন্দারণ্য সুবৈভব,
উদ্দীপন করে রস চারু ॥

জ্যোৎস্না ঘন সৌদামিনী, শরৎপূর্ণ নিশামণি,
গন্ধবহ আর খগচয়।
তটস্থাখ্য উদ্দীপন, রসাস্বাদ-বিভাবন,
করে সব হইয়া সদয় ॥ ২০ ॥

অনুভাব ঃ—

বিভাবিত রতি যবে, ক্রিয়াপর হ'য়ে তবে,
অনুভাব হয় ত' উদিত।
চিত্তভাব উদ্‌ঘাটিয়া, করে বাহ্য সুবিক্রিয়া,
যখন যে হয় ত উচিত ॥
নৃত্যগীত বিলুণ্ঠন, ক্রোশন তনুমোটন,
হুঙ্কার জৃম্ভন ঘন শ্বাস।
লোকানপেক্ষিতামতি, লালাস্রাব ঘূর্ণা অতি,
হিক্কাদয় অট্ট অট্ট হাস ॥
গাত্রচিত্ত যত সব, অলঙ্কার সুবৈভব,
নিগদিত বিংশতিপ্রকার।
উদ্ভাস্বর নাম তার, ধম্মিল্য সংস্রণ আর,
ফুল্ল ঘ্রাণ নীব্যাদি বিকার ॥

বিলাপালাপ সংলাপ, প্রলাপ ও অনুলাপ,
অপলাপ সন্দেশাতিদেশ।
অপদেশ উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ,
বাচিকানুভাবের বিশেষ ॥ ২১ ॥

সাত্ত্বিকভাব ঃ—

স্থায়ী ভাবাবিষ্টচিত্ত, পাইয়া বিভাববিত্ত,
উদ্ভট ভাবেতে আপনায়।
প্রাণ বৃত্তে ন্যাস করে, প্রাণ সেই ন্যাসভরে,
দেহ প্রতি বিকৃতি চালায় ॥
বৈবর্ণ্য রোমাঞ্চ স্বেদ, স্তম্ভ কম্প স্বরভেদ,
প্রলয়াশ্রু—এ অষ্ট বিকার।
সঞ্চারী যে ভাবচয়, হর্ষামর্ষ আর ভয়,
বিষাদ বিস্ময়াদি তার ॥
প্রবৃত্তিকারণ হয়, লীলাকালে রসে লয়,
আপনে করায় অনুক্ষণ।
ধূমায়িতা উজ্জ্বলিতা, দীপ্তা আর সু-উদ্দীপ্তা,
এই চারি অবস্থা লক্ষণ ॥

যাঁর যেই অধিকার, সাত্ত্বিক বিকার তার,
সে লক্ষণে হয় ত' উদয়।
মহাভাব দশা যথা, সু-উদ্দীপ্তীভাব তথা,
অনায়াসে সুলক্ষিত হয় ॥ ২২ ॥

ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব ঃ—

নির্ব্বেদ বিষাদ মদ, দৈন্য গ্লানি শ্রমোন্মাদ,
গর্ব্বত্রাস শঙ্কা অপস্মৃতি।
আবেগ আলস্য ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, জড়তাদি,
ব্রীড়া অবহিত্থা আর স্মৃতি ॥
বিতর্ক চাপল্য মতি, চিন্তৌৎসুক্যহর্ষধৃতি,
উগ্রালস্য নিদ্রামর্ষ সুপ্তি।
বোধ হয় এই ভাবচয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সবে হয়,
ব্যভিচারি নামে লভে জ্ঞপ্তি ॥
অতুল্য মধুর রসে, উগ্রালস্য না পরশে,
আর সব ভাব যথাযথ।
উদি' ভাবাবেশ সুখে, স্থায়ীভাবের অভিমুখে,
বিশেষ আগ্রহে হয় রত ॥

রাগাঙ্গ সত্ত্ব আশ্রয়ে, রসযোগ সঞ্চারয়ে,
যেন স্থায়ী সাগরের ঢেউ।
নিজ কার্য্য সাধি' তূর্ণ, সাগর করিয়া পূর্ণ,
নিবে আর নাহি দেখে কেউ ॥ ২৩ ॥

ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ী ভাবের উত্তর দশা ঃ—

সাধারণী সমঞ্জসা, স্থায়ী লভে ভাব দশা,
কুব্জা আর মহিষী প্রমাণ।
একা ব্রজদেবীগণে, মহাভাব-সংঘটনে,
রূঢ় অধিরূঢ় সুবিধান ॥
নিমেষাসহ্যতা তায়, হৃন্মন্থনে খিন্ন প্রায়,
কল্পক্ষণ সৌখ্যে শঙ্কাকুল।
আত্মাবধি বিস্মরণ, ক্ষণ কল্প বিবেচন,
যোগে বা বিয়োগে সমতুল ॥
অধিরূঢ় ভাবে পুনঃ, দ্বিপ্রকার ভেদ শুন,
মোদন মাদন নামে খ্যাত।
বিশ্লেষ দশাতে পুনঃ, মোদন হয় মোহন,
দিব্যোন্মাদ তাহে হয় জাত ॥

দিব্যোন্মাদ দ্বিপ্রকার, চিত্রজল্পোদ্‌ঘূর্ণা আর,
চিত্রজল্প বহুবিধ তায়।
মোহনেতে শ্রীরাধার, মাদনাখ্য দশা সার,
নিত্যলীলাময়ী ভাব পায়॥
সাধারণী ধূমায়িতা, সমঞ্জসা সদা দীপ্তা,
রূঢ়ে তথোদ্দীপ্তা সমর্থায়।
সুদ্দীপ্তা শ্রীরাধাপ্রেম, যেন উজ্জ্বলিত হেম,
মোদনাদি ভাবে সদা তায়॥ ২৪॥

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদে দ্বিবিধ উজ্জ্বল রসের বিপ্রলম্ভঃ—

শ্রীউজ্জ্বল রসসার, স্বভাবতঃ দ্বিপ্রকার,
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ আখ্যান।
বিনা বিপ্রলম্ভাশ্রয়, সম্ভোগের পুষ্টি নয়,
তাই বিপ্রলম্ভের বিধান॥

পূর্ব্বরাগ তথা মান, প্রবাস বৈচিত্ত্যজ্ঞান,
বিপ্রলম্ভ চারি ত' প্রকার।
সঙ্গমের পূর্ব্বরীতি, লভে পূর্ব্বরাগ খ্যাতি,
দর্শনে শ্রবণে জন্ম তার ॥
অনুরক্ত দম্পতির, অভীষ্ট বিশ্লেষ স্থির,
দর্শন-বিরোধী ভাব মান।
সহেতু নির্হেতু মান, প্রণয়ের পরিণাম,
প্রণয়ের বিলাস প্রমাণ।
সামভেদ ক্রিয়াদানে, নত্যুপেক্ষা-সুবিধানে
সহেতু মানের উপশম।
দেশকাল বেণুরবে, নির্হেতুক মানোৎসবে
করে অতি শীঘ্র উপরম ॥
বিচ্ছেদ আশঙ্কা হৈতে, প্রেমের বৈচিত্ত্য চিত্তে
প্রেমের স্বভাবে উপজয়।
দেশ গ্রাম বনান্তরে, প্রিয় যে প্রয়াস করে,
প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভ হয় ॥ ২৫ ॥

সম্ভোগ ঃ—

দর্শন আশ্লেষান্বিত, আনুকূল্যে সেবাশ্রিত,
উল্লাসে আরূঢ় যেই ভাব।
যুবদ্বন্দ্ব হৃদি মাঝে, রসাকারে সুবিরাজে,
সম্ভোগাখ্যা তার হয় লাভ ॥
মুখ্য গৌণ দ্বিপ্রকার, সম্ভোগের সুবিস্তার,
তদুভয় চারিটী প্রকার।
সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ জান, সম্পন্ন সমৃদ্ধি মান,
পূর্ব্ব ভাবাবস্থা অনুসার ॥
পূর্ব্ব রাগান্তরে যাঁহা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ তাঁহা,
মানান্তরে সংকীর্ণ প্রমাণে।
ক্ষুদ্র প্রবাসাবসানে, সম্পন্ন সমৃদ্ধি মানে,
সুদূর প্রবাসে অবসানে ॥
সম্পন্ন দ্বিবিধ ভাব, আগতি ও প্রাদুর্ভাব,
মনোহর সম্ভোগ তাহায়।
স্বপ্নে ঐ সব ভাব, যবে হয় আবির্ভাব,
তবে গৌণ সম্ভোগ জানায় ॥ ২৬ ॥

সম্ভোগের প্রকার ঃ—

সন্দর্শন সংস্পর্শন, জল্প বর্ত্ম নিরোধন,
রাস বৃন্দাবন-লীলা ভূরি।
জলকেলি যমুনায়, নৌকাখেলা চৌর্য্যতায়,
ঘট্টলীলা কুঞ্জে লুকোচুরি ॥
মধুপান বধূবেশ, কপট নিদ্রা-আবেশ,
দ্যূতক্রীড়া বস্ত্র টানাটানি।
চুম্বাশ্লেষ নখার্পণ বিম্বাধর সুধাপান,
সম্প্রয়োগ আদি লীলা মানি ॥
সম্ভোগ প্রকার সব, সম্ভোগের মহোৎসব,
লীলা হয় সদা সুপেশল।
সেই লীলা অপরূপ, উজ্জ্বল রসের কূপ,
তাহে যার হয় কৌতূহল ॥
চিদ্বিলাস রসভরে, রতি ভাব দশা ধরে,
মহাভাব পর্য্যন্ত বাড়য়।
যে জীব সৌভাগ্যবান্ লীলাযোগে সুসন্ধান,
ব্রজে বসি' সতত করয় ॥ ২৭ ॥

উজ্জ্বলরসাশ্রিত লীলা ঃ—

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে, ব্রজতত্ত্ব নিত্য তৈছে,
লীলারস এক করি' জান।
কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস, সকলই কৃষ্ণের বশ,
বেদ ভাগবতে করে গান ॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব, তাঁর লীলা শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁর দূরস্থিতা দাসী।
জীব-প্রতি কৃপা করি' লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল অভিলাষী ॥
ব্রহ্মা শেষ শিব যাঁর অন্বেষিয়া বারবার.
তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে।
ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি, পরমাত্মার অংশী তিনি,
স্বয়ং ভগবান্ বলি যাঁরে ॥
সেই কৃষ্ণ দয়াময়, মূলতত্ত্ব সর্ব্বাশ্রয়,
অনন্তলীলার এক খনি।
নির্ব্বিশেষ-লীলাভরে, ব্রহ্মতা প্রকাশ করে,
স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি ॥

অংশে পরমাত্মা হ'য়ে, বদ্ধজীবগণে ল'য়ে,
কর্ম্মচক্রে লীলা করে কত।
দেবলোকে দেব সহ, উপেন্দ্রাদি হ'য়ে তেঁহ,
দেবলীলা করে কত শত ॥
পরব্যোমে নারায়ণ, হ'য়ে পালে দাসজন,
দেবদেব রাজ-রাজেশ্বর।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, ব্রজে নর পরিচয়,
নর-লীলা করিল বিস্তার ॥ ২৮ ॥

ব্রজলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা :—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, তার মধ্যে নরলীলা,
সর্ব্বোত্তম রসের আলয়।
এ রস গোলোকে নাই, তবে বল কোথা পাই,
ব্রজধাম তাহার নিলয় ॥
নিত্য লীলা দ্বিপ্রকার, সান্তর ও নিরন্তর,
যাহে মজে রসিকের মন।
জন্ম-বৃদ্ধি-দৈত্যনাশ, মথুরা-দ্বারকা-বাস,
নিত্যলীলা সান্তরে গণন ॥

দিবারাত্র অষ্টভাগে, ব্রজজন অনুরাগে,
করে কৃষ্ণ লীলা নিরন্তর।
তাহার বিরাম নাই, সেই নিত্যলীলা ভাই,
ব্রহ্মরুদ্রশেষ-অগোচর ॥
জ্ঞানযোগ কর যত, হয় তাহা দূরগত,
শুদ্ধ রাগ-নয়নে কেবল।
সে লীলা রক্ষিত হয়, পরানন্দ বিতরয়,
হয় ভক্তজীবন-সম্বল ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধি-লালসা

(১)

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি',
নানা লতা তরু তলে ॥ ১ ॥
(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২ ॥
(কবে) ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত বেশ ॥ ৩ ॥
(কবে) গৌর-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজ-বাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

(২)

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপী-ভাব হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥
নিজ সিদ্ধ দেহ, নিজ সিদ্ধ নাম,
নিজরূপ, স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ ॥ ৩ ॥
যামুন সলিল আহরণে গিয়া,
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে পাগলিনী প্রায়
গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

(৩)

হেন কালে কবে, বিলাস মঞ্জরী,
অনঙ্গ মঞ্জরী আর।
আমারে হেরিয়া, অতি কৃপা করি,'
বলিবে বচন সার ॥ ১ ॥
এস, এস, সখি ! শ্রীললিতা-গণে,
জানিব তোমারে আজ।
গৃহকথা ছাড়ি', রাধাকৃষ্ণ ভজ,
ত্যাজিয়া ধরম লাজ ॥ ২ ॥
সে মধুর বাণী, শুনিয়া এজন,
সে দুঁহার শ্রীচরণে।
আশ্রয় লইবে, দুঁহে কৃপা করি',
লইবে ললিতা-স্থানে ॥ ৩ ॥
ললিতা সুন্দরী, সদয় হইয়া,
করিবে আমারে দাসী।
স্বকুঞ্জ কুটীরে, দিবেন বসতি,
জানি' সেবা অভিলাষী ॥ ৪ ॥

(৪)

পাল্যদাসী করি', ললিতা সুন্দরী,
আমারে লইয়া কবে।
শ্রীরাধিকা-পদে, কালে মিলাইবে,
আজ্ঞা সেবা সমর্পিবে ॥ ১ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী, সঙ্গে যাব কবে,
রস-সেবা-শিক্ষা-তরে।
তদনুগা হ'য়ে, রাধাকুণ্ড-তটে,
রহিব হর্ষিতান্তরে ॥ ২ ॥
শ্রীবিশাখা-পদে, সঙ্গীত শিখিব,
কৃষ্ণলীলা-রসময়।
শ্রীরতি মঞ্জরী, শ্রীরস মঞ্জরী,
হইবে সবে সদয় ॥ ৩ ॥
পরম আনন্দে, সকলে মিলিয়া,
রাধিকা চরণে রব।
এই পরাকাষ্ঠা, সিদ্ধি কবে হবে,
পাব রাধা-পদাসব ॥ ৪ ॥

(৫)

চিন্তামণিময়, রাধাকুণ্ড-তট,
তাহে কুঞ্জ শত শত।
প্রবাল-বিদ্রুম- ময় তরুলতা,
মুক্তাফলে অবনত ॥ ১ ॥
স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ মনোহর,
তাহাতে কুটির শোভে।
বসিয়া তথায় গাব কৃষ্ণ নাম,
কবে কৃষ্ণদাস্য লোভে ॥ ২ ॥
এমন সময়, মুরলীর গান,
পশিবে এ দাসী-কাণে।
আনন্দে মাতিব, সকল ভুলিব,
শ্রীকৃষ্ণ-বংশীর গানে ॥ ৩ ॥
রাধে রাধে বলি' মুরলী ডাকিবে,
মদীয় ঈশ্বরী নাম।
শুনিয়া চমকি' উঠিবে এ দাসী,
কেমন করিবে প্রাণ ॥ ৪ ॥

(৬)

নির্জ্জন কুটিরে শ্রীরাধা-চরণ-
স্মরণে থাকিব রত।
শ্রীরূপ মঞ্জরী, ধীরে ধীরে আসি'
কহিবে আমায় কত ॥ ১ ॥
বলিবে ও' সখি, কি কর বসিয়া,
দেখহ বাহিরে আসি'।
যুগল মিলন- শোভা নিরুপম,
হইবে চরণ দাসী ॥ ২ ॥
স্বারসিকী সিদ্ধ ব্রজগোপী ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি ॥ ৩ ॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন লীলায়,
রাধাপদ সেবার্থিনী।
যখন যে সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধা চরণে ধনি ॥ ৪ ॥

(৭)

শ্রীরূপ মঞ্জরী কবে মধুর বচনে।
রাধাকুণ্ড-মহিমা বর্ণিবে সংগোপনে ॥ ১ ॥
এ চৌদ্দ ভুবনোপরি বৈকুণ্ঠ নিলয়।
তদপেক্ষা মথুরা পরম শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২ ॥
মাথুরমণ্ডলে রাসলীলা স্থান যথা।
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ অতি শুন মম কথা ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণলীলা-স্থল গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম সর্ব্বশক্তিধর ॥ ৪ ॥
রাধাকুণ্ড-মহিমা ত' করিয়া শ্রবণ।
লালায়িত হ'য়ে আমি পড়িব তখন ॥ ৫ ॥
সখীর চরণে কবে করিব আকুতি।
সখী কৃপা করি' দিবে স্বারসিকী স্থিতি ॥ ৬ ॥

(৮)

বরণে তড়িৎ, বাস তারাবলী,
কমল মঞ্জরী নাম।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত,
স্বানন্দসুখদধাম ॥ ১ ॥

শ্রীকর্পূর সেবা, ললিতার গণ,
রাধা যূথেশ্বরী হন।
মমেশ্বরী-নাথ, শ্রীনন্দনন্দন,
আমার পরাণ ধন ॥ ২ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতির সম,
যুগল সেবায় আশ।
অবশ্য সেরূপ, সেবা পাব আমি,
পরাকাষ্ঠা সুবিশ্বাস ॥ ৩ ॥
কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি' ॥ ৪ ॥

(৯)

বৃষভানুসুতা- চরণ সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥ ১ ॥

শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে,
কভু না হইব কামী ॥ ২ ॥
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে, সেবিব রাধার,
চরণ কলপতরু ॥ ৩ ॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি' যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে ॥ ৪ ॥

(১০)

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।
যুগল মিলন- সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি ॥ ১ ॥

রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার,
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয়॥ ২॥
এ হেন রাধার চরণযুগলে,
পরিচর্য্যা পাব কবে।
হাহা ব্রজজন, মোরে দয়া করি'
কবে ব্রজবনে ল'বে॥ ৩॥
বিলাস মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী,
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে,
দেহ মোর সিদ্ধি সার॥ ৪॥

গীত-সূচী

গীত			পৃষ্ঠাঙ্ক
ওহে প্রভু দয়াময়	...	...	৯
তোমার ঈক্ষণে হয়	...	...	১০
পরতত্ত্ব বিচক্ষণ	...	...	১১
জগতের বস্তু যত	...	...	১২
তুমি সর্ব্ব গুণ যুত	...	...	১৩
তোমার গম্ভীর মন	...	...	১৪
মায়াবদ্ধ যতক্ষণ	...	...	১৫
ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর	...	...	১৬
হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই	...	...	১৭
নিজ কর্ম্ম দোষ ফলে	...	...	১৮
অন্য আশা নাহি যার	..	...	১৯
তব পদ পঙ্কজিনী	...	...	২০
ভ্রমিতে সংসার বনে	...	...	২১
তোমার চরণ পদ্ম	...	...	২২
তবাঙ্ঘ্রি কমল দ্বয়	...	...	২৩
আমি সেই দুষ্ট মতি	...	...	২৪

গীত-সূচী

গীত			পৃষ্ঠাঙ্ক
আমি অপরাধি-জন	...	...	২৫
অবিবেক রূপ ঘন	...	...	২৬
অগ্রে এক নিবেদন	...	...	২৭
তোমা ছাড়ি আমি কভু	...	..	২৮
স্ত্রী-পুরুষ দেহ গত	...	...	২৯
বেদ-বিধি অনুসারে	...	...	৩০
তোমার যে শুদ্ধ ভক্ত	...	...	৩১
শুন হে মধু মথন	...	...	৩২
আমি নরপশু প্রায়	..	..	৩৩
তুমি জগতের পিতা	...	...	৩৪
আমিত চঞ্চল মতি	..	...	৩৫
আমি অতি দীন মতি	.	...	৩৭
প্রদোষ সময়ে	...	...	৪৯
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে	...	..	৫০
ধন জন দেহ গেহ	...	...	৫২
সবু মেলি বালক ভাগ	...	...	৫৩

গীত-সূচী

গীত			পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীবাস বচন	...	...	৫৪
প্রভুর বচন	...	...	৫৬
গোরাচান্দের আজ্ঞা পেয়ে	...	...	৫৭
পূর্ণ চিদানন্দ তুমি	..	..	৫৮
বাঁধিল মায়া	...	...	৬০
শ্রীবাসে কহেন প্রভু	...	...	৬২
শ্রীবাসের প্রতি	...	...	৬৩
মৃত শিশু লয়ে তবে	...	...	৬৫
নদীয়া নগরে গোরা চরিত	...	...	৬৬
শ্রীগুরু শ্রীগৌরচন্দ্র	...	...	৬৮
বহু জন্ম ভাগ্য বশে	...	...	৬৮
যোগ যাগ সব ছার	...	...	৬৯
ছাড়ি অন্য অভিলাষ	...	...	৭১
শ্রদ্ধাদেবী নাম যার	...	..	৭১
রূপানুগ তত্ত্বসার	...	...	৭৩
রসের আধার যিনি	...	...	৭৪

গীত-সূচী

গীত			পৃষ্ঠাঙ্ক
যেই রতি জন্মে যার	...	...	৭৫
মধুরের স্থায়ী ভাব	...	...	৭৬
রতি প্রেম স্নেহ মান	...	...	৭৭
রত্যাস্বাদ হেতু যত	...	...	৭৮
শ্রীনন্দনন্দন ধন	...	...	৭৯
সুরম্য মধুর স্মিত	...	...	৮০
সুরম্যাদি গুণ গণ	...	...	৮১
শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি'	...	...	৮২
নায়িকার শিরোমণি	...	...	৮৩
রাধাকৃষ্ণ গুণ গান	...	...	৮৪
পঞ্চ সখী মধ্যে চার	...	...	৮৫
পরম চৈতন্য হরি	...	...	৮৬
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-গত	...	...	৮৭
বিভাবিত রতি যবে	...	...	৮৯
স্থায়িভাবাবিষ্ট চিত্ত	...	...	৯০
নির্ব্বেদ বিষাদ মদ	...	...	৯১

গীত-সূচী

গীত			পৃষ্ঠাঙ্ক
সাধারণী সমঞ্জসা	...	...	৯২
শ্রী উজ্জ্বল রস সার	...	...	৯৩
দর্শন আশ্লেষান্বিত	..	...	৯৫
সন্দর্শন সংস্পর্শন	...	...	৯৬
রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে	...	...	৯৭
কৃষ্ণের যতেক খেলা	...	...	৯৮
কবে গৌর বনে	...	...	১০০
দেখিতে দেখিতে	...	...	১০১
হেন কালে কবে	...	...	১০২
পাল্য দাসী করি'	...	...	১০৩
চিন্তামণিময় রাধাকুণ্ড তট	...	..	১০৪
নির্জ্জন কুটিরে	...	...	১০৫
শ্রীরূপ মঞ্জরী কবে	...	...	১০৬
বরণে তড়িৎ	...	...	১০৬
বৃষভানু-সুতা-চরণ	...	...	১০৭
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে	...	..	১০৮

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধক কণ্ঠমালা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের আনুগত্যে সম্পাদিত গ্রন্থের

নূতন সংস্করণ

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা (২৬) হইতে
শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

"মহাজনের যেইপথ, তাতে হবে অনুগত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধনস্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায় মনে করিয়া সুসার" ॥

ঠাকুর নরোত্তম

প্রিণ্টার শ্রীচণ্ডীচরণ সেন কর্ত্তৃক পি. বি. প্রেস, হইতে
মুদ্রিত ৩২ই ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর
কলিকাতা ২০

প্রকাশকের-নিবেদন

জগতে সমস্ত দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে তিনটী পদার্থই লক্ষ্য করা যায়। পদার্থ তিনটীর নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই তাহারা জড়। যাহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে তাহারা চেতন। এই চেতন জাতীয় পদার্থের বিচার ও ইচ্ছা উভয়-শক্তিই আছে। তন্মধ্যে মনুষ্যের যেরূপ বিচার-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি আছে, তদ্রূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। এইজন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। পুরাণোক্ত বাক্যেও জানা যায় যে ৮০ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর পূর্ণ বিকচিত চেতন, বিকচিত

চেতন ও মুকুলিত চেতন তটস্থশক্তিতত্ত্ব জীবগণ অনাদি বহির্ম্মুখতা ও স্বাধীনতা সহ শ্রেষ্ঠ ও দুর্ল্লভ নরদেহরূপ মনুষ্য জন্ম লাভ করেন। বহির্ম্মুখত্ব হেতু জীব স্বরূপগত স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্য ভগবদ্-বিস্মৃতি হেতু জীবের অবিদ্যা বন্ধন হয়। এই বিস্মৃতি যত গাঢ় হয় ততই চেতন-বিশিষ্ট জীবের জড় দুঃখাবস্থা প্রাপ্তি গাঢ় হইয়া চেতন ধর্ম্ম আবৃত হয়, এবং সে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অবিদ্যা বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণকৃপা, সাধুকৃপা ও পূর্ব্ব সাধনফল বা সুকৃতি। এই তিন কার্য্য দ্বারাই জীবের সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ তাহার নৈতিক জীবন, সভ্যজীবন ও ভক্তজীবন সমুদিত হয়। শ্রীপাদ কবিরাজ

গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

সর্ব্ববেদান্তের সার সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বাক্য হইতে জানা যায় যে ভগবানের তুষ্টি সাধন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, এবং ভগবদ্ আনুগত্যরূপ বৃত্তিটীই দাস্যস্বরূপ। অতএব কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন আমাপেক্ষা আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বসময় আমার (ভগবানের) সেবা

করেন, তাঁহারা ভক্ত বা বৈষ্ণব। ভগবান্ বৈষ্ণবদিগকে আত্মসম করিয়া ইঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন বলিয়া বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত। এইজন্য দেবতারাও ইঁহাদিগকে চিনিতে শক্তি ধরেন না। বৈষ্ণবগণের উদিত শক্তিক্রমে অন্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু অতীব সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কি উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে শ্রবণ করাও। ইহার উত্তরে শিশু প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে "শ্রবণং কীর্ত্তনম্ বিষ্ণোঃ স্মরণম্ পাদসেবনম্ অর্চ্চনম্, বন্দনম্, দাস্যম্ সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা

ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্”। অতএব সর্ব্বপ্রথম শ্রবণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ইহাই স্মরণ করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট কলিহত জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অনাদি বহির্ম্মুখ জীবগণকে অবিদ্যা-বন্ধন হইতে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাদের নিজস্ব প্রার্থনা, বন্দনা, স্মরণ, দৈন্য, প্রপত্তি, বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি ভজন সমূহ তারস্বরে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই শুদ্ধ কীর্ত্তন ও ভজন কথাসমূহ যদি কোন প্রকারে কোন ভাগ্যবান্ জীবের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে তাহা হইলে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাভারে আক্রান্ত জীবকুল অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত, অন্যাভিলাষ শূন্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম সমূহ দ্বারা অনাবৃত হইয়া ভগবৎ সেবোন্মুখ বৃত্তিতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-

গিরিধারীর সুষ্ঠুভাবে সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টান্বিত হন।

পরমার্থ তত্ত্ব আলোচনায় সকল লোকেরই অধিকার আছে। কিন্তু আলোচকগণের অবস্থা-ক্রমে তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা "যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চবুদ্ধেঃ পরংগতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥ (ভাগবতম্)

যাঁহাদের স্বাধীন বিচার শক্তির উদয় হয় নাই তাঁহারা কোমল শ্রদ্ধ বা কনিষ্ঠ। যাঁহারা বিশ্বসনীয় বিষয়ে যুক্তি যোগ করিতে গিয়া পারংগত হইতে পারেন না তাঁহারা মধ্যম। যাঁহারা অর্থ সকল দ্বারা স্বাধীন চেষ্টাক্রমে পরমার্থ সাধনে সক্ষম, তাঁহারাই উত্তম। এই ত্রিবিধ আলোচকদিগের মধ্যে ভক্তি-

গ্রন্থের অধিকারী সকলেই। কনিষ্ঠের বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন গতি নাই। শাস্ত্রকার যাহা বলিয়াছেন তাহা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া না মানিলে তাহাদের অধোগতি হইয়া পড়ে। ইহারা স্থূলার্থের অধিকারী। সূক্ষ্মার্থের বিচারের অধিকারী না হওয়ায় বিশ্বাসের আশ্রয়ে আত্মোন্নতির যত্ন পাওয়া ছাড়া অন্য গতি নাই। মধ্যম অধিকারের আলোচক বিশ্বাসের সহিত যুক্তির অবতারণা করেন, অথচ সম্যক্ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। তিনি উত্তম অধিকারীর সঙ্গদ্বারা নিজ সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বাসের দৃঢ়তা লাভপূর্ব্বক পারংগত হইবেন। আর উত্তম অধিকারী সূক্ষ্মার্থের বিচারশীল, তাঁহাতে সংসারের অধিকার নাই। অতএব তিনি সম্যক্ পারংগত।

মানবের কণ্ঠ অত্যন্ত প্রিয় স্থান। বিশেষতঃ সাধকগণের কণ্ঠে গোবিন্দের মন্দির বিরাজিত। এই গোবিন্দমন্দির সুন্দর সুন্দর পুষ্পমালিকা দ্বারা সুশোভিত করিলে বড়ই মনোরম দৃশ্য ধারণ করে। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মাদৃশ বরাক বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশায় সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের ভজন ও কীর্ত্তনসমূহ রোমন্থনকারীর ন্যায় রস আস্বাদনের জন্য সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "ভজন লালসা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি" শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের "বৈষ্ণব'কে ইত্যাদি" এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" এবং শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর "মনঃশিক্ষা ও স্বনিয়ম দশকম্ ইত্যাদি" গীতি সমূহ একত্রে সমাবেশপূর্ব্বক পুনঃ

মুদ্রণ করিয়া সাধকদিগের করকমলে অর্পণ করিলাম।

সাধক কণ্ঠমালার বর্ত্তমান সংস্করণে মঙ্গলাচরণ, গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ. শ্রীনামহট্ট, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর-নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তানুরূপ বাউল সঙ্গীত (প্রাকৃত বাউল ও অপ্রাকৃত বাউল বা বাতুলের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাহাই গীতাকারে প্রকাশিত), শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, গদ্য ও পদ্যানুবাদ সহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষা ও সানুবাদ স্বনিয়ম-দশকম্, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ও অন্যান্য মহাজনের মনঃশিক্ষা শ্রীজয়দেব গোস্বামীর দশাবতার স্তোত্র, শ্রীবিদ্যা-পতির পদাবলী হইতে নির্ব্বেদ ও কৃপা

প্রার্থনাসূচক পদ্যাদি প্রমুখ বৈধ ও রাগমার্গীয় সাধক-জীবনের বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য ও নিত্যানুশীলনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অনুশীলন সৌকর্য্যার্থ গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের একটি বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া হইল। এক্ষণে সাধকগণের বিভূষণ স্বরূপ হইয়া ইহা **"সাধককণ্ঠমালা"** নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। শুনিয়াছি বৈষ্ণবগণ অদোষদরশী সর্ব্বদাই সারগ্রাহী বলিয়া আমার অশেষ ত্রুটি ও বিচ্যুতি এবং ভুল ও ভ্রান্তি সমূহ সীমা অতিক্রম করিলেও সমস্তই তাঁহারা নিজগুণে ক্ষমাপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংশোধন করিয়া আমাকেও সংশোধিত করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীল ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ
—তিরোভাব-তিথি
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
১৫বামন-৪৬৪ গৌরাব্দ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাকণা-প্রার্থী
শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গলাচরণ	১
শ্রীগুরু প্রণাম (অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য)	১
শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা	২
„ নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায়	
„ নমো গৌরকিশোরায়	২
„ নমো ভক্তিবিনোদায়	৩
„ গৌরাবির্ভাবভূমেস্তং	৩
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম—বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ	৩
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম—নমো মহাবদান্যায়	৩
„ পঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম—শ্রীপঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং	৪
শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম—হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো	৪
„ সম্বন্ধাধিদেবের-প্রণাম	৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
„ জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম	৪
অভিধেয়াধিদেবের প্রণাম—দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ	৪
প্রয়োজনাধিদেবের প্রণাম—শ্রীমন্ রাসরসারম্ভী	৫
শ্রীরাধার-প্রণাম—তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে	৫
শ্রীতুলসী-প্রণাম—বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ	৫
শ্রীগুরু পরম্পরা (বাঙ্গালা)	৬
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত গুর্ব্বষ্টক	৮
„ সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-	৯
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা	১২
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ	৩৬
শ্রীনাম হট্ট	৩৮
দালালের গীত	৪৬
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শত নাম	৪৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম	৫২
শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
„ দৈন্য ও প্রপত্তি	৬৯
প্রেমধ্বনি	৭১
বাউল-সঙ্গীত	৭৪
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা	
লালসাময়ী	৮৪
সংপ্রার্থনাত্মিকা	৮৫
দৈন্যবোধিকা	৮৬
দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা	৯২
স্বাভীষ্ট লালসা	৯৩
পুনঃ স্বাভীষ্ট-লালসা	১০১
লালসা	১০২
সাধকদেহোচিত লালসা	১০৯
সাধকদেহোচিত-শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা	১১০
সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা	১১৫
মাথুরবিরহোচিত দর্শন-লালসা	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বনিষ্ঠা	১২১
নিত্যনন্দ-নিষ্ঠা	১২২
গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা	১২৩
সাবরণ-গৌরমহিমা	১২৪
পুনঃ প্রার্থনা	১২৫
সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত-বিলাপঃ	১২৬
আক্ষেপ	১২৭
বৈষ্ণব মহিমা	১২৯
বৈষ্ণবে-বিজ্ঞপ্তি	১৩০
রূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ	১৩৩
সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তি	১৩৪
সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ	১৩৫
কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ	১৩৮
শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	
১। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য,	১৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং	১৪০
৩। অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ	১৪০
শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্ত—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং	১৪৩
শ্রীনাথে জানকীনাথে	১৪৭
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং	১৫৫
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য	১৫৫
শ্রীদাসগোস্বামিনা মনঃশিক্ষা	১৭৩
মনঃশিক্ষা বাঙ্গালা গীত (ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ)	১৭৫
বৈষ্ণব কে ?—শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী	১৯৮
কীর্ত্তন-	২০৩
শ্রীনাম মাহাত্ম্য—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)	২০৫
শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ (প্রশ্নোত্তর)	২০৭
নিত্যানন্দ-গুণবর্ণনা	২০৯
গৌর-নিত্যানন্দের দয়া	২০৯
নির্ব্বেদ ও কৃপাপ্রার্থনা	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশাবতার স্তোত্র	২১২
উক্তানেবাবতারান্ পুনঃ সংক্ষেপেণ কীর্ত্তয়তি	২১৪
শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা	২১৫
পরমগুর্ব্বষ্টকম্	২১৫
শ্রীদাস-গোস্বামিনঃ স্বনিয়মদশকম্	২১৮

গীতসূচী

অ

অন্তর্দ্বীপ-শশধর	৪৯
অপরাধ শূন্য হয়ে	৪০
অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ	৫০
অন্য অভিলাষ ছাড়ি'	১৪৩
অবতার সার	২০৩
অরুণ-কমলদলে	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থকে 'অনর্থ' জান	১৯৫
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিষ্ফল	২০৮
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান	২০৮
আ	
'আনকথা আনব্যথা	১৫০
আনকথা না শুনিব	১৬৭
আমি তোমার দুখের দুখী	৭৪
আর কি এমন দশা	১১৫
আরে ভাই, ভজ মোর	১২৩
আসল কথা বল্‌তে কি	৭৫
আজি রসে বাদর নিশি	১৩৯
উ	
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান	২০৮
এ	
এও ত এক কলির চেলা	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই নব-দাসী বলি'	১০৪
এইবার করুণা কর	১৩১
এইবার পাইলে দেখা	১১৭
ক	
কৃষ্ণের সংসার কর	৪০
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্	২০৮
কৃষ্ণনাম-গুণলীলা-প্রধান স্মরণ	২০৮
কদম্ব-তরুর ডাল	১১৯
কাহার-স্মরণ জীব করিবে	২০৮
কপটতা হৈলে দূর	১৮৬
কবে কৃষ্ণ ধন পাব	১১৬
করঙ্গ কৌপীন লঞা	১১৩
কাম-ক্রোধ-আদি করি	১৮৪
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ	১৮২
কিরূপে পাইব সেবা	১৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুসুমিত বৃন্দাবনে	৯৯
কৃষ্ণনাম ধরে কত বল	২০৫
কৃষ্ণ প্রেম যাঁর, সেই	২০৭
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো	২০৭
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের	২০৭
কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন	১৮০
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার	২০৭
কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ	৬
কেন ভেকের প্রয়াস ?	৮২
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ	২০৭
গ	
গুরুদেবে ব্রজবনে	১৭৫
গোবর্দ্ধন গিরিবর	৯৫
গোরা গোসাঞি পতিত পাবন	২৮
গোরা পঁহু না ভজিয়া	১২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে	৮৪
গৌরাঙ্গের দুটি পদ	১২৪
গান মধ্যে কোন্ গান	২০৭
ঘ	
ঘরে ব'সে বাউল	৮০
জ	
জগন্নাথসুত মহাপ্রভু	৪৮
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	৬১,১০৮
জয় জয় গোবিন্দ	৫২
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ	৬৬
ঠ	
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ	১৩০
ঠাকুর বৈষ্ণবপদ	১২৯
ত	
তাতল সৈকতে	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুমি ত দয়ার সিন্ধু	১৪৮
দ	
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ	২০৭
দুষ্ট মন, তুমি	১৯৮
দেবলোক পিতৃলোক	১৪৭
ধ	
ধন মোর নিত্যানন্দ	১২১
ধন্য অবতার গোরা	১৪
ধর্ম্মপথে থাকি, কর	৭৫
'ধর্ম্ম' বলি বেদে যারে	১৭৭
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য	২০৮
ন	
নদীয়া গোদ্রুমে (শ্রীনামহট্ট)	৩৮
নিতাই গুণমণি আমার	২০৯
নিতাই-পদ-কমল	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প	
পরম করুণ	২০৯
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা	২০৭
প্রভু হে এইবার	১৩৮
প্রাণ গোরাচাঁদ মোর (শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দন	১২
প্রাণেশ্বর ! নিবেদন	৮৯
প্রাণেশ্বরি এইবার ?	১৩৫
প্রেমধ্বনি	৭১
প্রেম্‌সে কহো	৭২
ব	
বচনের অগোচর	১৬৩
বড় সুখের খবর গাই (দালালের গীত)	৪৬
বলান্ বৈরাগীঠাকুর	৮১
'বাউল বাউল' বল্‌ছে সবে	৭৬
বিদ্যার্থি-উড়ুপ	৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃন্দাবনবাসী যত (শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ)	৩৬
বৃন্দাবন রম্যস্থান	১১৮
বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি	৫১
বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদী	৫০
ব্রজধাম নিত্যধন	১৭৩
ব্রজবন-সুধাকর	১৮৯
ব্রজভূমি চিন্তামণি	১৮৭
ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে	১৯৩
ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন	৭০
ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ (শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা)	১৯
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি ?	২০৮

ম

(মন আমার) হুসার থেকো	৭৮
মনের মালা জপ্‌বি	৭৯

ভ

মানুষ-ভজন করছো ৭৭
মৃগমদ-চন্দন ১২০
মুক্তমধ্যে কোন্‌জীব 'মুক্ত' ২০৭

য

যুগলচরণ প্রতি ১৫৫
যে আনিল প্রেমধন ১২৬

র

রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুল ২০৮
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন ২০৮
রাগাবেশে ব্রজধাম ১৭৯
রাগের ভজন পথ, ১৫২
রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, ১৬১
রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন ৮৫
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর ১৩৪
রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি ১৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা	২০৭
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর	২০৭
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি	২০৭
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান।	২০৮
ল	
লোকনাথ প্রভু। তুমি	১০৬
শ	
শ্রদ্ধাবান্ জন হে (নাম হট্ট)	৩৯
শুনিয়াছি সাধুমুখে	১০৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু	১২৫
শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম	১৪০
শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি	১০৫
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?	২০৮
শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ	১০২
শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ	২০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি, যাঁহা	২০৮
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম	২০৮
স	
সর্ব্ব ত্যাজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস	২০৮
স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি	২০৮
সম্পত্তির মধ্যে জীবের	২০৭
সৌন্দর্য্য-কিরণমালা	১৯১
সংসার-দাবানল-লীঢ়লোক	৯
হ	
হ'য়ে বিষয়ে আবেশ	৮৩.
হরি হরয়ে নমঃ	৬৮
হরি হরি, আর কবে	১১১
হরি হরি !, আর কি	৯৬-৯৮-১১০
হরি হরি ! কবে মোর	৯৪-১০১-১০৯
হরি হরি, কবে হব	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
হরি হরি, কবে হেন	১০৭
হরি হরি ! কি মোর	৮৬-৯২-১২৮
হরি হরি ! কৃপা করি	৯০
হরি হরি ! বড় শেল	৯১
হরি হরি ! বিফলে	৮৮
হরি হরি ! হেন দিন	৯৩
হরি হে দয়াল মোর	৬৯
হা হা প্রভু ! কর দয়া	১০৭
হা হা প্রভু লোকনাথ	১০৫

শ্লোক সূচী—

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য	১,-১৪০
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ	১৪০
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং	১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা	১৮০
অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ	১৮১
অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ	১৮৩
অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতি মৃদুর্ব্ব	২২০
অনাদৃত্যোদ্গীতামপি	২২১
অজান্তে-রাধেতি স্ফুরদভিধয়া	২২২
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য	১৫৫
কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়মশংসিস্তবমিমং	২২৪
গতোন্মাদৈরাধা স্ফুরতি	২২০
গৌরাবির্ভাবভূমেস্তং	৩
গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু	১৭৮
গুরোমন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর	২১৮
চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ প্রসাদ	১০
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্ম	৪
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি	৫
দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ	৪
ধেয়ং সদাপরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং	২১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায়	২
নমো গৌরকিশোরায়	২
নমো ভক্তিবিনোদায়	৩
নমো মহাবদান্যায়	৩
নিকুঞ্জ যুনোরতিকেলিসিদ্ধে	১১
ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং	১৭৬
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু	২১৮
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং	৪
প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচরমণী	১৮৫
প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি	২১২
পরিত্যক্তঃ প্রেয়ো	২২২
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ	১
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ	৩
বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ	৫
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি	২১৪
ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাশনবসন পত্রাদিভিরহং	২২৩
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত	৯
মদীশানাথত্বে ব্রজ বিপিনচন্দ্রং	১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনঃ শিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া	১৯৪
যথা তুষ্টত্বং মে দবয়তি	১৮৭
যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো	১১
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি	১৭৮
রতিং গৌরী—লীলেঅপি	১৯০
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো	৪
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী	৫
শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য নানা	৯
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার	১০
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং	১৪০
শ্রীনাথে জানকী-নাথে	১৪৭
শ্রীগৌড়ধামাশ্রিত শুদ্ধভক্তং	২১৫
সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক	৯
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন	১১
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং	১৫৫
সমং শ্রীরূপেন স্মর	১৯২
সদা রাধাকৃষ্ণাচ্ছলদতুল	২১৯
স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মী ব্রজবিজয়ী লক্ষ্মী	২২৩

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধক কণ্ঠমালা

মঙ্গলাচরণ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীগুরুপ্রণাম—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা—

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

——

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ।

——

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

সম্বন্ধাধিদেবের-প্রণাম—

জয়তাং স্থরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।

অভিধেয়াধিদেবের-প্রণাম—

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

প্রয়োজনাধিদেবের প্রণাম—

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

শ্রীরাধা-প্রণাম—

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

শ্রীতুলসী-প্রণাম—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

———

শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।

নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি॥

নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।

অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ-নামে পরিচয়
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥

তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।

তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়
পরম্পরা জান ভালমতে॥

জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম-যতি
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌর মহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

———

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত

গুর্ব্বষ্টক

(১)

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(২)

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(৩)

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ

যুক্তস্য-ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি,
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(৪)

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।

(৫)

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(৬)

নিকুঞ্জযুনোরতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(৭)

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(৮)

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ জন হঙ শিশু অল্পমতি ॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বন্দোঁ শচী জগন্নাথমিশ্রপুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর ॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য ॥ ১ ॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন-অবতার ধন্য ধন্য ॥
বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ২ আর বিষ্ণুপ্রিয়া ৩।
গদাধর পণ্ডিতগোসাঞি বন্দনা করিয়া ॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুতচরিত ॥

---

১ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।

২ লক্ষ্মীঠাকুরাণী—মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী।

৩ বিষ্ণুপ্রিয়া—দ্বিতীয়া পত্নী।

দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীনিত্যানন্দ।
যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবা ১ বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী॥
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি ২ বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁ'র আচরণে॥

ভাট্যালি রাগ

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিশিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি॥ ধ্রু॥

---

১ বসুধা ও জাহ্নবা দুই ভগিনী নিত্যানন্দ-শক্তি।
২ শ্রীবীরভদ্র—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ঈশ্বরী বসুধা-গর্ভজাত

সাবধানে বন্দোঁ আগে মাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরি ॥
আচার্য্য গোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবনভিতর ॥
সীতা ঠাকুরাণী ১ বন্দোঁ হঞা একমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাঁহার নন্দন ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি।
যাঁর নাম ল'য়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি ॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ-খেয়াতি যাঁর ভুবনবিদিত ॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী ॥

---

১ সীতাদেবী—অদ্বৈতপ্রভুর ঈশ্বরী।

শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে করিলা আপনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্তপ্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগতবিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতিপাঠে যেঁহ ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারিগুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনূমন্ত॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্রসুশীতল।
আচার্য্যরত্ন বলি' যাঁর খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥

শ্রীগোবিন্দদাস বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥
বন্দোঁ মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দিব শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত-খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি ॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর ॥

নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দোঁ ভিক্ষু বণমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥
হলায়ুধঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'।
শচী ঠাকুরাণী যাঁ'রে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥

বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যাঁর সাথ ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ'সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ ॥

সুহই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর ॥ ধ্রু ॥
গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে ॥

কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনি মুনি।
প্রভু যাঁ'রে নিজগুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরাধার গণ॥
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদরস্বরূপ বন্দোঁ ললিতার ভাব॥
নরসিংহতীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহপুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
"বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন॥
ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী॥

বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবনভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীবগোসাঞি * বন্দোঁ সভার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব-গোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী॥
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবনমাঝে।
সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথভট্ট গোসাঞি বন্দিব একচিতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে॥

লোকনাথ ঠাকুর বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
জীব নিস্তারিতে যাঁর করুণা প্রচুর॥
কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥
শুদ্ধা সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সত্যভামা।
মহাপ্রভু কৈল যারে পীরিতি পরমা॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটী-গ্রামে যাঁ'র প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদবিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥

কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁ'রে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞান করি॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্যশরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজঃ গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব সুগ্রীবমিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি'মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধরদাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ—বাহ্য নাহি জানে

প্রেমময় তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি-প্রাণ-ধন যাঁর গোরাপদদ্বন্দ্ব ॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর ॥
বন্দিব মুকুন্দদাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি'হইলা মূর্চ্ছিত ॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরিদাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গবিলাস ॥
মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন ॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয় ॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র ॥

আকাইহাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর ॥
শ্রীগোবিন্দঘোষ বন্দিব সাবধানে।
যাঁ'র নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে ॥
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁ'রে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান ॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনু যাঁ'র অন্য নাহি জ্ঞানে ॥
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি' ধরে ॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে ॥

বংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে।
গদাধর দাস করিলা বংশী অবতারে ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম ॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন-নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া ॥
গদাধরদাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইলা সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গা-জলে।
অভিষেক, সর্ব্বজ্ঞতা যাঁ'র শিশুকালে ॥

করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁ'র কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা-বিদ্যমানে ॥
যাঁ'র নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণবসকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁ'র কলেবর ॥
কালিয়া-কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী ॥
কমলাকর পিপ্পলাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র, দেহ বাঁশী ॥
রত্নাকরসুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া-বসতি যাঁ'র দিব্য তেজোধাম ॥
উদ্ধারণদত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দসঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্যগোসাঞিরে নিল উৎকলনগরী ॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্যগোসাঞির স্থান ॥
বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন ॥

বড়ারী রাগ

গোরা গোসাঞি পতিতপাবন অবতার।
তোমার করুণায় সর্ব্বজীবের উদ্ধার ॥ ধ্রু ॥
কবিরাজ মিশ্র বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামাল ।
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব

প্রতাপরুদ্র রায় বন্দোঁ ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্‌ভুজ-আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজহরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥
যাঁ'র গান শুনি' প্রভুর অধিক উল্লাস।
তাঁ'র ভাই বন্দোঁ শ্রীবনমালি দাস॥
সখী ভেক ত্যজি কৈল গোপীপদ আশ।
কহনে না যায় তাঁ'র প্রেমের প্রকাশ॥
কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁ'র॥
বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁ'র বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীতপণ্ডিত।
যাঁ'র গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥

বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র-শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহাতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁ'র নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁ'র বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে।
বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তমনাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু-কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥

জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধমন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত সংসার।
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই কন্যা যঁার॥
মুরারি চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁ'র প্রহ্লাদ-সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক-রাম-সাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব॥
সঙ্গীতকারক বন্দোঁ বলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁ'র একান্ত বিশ্বাস॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্যবিনোদী॥

নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবনদাস।
*'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহ করিলা প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমান্দ অবধূত বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর উন্মত্ত—বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুরচরিত॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ॥

---

* পরে এই পুস্তকের নাম 'চৈতন্য-ভাগবত' রাখা হয়। শ্রীলোচনদাসের রচিত গ্রন্থ 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামে অভিহিত হয়।

বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত ॥
বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস-নাম।
প্রভুর পালনে যাঁ'র দিব্য তেজোধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত ভাষ্য 'পুরুষমঙ্গল' ॥
গৌরীদাস-পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্রদাস ॥
শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ অকিঞ্চনরীতি।
ডঙ্কের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পীরিতি ॥
পরম আনন্দে বন্দোঁ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
দেবেহ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি॥
সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণবঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনে মধুর॥
শরণ লইলুঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে।
সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে, শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥

দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে॥
ইতি শ্রীদেবকীনন্দন-দাস-বিরচিতা
বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সভার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধ বাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥

মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি ॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস ॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে ॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দনদাস এই লোভে কয় ॥

———

শ্রীনামহট্ট

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥

---

[১] 'নদীয়া'—নয়টী দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে'—উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছা। 'নিত্যানন্দ মহাজন'—শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞাটহল নহে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥ ২ ॥

---

[২] টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—হে শ্রদ্ধাবান্ জন, আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার একমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করতঃ কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন। নামাভাস দুইপ্রকার ;—ছায়ানামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থসাধক 'নাম' হয়। যে হেতু, তাহাতে একটুকু অজ্ঞান-তম থাকিলেও ভক্তি-প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষ-বাসনার গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনাম-গানে সমর্থ হন।

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥ ৩ ॥

তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তিমুক্তি-ফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাঁহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ-নামচিন্তামণি লাভ করিতে পারেন না। কেন না, ভোগমোক্ষ-সম্বন্ধী ভক্তিপ্রতিকূল-বাসনা তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান্ জন, নামাভাস ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকারভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব

শিক্ষা করতঃ জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ-চরিত্র অনুসরণপূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে উচিত গুরু-কৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

[৩] অপরাধ—দশটী। (১) বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণবনিন্দা। (২) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদ-জ্ঞান বা অনেক ঈশ্বর-জ্ঞান-জনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু ভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে ও গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা। শ্রুতিশাস্ত্র—বেদ, তদনুগ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদ্গীতা শাস্ত্র, তন্মীমাংসা-দর্শনরূপ

ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত তন্ত্রসকল এবং তত্তৎশাস্ত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজনকৃত ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্র-লিখিত নামমাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্ব্বপাপ-সমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগমোক্ষরূপ ফলের আশা করেন, তিনি নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না—এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না। কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য নাম-মাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ

করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনাম-গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন ও জড়সম্পত্তিতে স্বকীয় বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে, যেহেতু তিনি সাধ্য সাধনের চিন্ময়ত্বজ্ঞান হইতে নিতান্ত বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন, এই দশাপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য ও জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥ ৪ ॥

[৪] হে শ্রদ্ধাবান্ জীব, তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষজনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও অথবা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাবমিশ্রিত বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতা-শূন্য-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূল লিঙ্গ দেহদ্বয় ভঙ্গ করতঃ তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা,

কুটীনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নাম-কৃপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধ-স্বরূপগত নয়নের গোচরীভূত হইবেন। অল্প দিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।

সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই॥

বড় মজার কথা তায়।

শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥

যত ভক্তবৃন্দ বসি'।

অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'॥

যদি নাম কিন্‌বে ভাই।

আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই॥

তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।

দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হবে কাম॥

বড় দয়াল নিত্যানন্দ।

শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ॥

একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।

গৌর-বলে নিতাই দেন সকল সম্বল॥

দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল॥
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে ॥ ধ্রু ॥

(১)

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
মায়াপুরশশী নবদ্বীপসুধাকর ॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাই-সুন্দর ।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥
নামানন্দ-চপল বালক মাতৃভক্ত ।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ॥

(২)

বিদ্যার্থি-উড়ুপ, চৌরদ্বয়ের মোহন ।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব, গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন ॥
লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা, উদ্ধত বালক ।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র-শোক-নিবারক ॥
লক্ষ্মীপতি, পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর ।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর ॥

আর্য্যধর্ম্ম-পাল পিতৃ-গয়াপিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়-পাতা॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নামসংকীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক॥
অদ্বৈত-বান্ধব, শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দপ্রাণ, গদাধরের জীবন॥

(৩)

অন্তর্দ্বীপশশধর, সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুম-বিহারী, মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়॥
কোলদ্বীপ-পতি, ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন।
জগাই মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ততারণ॥
নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ॥

নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধমপড়ুয়া-দণ্ডী ভক্ত-দোষ-হন্তা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন॥

(৪)

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শন-সুখী-যতি॥
নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয়॥
পুরট-সুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা॥

(৫)

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্রনর্ত্তক।
গজপতি-ত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক॥

কুলিয়া-প্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপসনাতনবন্ধু সর্ব্বজীব-প্রাণ ॥

(৬)

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী।
কাশীবাসিসন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা ॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন ॥
নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গা পায় রে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা-মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব রাখি' আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম 'নন্দের নন্দন'।
যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছাধন'॥
উপানন্দ নাম রাখে 'সুন্দর-গোপাল'।
ব্রজবালক নাম রাখে 'ঠাকুর রাখাল'॥
সুবল রাখিল নাম 'ঠাকুর কানাই'
শ্রীদাম রাখিল নাম 'রাখালরাজা-ভাই'
'ননীচোরা' নাম রাখে যতেক গোপিনী।
'কালসোণা' নাম রাখে রাধা বিনোদিনী॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে 'মোহন-বংশীধারী'।
কুবুজা রাখিল নাম 'পতিতপাবন হরি'॥
'অনন্ত' রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
'কৃষ্ণ'নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥

কণ্বমুনি রাখে নাম 'দেব চক্রপাণি'।
'বনমালী' নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে 'শ্রীমধুসূদন'।
অজামিল নাম রাখে 'দেব নারায়ণ'॥
পুরন্দর নাম রাখে 'দেব শ্রীগোবিন্দ'॥
দ্রৌপদী রাখিল নাম 'দেব দীনবন্ধু'॥
সুদামা রাখিল নাম 'দারিদ্র্যভঞ্জন'।
ব্রজবাসী নাম রাখে 'ব্রজের জীবন'॥
'দর্পহারী' নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
'পশুপতি' নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম 'দেব যদুবর'।
বিদুর রাখিল নাম 'কাঙ্গালের ঠাকুর'॥
বাসুকী রাখিল নাম 'দেব সৃষ্টি-স্থিতি'।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে 'ধ্রুবের সারথি'॥
নারদ রাখিল নাম 'ভক্তপ্রাণধন'।
ভীষ্মদেব নাম রাখে 'লক্ষ্মীনারায়ণ'॥

সত্যভামা নাম রাখে 'সত্যের সারথি'।
জাম্ববতী নাম রাখে 'দেব যোদ্ধাপতি'॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে 'সংসারের সার'।
অহল্যা রাখিল নাম 'পাষাণী-উদ্ধার'॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে 'জগতের হরি'।
পঞ্চমুখে 'রাম'-নাম গান ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে 'বলী সদাচারী'।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম 'নৃসিংহমুরারি'॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ ১ কমলার পতি॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ-সহ ২।
মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ॥

১। বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীপতিনারায়ণ—ঐশ্বর্য্যযুক্ত।
২। চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন ১।
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ব্ভোদবিহারী।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ২ ॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি' গোপবেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় 'শেষ' ॥
পূতনাবিনাশকারী শকটভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দ্দন ॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুনভঞ্জন ॥

১। নৃসিংহবামনাদি—নৈমিত্তিক অংশাবতার।

২। কারণজলে সঙ্কর্ষণ হইতে মহৎস্রষ্টা কারণার্ণব-শায়ী আদি পুরুষাবতার—ইনি ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ জড়রূপা প্রকৃতিকে ঈক্ষণ দ্বারা ক্রিয়াবতী করেন। প্রদ্যুম্ন হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ব্ভোদকশায়ী সমষ্টি জীবের অন্তর্যামি-পুরুষ।

কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী।
চাণুর-কংসাদি-নাশী অক্রূরনিস্তারী॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ॥
পীতাম্বর-বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
গোপগোপীপরিবৃত কমল-নয়ন॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন॥
সত্যভামা প্রাণপতি রুক্মিণীরমণ।
প্রদ্যুম্নজনক শিশুপালাদি-দমন॥

অনিরুদ্ধ হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামি-পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সকলের মূলাশ্রয়। তিনি অচিন্ত্যশক্তিবলে বৃন্দাবনে গোপবেশ থাকিয়া স্বয়ং অবতারী।

উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজন-ত্রাণকর্ত্তা ভূভারবিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু॥
দেবের আরাধ্যদেব মুনিজনগতি।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম-ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার-সুবর্ণ গোকোটি-কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান॥
যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই, নামসঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে-হরি-বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায়॥

হিরণ্যকশিপুর করি' উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংসধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুরবধ-আদি কালীয়দমন।
দ্বিজ হরিদাস কহে নামসঙ্কীর্ত্তন॥

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

(১)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈতগোসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত-প্রবর॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌরপ্রিয়োত্তম।
শ্রীবাসপণ্ডিত জয়, জয় ভক্তগণ॥
সভাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥
জয় জয় গুরুগোসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার॥

জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো-পাপীরে কৃপা করি' কর আত্মসাথ ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকতবৎসল।
নবঘন জিনি' তনু পরম উজ্জ্বল ॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরীগোসাঞি লাগি' যাঁর নাম 'ক্ষীরচোর' ॥ *
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্ব্বোত্তম ॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল ॥

---

* শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বৃন্দাবন হইতে তদীয় শ্রীবিগ্রহ গোপাল জিউর জন্য চন্দন আহরণ করিতে রেমুণায়

জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥
জয় রে দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান।
তাল-বন খেজুর-বন ভাণ্ডীর-বন নাম॥
জয় জয় বেল-বন খদির-বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্যস্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্র-বন নাম॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ-প্রচণ্ড॥

আসিয়াছিলেন। রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের অতি উপাদেয় ক্ষীরভোগ হয়। পুরী গোস্বামী গোপালকে ঐরূপ ক্ষীর-ভোগ দেওয়ার অভিলাষ করিয়া ক্ষীরের স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে গোপীনাথ পুরী গোস্বামীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট-লীলা সর্ব্বোত্তম ॥
জয় জয় বৃষভাণুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত—রাধাকৃষ্ণলীলাস্থান ॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি-পাবনসরোবর ॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান।
যাহাঁ মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাহাঁ রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন ॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট ॥
জয় জয় বৃষভাণু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণপ্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥

জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণলীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য-আনন্দরূপিণী॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্বসখীগণ।
যাঁ সভার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন॥
জয় জয় ব্রজগোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী—শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন ওরে ভাই, করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করহ ভাবনা॥

এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ।
নামসঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস।

(২)

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন ॥
কেশীঘাট বাঁহাশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীনন্দ-যশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসগণ ॥

জয় বৃষভানু, জয় কীর্ত্তিদা সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নামসঙ্কীর্ত্তন॥

(৩)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয়-গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর—মুই তাঁর দাস।
তাঁ'সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
তাঁদের চরণসেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥

আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নামসঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥

দৈন্য ও প্রপত্তি

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বারবার এইবার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ, লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ, কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদলজল, জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনান্তে নিম্নলিখিত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক হরিবোল ও প্রেমধ্বনি দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম কর্ত্তব্য ঃ—

প্রেমধ্বনি

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-জিউ কি জয়।

,, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কি জয়।

,, পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ কি জয়।

,, শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়।

,, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কি জয়।

,, গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কি জয়।

,, শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কি জয়।

জয় শ্রীশ্রীনরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ-প্রভুত্রয় কি জয়।

„ শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু কি জয়।

„ শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ —ষড়্ গোস্বামি-প্রভু কি জয়।

„ শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীরায়রামানন্দাদি গৌরশক্তিবর্গ কি জয়।

প্রেম্‌সে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কি জয়। জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ, গোপ-গোপী, গো-গোবর্দ্ধন, (দ্বাদশ বনাত্মক) বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, যমুনাজী কি জয়। শ্রীগঙ্গাজী কি জয়। শ্রীতুলসী মহারাণী কি জয়। শ্রীসুরভিকুঞ্জ কি জয়। শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ কি জয়। শ্রীনামহট্ট কি জয়। শ্রীভক্তিদেবী কি জয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কি জয়। আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-

মঠ কি জয়। তদীয় শাখামঠসমূহ কি জয়। অনন্তকোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল কি জয়। শ্রীজগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা জিউ কি জয়। জয় ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব কি জয়। শ্রীগায়ক শ্রোতা ভক্তবৃন্দ কি জয়। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরিবোল।

বাউল—সঙ্গীত

(১)

আমি তোমার দুখের দুখী সুখের সুখী
তাই তোমারে বলি ভাইরে।
নিতাইএর হাটে গিয়ে (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে ॥
গৌরচন্দ্র-মার্কা করা, এ হরিনাম রাসে ভরা,
নামে নামী প'ড়্ছে ধরা, লও যদি বদন ভ'রে ॥
পাপ তাপ সব দূরে যাবে, সারময় সংসার হ'বে,
আর কোন ভয় নাহি রবে, ডুব্বে সুখের পাথারে ॥
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি ক'রে ঋণ,
দেখে' আমায় অতি দীন, শ্রদ্ধা-মূল্যে দেও ধ'রে ॥
মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখবো নিজের ভাণ্ডারে ॥
নদীয়া গোদ্রুমে থাকি, চাঁদ বাউল বলিছে ডাকি',
নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজি এ সংসারে।

(২)

ধর্ম্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন ভাই।
হরি নাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই ॥
যে কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্ব্বাহ করি',
বল মুখে হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥
গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য অভিলাষ ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ॥
আমি চাঁদ বাউল দাস, করি তব কৃপা আশ।
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই ॥

(৩)

আসল কথা বল্‌তে কি।
তোমার কেন্থাধরা, কপ্নিটা আঁটা—সব ফাঁকি ॥
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি ঘরে, পরনারী-সঙ্গ ক'রে,
অর্থলোভে দ্বারে ফিরে, রাখ্‌লে কি বাকী

তুমি গুরু ব'ল্‌ছো বটে, সাধু গুরু নিষ্কপটে,
কৃষ্ণনাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি ?
যেবা অন্য শিক্ষা দেয়, তা'কে কি 'গুরু' বল্‌তে হয় ?
দুধের ফল ত' ঘোলে নয়, ভেবে চিন্তে দেখ দেখি ॥
শম-দম-তিতিক্ষ-বলে, উপরতি, শ্রদ্ধা হ'লে,
তবে ভেক চাঁদ বাউল বলে, এঁচড়ে পেকে হবে কি ?

(৪)

'বাউল বাউল' ব'ল্‌ছে সবে, হ'চ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ি চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) ক'র্‌ছে জীবকে বঞ্চনা ॥
দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত তায় পার্‌বে না ॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎ-সঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড়্‌রে মনের বাসনা ॥
বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হওরে রত,
নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা ॥
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত সুসম্বল, চাঁদ বাউল আর দেখেনা ॥

(৫)

মানুষ-ভজন ক'র্‌ছো ও-ভাই ভাবের গান ধ'রে।
গুপ্ত ক'রে রাখ্‌ছো ভাল, ব্যক্ত হবে যমের ঘরে॥
মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে ত হয় কর্ত্তাভজা,
এই ছলে ক'র্‌ছো মজা, মনের প্রতি চোখ ঠেরে॥
'গুরু সত্য' ব'ল্‌ছো মুখে, আছো ত ভাই জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্ম্মুখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন ক'রে?
যোষিৎসঙ্গ-অর্থ-লোভে, মজে ত জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে॥
চাঁদ বাউল মিনতি করি', বলে ও-সব পরিহরি',
শুদ্ধভাবে বল হরি, যাবে ভব-সাগর-পারে॥

(৬)

এও ত এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে গলায় মালা॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ ভজন ক'র্‌ছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের রাল

সখীভাবে ভজ্‌ছেন তারে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা॥
নব রসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মনকলা।
বাউল বলে দোহাই ও-ভাই দূর কর এ লীলাখেলা॥

---

(৭)

(মন আমার) হুসা'র থেকো, ভুল' নাক, শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধনে
নইলে মায়ার বশে, অবশেষে, কাঁদতে হ'বে চিরদিনে॥
শুদ্ধজীবে জড় নাই ভাই, ঠিক বুঝ তাই,
নিজে সখী (সে) বৃন্দাবনে।
সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে, মধুর রসে অনুক্ষণে॥
জড়দেহে তাঁ'র সাধনভক্তি, জ্ঞান-বিরক্তি,
দেহের যাত্রা ধর্ম্মভাবে।
সে গৃহে থাকে বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে,
'কৃষ্ণ' ব'লে একমনে॥

একেই ত বলি সহজ ভজন, শুদ্ধ মন,
কৃষ্ণ পাবার এক উপায়।
ইহা ছাড়ি' যে আরোপ করে, সেই ত মরে,
তা'র ত নাহি ভজন হয়॥
চাঁদ বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট হরিদাস,
একটু কেবল বিপথে চ'লে,
শচীসুতের কৃপায়, দূর হ'য়ে হায়, না পায় আর গৌরচরণে

---

(৮)

মনের মালা জপ্‌বি যখন মন,
কেন ক'র্‌বি বাহ্য বিসর্জ্জন।
মনে মনে ভজন যখন হয়,
প্রেম উথ্‌লে প'ড়ে বাহ্যদেহে ব্যপ্ত হ'য়ে রয়;
আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ॥
যে ব্যাটা ভণ্ড-তাপস হয়,
বক বিড়াল দেখায়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয়,
নিজে জুত পেলে কামিনী-কনক করে সদা সংঘটন॥

সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য সাধন নিন্দা বই আর আছে কিবা তা'র,
(নিজের) মন ভাল দেখা'তে গিয়ে নিন্দে সাধু আচরণ ॥
শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির ভাই,
হরিনাম কর্‌তে থাক, তর্কে কাজ নাই (শুষ্ক),
তোমার তর্ক ক'র্‌তে জীবন যাবে চাঁদ বাউল তায় দুঃখী হন ॥

(৯)

ঘরে ব'সে বাউল হওরে মন।
কেন ক'র্‌বি দুষ্ট আচরণ ॥
মনে মনে রাখ্‌ ব বাউল-ভাব,
সঙ্গ ছাড়ি' ধর্ম্মভাবে ক'র্‌বি বিষয় লাভ;
জীবন যাপন ক'র্‌বি, হরি-নামানন্দে সর্ব্বক্ষণ ॥
যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়্‌লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয় ;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন ॥

এ চড়েপাকা-বৈরাগী যে হয়,
পরের নারী ল'য়ে পালের গোদা হ'য়ে রয় ;
(আবার) অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে করে নীচের আরাধন ॥
ঘরে ব'সে পাকাও নিজের মন,
আর সকল দিন কর হরির নাম-সংকীর্ত্তন,
তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে ক'র্‌বি সংসার বিসর্জ্জন ॥

(১০)

বলান্ বৈরাগীঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাদুর।
আবার কপ্নি প'রে, মালা ধ'রে, বহেন সেবাদাসীর ধূর ॥
অচ্যুতগোত্র-অভিমানে, ভিক্ষা করেন সর্ব্বস্থানে,
টাকা পয়সা গণি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর ;
করি' চুট্‌কী ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিগ্‌বৃত্তি পিণ্ডীশূর ॥
বলে তা'রে বাউল চাঁদ, এটা তোমার গলার ফাঁদ
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর ;
যজি' গৃহীর ধর্ম্ম, স্ব-স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর ॥

ন্যাসী- মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম্ম যজি', নাশ দোষাঙ্কুর ;
তবে কৃষ্ণ পাবে, দুঃখ যাবে, হ'বে তুমি সুচতুর ॥

(১১)

কেন ভেকের প্রয়াস ?
হয় অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে হয় প্রকাশ ॥
তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ কৃষ্ণসেবা তোর আনন্দ,
পঞ্চভূতের হাতে প'ড়ে' হায় আছ একটি মেষ ;
এখন সাধুসঙ্গে, চিৎপ্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ ॥
ভেক ধরি' চেষ্টা ক'রে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ি ছড়াছড়ি, আখ্‌ড়া বেঁধে বাস ;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্‌ছে জীবের সর্ব্বনাশ ॥
শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হন,
তাঁ'দের সমান পার্‌লে হ'তে ভেকে ক'র্‌বে আশ ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ক'জন ধরায় ক'র্‌ছে বাস ?

আত্মানাত্ম-সুবিবেকে' প্রেমলতায় চিত্ত-ভেকে,
ভজন-সাধন-বারি-সেকে করহ উল্লাস ;
চাঁদবাউল বলে, এমন হ'লে হ'তে পার্‌বে 'কৃষ্ণদাস' ॥

(১২)

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ, পেলে মন যাতনা অশেষ।
ছাড়ি' রাধাশ্যামে, ব্রজধামে, ভুগ্‌ছো হেথা নানাক্লেশ ॥
মায়াদেবীর কারাগারে, নিজের কর্ম্ম-অনুসারে,
ভূতের বেগার খাট্‌তে খাট্‌তে জীবন ক'র্‌ছ শেষ ;
করি' আমি আমার' দেহে আবার ক'র্‌ছ জড়রাগদ্বেষ ॥
কনক-কামিনী-সঙ্গ, ছাড়িও ভাই মিছে রঙ্গ,
গ্রহণ কর বাউল চাঁদের শুদ্ধ উপদেশ ;
ত্যজি' লুকোচুরি, বাউলগিরি, শুদ্ধ রসে কর প্রবেশ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

মহাশয়ের প্রার্থনা

লালসাময়ী

(১)

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের ১ করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া ২ কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

---

(১) নিতাই চাঁদের বা শ্রীগুরুদেবের করুণায় সম্বন্ধজ্ঞান ("জীব নিত্যকৃষ্ণদাস") লাভ। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি।

(২) প্রাকৃত মনে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন দর্শন অসম্ভব।

রূপ-রঘুনাথ-পদে ১ হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

সংপ্রার্থনাত্মিকা

(২)

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ, মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি।
হেমগৌরী ২ শ্যাম-গায় ৩ শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥

---

(১) অভিধেয়ের (কৃষ্ণভক্তির) আচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামীর আনুগত্যে ভক্তিমার্গে প্রবেশ, প্রেমভক্তির আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথের আনুগত্যে প্রয়োজন-কৃষ্ণপ্রেম লাভ সম্ভব।

(২) স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট শ্রীরাধিকা (৩) শ্যামকলেবর শ্রীকৃষ্ণ।

অধমদুর্গতিজনে, কেবল করুণা মনে, ১
ত্রিভুবনে এ যশঃ-খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে জয়কৃষ্ণ, জয়জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয়জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি', নরোত্তম ভূমে পড়ি',
কহে দোঁহে পূরাও মনঃসাধে ॥

দৈন্যবোধিকা

(৩)

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের ২ সম্বন্ধ ॥

---

(১) কেবল করুণা মনে—অধম ও তাপিত জীবের প্রতি একমাত্র কৃপাময়। (২) ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতাকে রাগ বলে।

স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ ১।
ইহাঁ সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

---

(১) শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ঠাকুরমহাশয়ের দীক্ষাগুরু।

(৪)

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।

মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,

জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

গোলোকের প্রেমধন, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন,

রতি না জন্মিল কেনে তায় ।

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,

জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,

বলরাম হইল নিতাই ।

দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,

তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,

করুণা করহ এইবার ।

নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,

তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

(৫)

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এইজন করে ।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়া পাদপদ্মসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি নাথ করুণার নিধি ।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥
দারুণ সংসারগতি, বিষম-বিষয়-মতি,
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে ।
জরজর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো-হেন অধম জনে, কর কৃপানিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে

(৬)

হরি হরি ! কৃপা করি' রাখ নিজপদে ।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয়ভুঞ্জায় নানামতে ॥
হইয়া মায়ার দাস করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে ।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া ।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনারে কেশে ধরি'
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে ।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

(৭)

হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি'
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি ॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা

(৮)

হরি হরি কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥

যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥

সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।

জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে-রূপ-ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু-পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

স্বাভীষ্ট লালসা

(৯)

হরি হরি ! হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু অঙ্গ পরশিব, দুঁহু অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা-বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।

১ কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পূরি,
যোগাইব অধরযুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

(১০)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥

১। সোণার কৌটা।

ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সঙ্গীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি'।
রাই কানু করে ধরি,' নৃত্য করে ফিরি' ফিরি,'
নিরখি' গোঙা'ব কুতূহলী ॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়ন।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবন ॥

(১১)

গোবর্দ্ধন গিরিবর' কেবল নির্জ্জন স্থল'
রাই কানু করিবে শয়নে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গি সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে ॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।

মণিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি,'
পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক কটোরা পূরি,' সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি,'
দুঁহু পদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

(১২)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।

সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সে দুঁহার যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুঁহু চাঁদমুখ দেখি,' জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,'
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।

নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়॥

(১৩)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব।
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী-সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুঁহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,'
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন-জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সেই রূপমাধুরী দেখিব নয়ন ভরি,'
এই করি মনে অভিলাষ।

জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তমদাস ॥

(১৪)

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল, ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
হুঁহক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি'।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥

মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ-সুধাকর ॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম-কমলদলে, শেয বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুঁহুক শরীরে ॥
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে, তাম্বুল-সুবাসে,
ভোখব অধিক যতনে ॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই-দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

পুনঃ স্বাভীষ্ট-লালসা

(১৫)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন-গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে।
কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল পূরি'
যোগাইব দুঁহুক অধরে॥
প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজকরে।

দুঁহুক কমল-দিঠি, কৌতুকে হেরব
দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,'
কবে দিব দোঁহার গলায় ।
সোণার কটোরা করি,' কর্পূর চন্দন ভরি,'
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব, দুঁহু-মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে ।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

লালসা

(১৬)

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন ।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন ॥

সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

(১৭)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

(১৮)

এই নব-দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয়!
সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

(১৯)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি'।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি'॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য নিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

(২০)

হা হা প্রভু লোকনাথ? রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥

তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাও রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

(২১)

লোকনাথ প্রভু! তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণচরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে॥
তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো, তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

(২২)

হা হা প্রভু ! কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে—সখী-সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি' দোঁহাকে পরাব ॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব ॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দূর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব ॥
বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে ॥

(২৩)

হরি হরি ! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥

ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি—যত সখীগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি, পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি' কর মোরে অনুগত দাসী॥

(২৪)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি' সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥

সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু! চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

সাধকদেহোচিত লালসা

(২৫)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ-গান ॥
'রাধিকা গোবিন্দ' বলি' কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথদাস মোর, শ্রীজীব-জীবন ॥

এইবার করুণা কর ললিতা-বিশাখা।
সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা॥
সবে মিলি' কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

সাধকদেহোচিত-শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

(২৬)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি,' পরম আনন্দে মজি'
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে-ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব হা রাধানাথ! বলি।

কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি' ॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

(২৭)

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দবনধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন, জন, পুত্র, দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।

সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন. অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি' কুতূহলে
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥
ভজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ ॥

(২৮)

করঙ্গ কৌপীন লঞা ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে খাঞা দিবা-অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি,' বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥

মাধবীকুঞ্জের' পরি, সুখে বসি' শুকশারা,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে॥

(২৯)

হরি হরি! কবে হব বৃন্দবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥

পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার ॥
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

(৩০)

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি' কবে জুড়াব পরাণ ॥

আর কবে যমুনার জলে ।
মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস ।
নরোত্তমদাস করে আশ ॥

মাথুরবিরহোচিত দর্শন-লালসা

(৩১)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি ! কবে মোর হইবে সুদিন ।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনাপুলিন ॥

ললিতা বিশাখা লঞা তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার।

(৩২)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম, খাওয়াব পান গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥

বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৩৩)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণিধাম,
রতন-মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক-কমল॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসে' আছেন দুইজনে
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ-লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়েছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।

নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

(৩৪)

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
রাই-কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধখনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি' যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে সর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।

রাই কানু কর যোড়ি' নৃত্য করে ফিরি' ফিরি'
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি' আছেন দুইজনে,
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

(৩৫)

মৃগমদ-চন্দন, করে করি' সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥

হাস-বিলাস-রস, সরল মধুর ভাষ,
নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
ভুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু॥

স্বনিষ্ঠা

(৩৬)

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামাতে উল্লাস ।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা

(৩৭)

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি' ।

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি ॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥

গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা

(৩৮)

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি' গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল
বিমুখ হইল হেন ধন ॥

হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়,
কায়মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন॥
গোরা দ্বিজ-নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

সাবরণ-গৌরমহিমা

(৩৯)

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ্
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

পুনঃপ্রার্থনা

(৪০)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥

পতিতপাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দসুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত-বিলাপঃ

(৪১)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?

কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস ।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥

আক্ষেপ

(৪২)

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু ।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু ।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

(৪৩)

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হইল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর॥
শুনিতাম সে-সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়ানগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥

হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব-আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

বৈষ্ণব-মহিমা

(৪৪)

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই, হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবন্ধন।

বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

বৈষ্ণবে-বিজ্ঞপ্তি

(৪৫)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।

না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥

(৪৬)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া অপনার বলি'॥

(৪৭)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানাশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥

ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি-প্রভু, পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ

(৪৮)

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান, তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে॥
যে স্থানে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র-মহৌষধি
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মছায়া॥

শ্রীরসমঞ্জরী দেবি ! কর অবধান ।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তি

(৪৯)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন ।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চূয়া) চন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ

(৫০)

প্রাণেশ্বরি! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি,' অঞ্জলি মস্তকে করি,'
এইজন নিবেদন করে॥
'প্রিয় সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ-পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ-মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।

এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূরবাসিত গুয়া পান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ, মালতী-মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥

(৫১)

অরুণ-কমল-দলে, শেষ বিছাইব,
বসাইব কিশোরকিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মনোহর,
মরকত-শ্যাম হেম-গৌরী ॥

প্রাণেশ্বরি ! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি ।

আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,

শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥

মৃগমদ-তিলক, সসিন্দূর বনায়ব,

লেপব চন্দন-গন্ধে ।

গাঁথি' মালতীফুল, হার পহিরাওব,

ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥

ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,

বীজন মারুত মন্দে ।

শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু-কলেবর,

হেরব পরম আনন্দে ।

নরোত্তমদাস- আশ পদপঙ্কজ-

সেবন-মাধুরীপানে ।

হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,

দুঁহুজন হেরব নয়ানে ॥

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ

(৫২)

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা ।

যুগলচরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,

এই মোর মনের কামনা ॥

নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,

দুঁহু পঁহু করুণাসাগর ।

দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্য মানোঁ,

মুই বড় পতিত পামর ॥

ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,

প্রিয়সখী সঙ্গে, হয় মনে ।

দুঁহু দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি

নিকটে চরণ দিবে দানে

পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা,

দূরে যাবে এসব বিকল ।

নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেমসুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ॥
প্রেমে পিছল পথ—গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি—প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা
সমাপ্ত।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ ।
কলিত-শ্যামাললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥

(১)

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু,
যাঁহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয়॥

জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস-তনু ।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটল কল্পতরু জনু ॥
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সু-ব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয় ।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয় ॥
যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষ্যবাণ হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ' মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা ॥
ভাগবতশাস্ত্র-মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন ।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরমকারণ ॥

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥

---

(২)

[শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং—
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা]

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥

মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

সাধন-স্মরণ-লীলা ইহাতে না কর হেলা,
কায় মনে করিয়া সুসার ॥
অসংসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥
যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক, ধ্যানী
ইহলোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী ॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি'
সদা কর অনন্যভজন ॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি,' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি,'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।

অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি-কথা ।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয় ।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরি-কথা ।

'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে',
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা
লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহ-রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত' গোবিন্দ-চরণ

সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥
অসৎসঙ্গ কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্য দেবে না করিহ রতি ।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে,
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি ॥
আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেব-স্থানে লীলা গান ।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥
[তথাহি ;—
[শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ]
দেবলোক, পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ
'সাধু, সাধু', বলে অনুক্ষণ ।
যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ॥

পৃথক্ আয়াস-যোগে, দুঃখময় বিষয়ভোগে,
ব্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজ-জন-সঙ্গে অনুক্ষণ ॥
সদা সেবা-অভিলাষ, মনেতে করি' বিশ্বাস,
সদাকাল হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তমদাস বোলে, পড়িনু অসৎ-ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥

---

(৩)

তুমিত' দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ ॥

যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা॥
'পতিত-পাবন' নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥
তুমিত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥

মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার'শ্যাম,
নিজ-দাস কর গিরিধর॥

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে॥

———

(৪)

আন কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা
তোমার চরণ-স্মৃতি-মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল,
গাই যেন সতের সমাজে॥
অন্যব্রত, অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান,
অন্যসেবা, অন্যদেবপূজা।

'হা হা কৃষ্ণ! 'বলি' 'বলি,' বেড়াব আনন্দ করি,'
মনে আর নহে যেন দুজা॥
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি-রস-সুখে।
যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা
এই কথা রহু মোর বুকে॥
যুগল-চরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ কাম-রতি-গুণ-ভূপ,
মনে রহু ও লীলা পিরীতি॥
দশনেতে তৃণ করি, হা হা কিশোর-কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ-সুত শ্যাম, বৃষভানু-সুতা নাম,
শ্রীরাধিকা-নাম মনোহারী॥
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়,
কন্দর্প-দরপ করু চুর।

নটবর শিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী,
দুহুঁ গুণে দুহুঁ মন ঝুর ॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেম-নীল-কান্তিধর,
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাস-ধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহে লোভা ॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায়ে নরোত্তম কহে।
দিবানিশি গুণ গাও, পরম আনন্দ পাও,
মনে এই অভিলাষ হয়ে ॥

---

(৫)

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা,
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥

শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্টসখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
ইহোঁ সেবা-সহচরী, 'প্রিয়-প্রেষ্ঠ' নাম ধরি'
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ॥
[সমস্নেহা বিষম স্নেহা, না করিহ দুই লেহা,
কহি মাত্র অধিকস্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে,
নর্ম্মসখী এই সব জন॥]
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুনালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তূরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী॥

এ-সবার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগী, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চারিদিকে সখীগণ,
সময়ের সেবা-রস-সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদ-মুখে॥
যুগল-চরণ সেবি', নিরন্তর এই ভাবি,'
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ-দেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায়॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার॥
পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি, অপক্কে 'সাধন' খ্যাতি,
ভকতি-লক্ষণ-অনুসারে।

নরোত্তমদাস কহে, এই যেন মোর হয়ে,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ ॥

[তথাহি—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥]

———

(৬)

যুগল-চরণ-প্রতি, পরম-আনন্দ-ততি
রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে
কৃষ্ণনাম-রাধানাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়ে পরানন্দে ॥

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
বিলাস যুগল স্মৃতিসার।
সাধ্য সাধন এই, আর নাই ইহা বই,
এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব-সার॥
জলদ-সুন্দর-কান্তি মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
সুপীত-বসন-ধর, আভরণ মণিবর,
ময়ুর-চন্দ্রিকা করু কেশ॥
মৃগমদ সুচন্দন, কুঙ্কুমাদি বিলেপন,
মুগ্ধকারী মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন-কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ॥
ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধুবৃন্দ।
চরণ-কমল-পর, মণিময় সুমঞ্জীর,
নখমণি জিনি' বালচন্দ্র॥

নূপুর-মরাল-ধ্বনি, কুলবধূ-মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম যায় দূরে॥
কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজে, সরলা বংশী বিরাজে,
যার ধ্বনি ভুবন মাতায়।
শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা,
প্রাণ আদি আকর্ষি' আনয়॥
গোবিন্দ-সেবন সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময়।
তাহাতে যমুনাজল, করে নিত্য ঝলমল,
তার তীরে অষ্ট কুঞ্জ হয়॥
শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু-গুণধর,
তরুলতা ষড়্ঋতু-সেবা।
পূর্ণচন্দ্রসম জ্যোতি, চিদানন্দময় মূর্ত্তি,
মহানন্দ দরশন-লোভা॥

গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা।
দুহুঁ প্রেমে ডগমগি দুঁহে দোঁহা অনুরাগী
দুঁহু রূপে দুঁহু মনোলোভা॥
ব্রজপুর-বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু একবার, করিবেন অঙ্গীকার,
জেন' মন এ সত্য বচন।
ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধন্য সখী মঞ্জরীর গণ॥
পাপ-পুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ॥

রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয়॥
পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি'।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিলে উপায়॥
অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত,
এই সে পরম তত্ত্বধন॥
প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ-ধন,
সযতনে হৃদয়েতে লও।
দুঁহু নাম শুনি' শুনি' ভক্তমুখে পুনিপুনি
পরম আনন্দ সুখ পাও॥
হেমগৌরতনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে॥

সখীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম সে শোভাসুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে॥

---

(৭)

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনু আর নাহি চাঙ।
যুগলকিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
আরতি-পিরীতি-রসে ধাঙ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এইমত ভক্ত।
চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রতি,
যেই জানে, সেই অনুরক্ত॥
সরোজ-ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।

অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥
বিষয় গরলময়, তাহে মান' সুখচয়,
সে না সুখ দুঃখ করি' মান'।
গোবিন্দবিষয়-রস, সঙ্গ কর তাঁর দায়,
প্রেমভক্তি সত্য করি' জান ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণহি বিগুণ করি' মানে ॥
গোবিন্দ-বিমুখজনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥
অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত-মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥
আর সব পরিহরি,' পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন প্রেম করি' আশা।

এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর,
করহ সদাই অভিলাষা ॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছামোহে হৈনু ভোর,
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥

---

(৮)

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন ধামবর,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যু-দুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহ প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
দোঁহার হিল্লোলে রসসিন্ধু।
চকোর নয়ন-প্রেম, কামরতি করে ধ্যান,
পিরীতি সুখের দুঁহে বন্ধু ॥

রাধিকা প্রেয়সীবরা, বাম অঙ্গে মনোহরা,
কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগ-রক্ত-শাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে॥
করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহ প্রাণ,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর, রতন-বেদীর'পর,
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥
দুর্ল্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া-কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥
বিষয় বিষম-গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ,
সর্ব্বনাশ জনমবিকার॥

দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্রে কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিঞা ভজ, সাধুশাস্ত্রমত যজ,
যুগলচরণে কর রতি ॥
কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য জনে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার ভাবনে ॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥

জগত-ব্যাপক হরি অজ-ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহে হও অতিতৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা।
রসিক-ভকত সঙ্গে, বিহর নিয়ত রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিঞা॥
দিবানিশি ভাব-ভরে, মনেতে ভাবনা ক'রে,
নন্দব্রজে রহিবে সদাই।
এই বাক্য সত্য জান, কভু ইথে নাহি আন,
পরমাণ শ্রীজীব গোসাঁই॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতজন, তাঁহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা-অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইঞা তাঁহার যূথ,
সদা বিহরিব ব্রজপুরে॥

লীলারস-কথা গান, যুগলকিশোর ধ্যান,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তমদাসে॥

---

(৯)

আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব,
সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট-কথা,
ইহা বিনু সকলি অনর্থ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর-প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য,
ভজ সদা অনুরাগ-মনে॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ
পরিবার-গোপ-গোপী সঙ্গে।

নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, গিরিধারী যাঁর নাম,
সখী-সঙ্গে ভজ তাঁরে রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি'।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি' ॥
সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃ শুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
বিষয় বিপত্তি জান,' সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥
রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।

রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তাঁরে মুঞি যাঙ বলিহারি ॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা-প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তার নাম ॥
কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্যকথা-দ্বন্দ্ব ॥
অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।

কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব,
প্রেম-কল্পতরু-বরদাতা।
শ্রীব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবনধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥
নবদ্বীপে অবতরি', রাধাভাব অঙ্গীকরি'
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষি,' শচীগর্ভে পরকাশি'
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ ॥
গৌরহরি অবতরি' প্রেমের বাদর করি'
সাধিলা মনের তিন কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কাঁদে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ ॥
গোপনে সাধিলে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।

করি' হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥
সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বাঁধি' মারে,
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস।
করহ ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
তবে হবে বিপদ বিনাশ ॥
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যত, মরি' যাবে শত শত,
আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয়ে হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥
আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইও সাবধান।

না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী।
তাহা কহি, ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
লোকনাথ-প্রভুপদ হৃদে করি' আশ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কয় নরোত্তমদাস ॥

ইতি শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরবিরচিত
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামিচরণেভ্যো নমঃ।

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে একতনু হঞা।
ধাম-সহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে
নিজ নিত্য পারিষদ লঞা॥
মন' তুমি সত্য বলি' জান।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নাম-সংকীর্ত্তন করি'
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান॥

সন্ন্যাসের ছল করি' নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর, রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপ-সহ কৃষ্ণ ভ'জে
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে॥
তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যার বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
মনঃশিক্ষাভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ॥ * ॥ * ॥

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।

সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

হে ভ্রাতঃ মন, তুমি দম্ভ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সজ্জনগণ, বিপ্রগণ, ইষ্টমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণনাম এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ রক্ষকের প্রতি সর্ব্বদা অপূর্ব্ব ও অতিশয় অনুরাগ ধারণ কর। আমি তোমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক চাটুবাক্যসমূহের দ্বারা ইহা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১ ॥

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগলভজনকামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে ॥
ধরি মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামী পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥ ২ ॥

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর এবং শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২ ॥

'ধর্ম্ম' বলি' বেদে যারে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যারে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ॥
যাচি মন ধরি' তব পায়।
সে-সকল পরিহরি,' ব্রজভূমে বাস করি'
রত হও যুগলসেবায় ॥
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন ॥

জগতে প্রকট ভাই, তাঁহাবিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি' তদাদেশ সদা স্মরি'
এ ভক্তিবিনোদে দেহ' বল ॥ *॥২॥*

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজ-ভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥৩॥

হে মন, শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতি জন্মে অনুরাগযুক্ত হইয়া ব্রজধামে নিবাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের শীঘ্র সেবাবিষয়ে অভিলাষ কর, তাহা হইলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, সগণ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তদগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥

রাগাবেশে ব্রজধাম বাসে যদি তীব্রকাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস, পরিচর্য্যা স্থূলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে॥
বলি তবে, শুন মম মন।
ভজনচতুরবর শ্রীস্বরূপ দামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন॥
সগণ-শ্রীরূপ যিনি, রসতত্ত্ব-জ্ঞানমণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্ট প্রেম বিজ্ঞাপনে,
স্মর, নম তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর॥*॥৩॥*॥

অসদ্বর্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥ ৪॥

হে মন, তুমি দুর্জ্জনের সহিত বসতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, যেহেতু, উহা বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। এইরূপ মুক্তিস্বরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না, যেহেতু, উহা সর্ব্বশরীর গ্রাস করিয়া থাকে। অপিচ, যে লক্ষ্মীনারায়ণ-ভক্তি এই ব্রজধাম হইতে পরব্যোমে লইয়া যায়, তাহাও পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কর। যেহেতু ঐ রাধাকৃষ্ণ হৃদয়মধ্যে প্রেমমণি প্রদান করেন॥ ৪॥

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন' 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥
শুন মন, বলি হে তোমায়।
'মুক্তি'-নামে শার্দ্দুলিনী, তার কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতিরতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।

গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

হে মন, কাম প্রভৃতি কুপথপ্রাপক বঞ্চকগণ কর্ত্তৃক আমি গলদেশে অসৎ চেষ্টারূপ ক্লেশদায়ক ভীষণ পাশসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছি ; অতএব তুমি বকশত্রু নন্দনন্দনের বর্ত্মরক্ষক শ্রীবৈষ্ণবগণকে এরূপভাবে কাতরস্বরে আহ্বান কর, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে উহা হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবন-পথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে পথিকের ধর্ম্ম-নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এইসব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা',
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমায়॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গত প্রায় রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যং কপটকুটিনাটি-ভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥৬॥

হে মন, তুমি কি জন্য প্রকৃষ্টরূপে উদীয়মান কপটতা-জনিত কুটিনাটিরূপ গর্দ্দভের ক্ষরিত মূত্রে স্নান করিয়া

নিজকে এবং আমাকে দগ্ধ করিতেছ। তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদদ্বন্দ্ববিষয়ক প্রেমভক্তিরূপ বিলসমান সুধাসমুদ্রে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

কাম, ক্রোধ আদি করি,' বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
কপটতা নাম তার, তারে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব ॥

ওরে মন গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভু'লে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর ॥

বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যার মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্য-বশ, যুগলবিলাস রস-
সাগরে করহ স্নানকেলি ॥

রূপ-রঘুনাথ-পায় এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগলরসসিন্ধু।
জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥৭॥

হে মন, প্রতিষ্ঠারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধুপ্রেম কিরূপে এই হৃদয় স্পর্শ করিবে? তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ অতুলনীয় সামন্তরাজের সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধু প্রেমকে তথায় প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭ ॥

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥

শুন মন নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধর্ম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যত কাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি,' প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে আকঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া * ॥ ৭ ॥ * ॥

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

হে মন, শ্রীগিরিধর শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ শঠজনের দুষ্টত্ব দূরীভূত করিয়া উজ্জ্বল প্রেমামৃত প্রদান এবং শ্রীরাধিকা-ভজন-বিধিতে প্রেরণা উৎপাদন করেন, তুমি এই গোষ্ঠে কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে সেইরূপে ভজন কর ॥ ৮ ॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
'জীবে দিব গূঢ় ধন' চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি করিল প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥

অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান॥

এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগলগুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন॥

উজ্জ্বল রসের প্রীতি, শ্রীরাধা-ভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায়।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায়॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।

বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥৯॥

হে মন, তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মদীয়া ঈশ্বরী শ্রীরাধিকার নাথরূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিজের নাথরূপে, শ্রীললিতাকে শ্রীরাধিকার অতুলনীয়া সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে শিক্ষাসমূহের প্রচারণ-গুরুরূপে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও ললিত-রতিপ্রদরূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তার নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি ॥
এই ভাবে ভাব ওরে মন।
রাধাকুণ্ড সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,
রতিপ্রদতত্ত্ব তদীক্ষণ ॥

ব্রজে গোপীদেহ ধরি,' মঞ্জরী আশ্রয় করি'
প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন।
মঞ্জরীর কৃপা হবে, সখীর চরণ পাবে,
সখী দেখাইবে নিত্য ধন ॥
প্রহরে প্রহরে আর দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার,
করিয়া যুগলধনে ডাক।
সকল অনর্থ যাবে, চিদ্বিলাস-রস পাবে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাৎ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥১০॥

হে মন, যিনি সৌন্দর্য্য-কিরণসমূহ দ্বারা কন্দর্প প্রিয়া রতিদেবী, শিবপত্নী গৌরীদেবী এবং লীলা-নাম্নী শক্তিকে

তাপ প্রদান করেন, সৌভাগ্যসম্বলন দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাদেবীকে পরিভব করেন এবং স্ব-সুলভ বশীকরণ-ধর্ম্মাদি দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদয়িতা শ্রীরাধাকে ভজন কর ॥ ১০ ॥

সৌন্দর্য্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্য-বলনে পরাভবে ॥
ভজ মন চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরীশত,
বশীকারে করে তিরস্কার ॥
সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি' যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,
কোটিযুগে কৃষ্ণগেহে গতি ॥

সখীকৃপা-ভেলা ধরি', প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি'
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া রব, ঈশ্বরীর কৃপা পাব,
গণিত হইব নিজ-জনে ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশ-রাধাগিরিভৃতৌ
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

হে মন, তুমি নিজ-গুরুদেব শ্রীরূপের সহিত ব্রজধামে গোষ্ঠে ললিতা-সুবলাদিগণযুক্ত, পরস্পরের প্রতি কন্দর্পভাববিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভের জন্য প্রত্যহ ভজন-পরিপাটি সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ এবং প্রণামরূপ পঞ্চবিধ অমৃত পান করিয়া সর্ব্বদা সেই গোবর্দ্ধনের আরাধনা কর ॥ ১১ ॥

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন-লীলা, বহু ভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥

মন যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁর অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁর নির্দ্দিষ্ট ভজন ॥

হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পাবে,
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥

যুগল, পূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সংকীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাখ্যং একাদশকং সম্পূর্ণম্।

যিনি মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুর-বচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন-গোস্বামী ও শ্রীগোপাল-শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীজীব-গোস্বামী প্রমুখ যূথের সহিত বর্ত্তমান শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম ভজনরত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥

অর্থকে 'অনর্থ' জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা, পুত্র, বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ জন,
মরণেতে কেহ নহে কার॥
তোমার মরণ হ'লে দেহটি ভাসায়ে জলে
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়-জল-পিপাসা
যদি কেহ নাহি হৈল কার॥
যদি বল, লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থচেষ্টা করি।
সেই মিথ্যাকথা রায়, জীবন অনিত্য হায়,
নাহি রহে শত বর্ষোপরি॥
অতএব জ্ঞান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।

কিসে বা সাধিব বল, সেই ত অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক, দুঃখ, ভয় ॥
কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য, জ্ঞানের বলে, বিষয়-বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, 'সর্ব্বনাশ' বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার ॥
অতএব জ্ঞানিজন, ভুক্তি-মুক্তি নাহি লন,
কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ॥
জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।

সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল ॥
কৃষ্ণ—চিদানন্দ-রবি, মায়া—তাঁর ছায়া-ছবি,
জীব—তাঁর কিরণাণুকণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয়ে বন্ধন ॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ যেই, মায়া-স্পর্শি-জীব সেই,
মায়াস্পর্শে কর্ম্ম-সঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি' মরে, কর্ম্ম জ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায় ॥
কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্ম-তত্ত্ব-ধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজন-সঙ্গ হবে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভজি' হৃদয়-অনর্থ ত্যজি'
নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল ॥
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা 'রুচি' হবে,
ক্রমে রুচি হইবে 'আসক্তি'।
আসক্তি হইবে 'ভাব', তাহে হবে 'প্রেম'-লাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, মতি, সেবা, কৃষ্ণার্চ্চন, নতি,
দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
নবধা সাধন এই, ভক্ত-সঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

বৈষ্ণব কে ?

(প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী)

দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ ১ ॥

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান নাকি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥ ২ ॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ ৩ ॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ ৪ ॥
হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব ॥ ৫ ॥

সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ ৬ ॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ॥ ৭ ॥
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
ম'জেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব ॥ ৮ ॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ॥ ৯ ॥

সেই দুটি কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব।
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ, আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব ॥ ১০ ॥
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥ ১১ ॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥ ১২ ॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥ ১৩ ॥

বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ॥ ১৪ ।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব ॥ ১৫ ।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব ॥ ১৬ ॥
রাধাদাস্যে রহি ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজনকৈতব ॥ ১৭ ॥

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥ ১৮ ॥
শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥ ১৯ ॥

কীর্ত্তন

অবতার-সার, গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে ॥ ১ ॥

কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥ ২ ॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি' কাঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ ॥ ৩ ॥
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর-সাপ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ ॥ ৪ ।
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ॥ ৫ ॥

শ্রীনামমাহাত্ম্য

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।

কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল,
মোর চিত্তবিত্ত সব হরে ॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র হেন ব্যবহার তাঁ'র
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে নিয়া,
এদেহের করে সর্ব্বনাশ ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ

(প্রশ্নোত্তর)

বিদ্যা—প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥

কীর্ত্তি—কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥

সম্পত্তি—সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥

দুঃখ—দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥

মুক্ত—মুক্তমধ্যে কোন্ জীব 'মুক্ত' করি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্তশিরোমণি ॥

গান—গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥

শ্রেয়ঃ—শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর ॥

স্মরণ—কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম-গুণলীলা প্রধান স্মরণ ॥

ধ্যান—ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান-প্রধান ॥

বাস—সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি, যাঁহা নিত্যলীলারাস ॥

শ্রবণ—শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥

উপাস্য—উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল-রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥

দুর্গতি—ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি ?
স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি

জ্ঞান—অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥

প্রেম—অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥

নিত্যানন্দ-গুণবর্ণন

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

গৌর-নিত্যানন্দের দয়া

পরম করুণ পঁহু দুইজন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার-শিরোমণি
কেবল আনন্দ-কন্দ॥

ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি' যার গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস ॥

নির্ব্বেদ ও কৃপাপ্রার্থনা

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে ॥

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিদে গঁয়াওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভ'য়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ-ভার তোহারা॥

দশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১ ।

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১॥

উক্তানেবাবতারান্ পুনঃ সংক্ষেপেণ কীর্ত্তয়তি

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যং বিতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

পরমগুর্ব্বষ্টকম্

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
রূপানুগাত্মং নিরবদ্যরূপম্ ।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ১ ॥

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং
গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্ ।
গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-দিব্য-গূঢ়-
মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্ ।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৩ ॥

পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-নিগূঢ়-ভক্তম্ ।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৪ ॥

শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং
মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্ ।

নিত্যানুভূতাচ্যুত-সদ্-বিলাসং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৫ ॥

কাপট্যধর্ম্মান্বিত-চণ্ড-দণ্ড-
বিধায়কং সজ্জন-সঙ্গ-রঙ্গম্ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ-ভৃঙ্গং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৬ ॥

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে ।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৭ ॥

তব হি **"দয়িতদাসে"** সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোদ্যতে চিদ্বিলাসে ।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥৮॥

শ্রীদাস-গোস্বামিনঃ স্বনিয়মদশকম্ ।

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে ।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥১॥

শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র, শ্রীনাম, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীব্রজভূমি, ভক্তজন এবং শ্রীগোষ্ঠবাসিগণে আমার নিরতিশয় রতি অবস্থান করুক ॥ ১ ॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্-
রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি ।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবং ॥২॥

অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি শ্রীবৈষ্ণব-মহাপুরুষের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই ব্রজ-ভূমিতেই ইতরজনগণের সহিত গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতি জন্মে বাস করিব ॥ ২ ॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্‌যুগবিরহিতোঽপি ক্রটিমপি ।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥৩॥

এই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের সাহিত্যে বঞ্চিত হইলেও আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক অতুল লীলাস্থলীযুক্ত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও ক্ষণকালের জন্য প্রৌঢ়বিভবযুক্ত শ্রীযদুপতিকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় দ্বারকাপুরীতে গমন করিব না ॥ ৩ ॥

গতোন্মাদৈঃ রাধা স্ফুরতি হরিণাশ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥৪॥

শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে অলিঙ্গিতা হইয়া সর্ব্বসমক্ষে শোভা পাইতেছেন, এই কথা যদি আমার শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলেই আমি উদ্ধতচিত্তে মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী গরুড় হইতেও অধিক বেগে উড্ডীয়মান হইয়া এই ব্রজপুরী, হইতে দ্বারকায় গমন করিব ॥ ৪ ॥

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥৫॥

এই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ কারণরহিত সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানই হউন অথবা সাদি অর্থাৎ

কারণযুক্ত অবতারই হউন, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণই হউন, অথবা অনিপুণই হউন, প্রতিক্ষণ প্রকাশমান কারুণ্যশালীই হউন অথবা প্রকৃষ্ট-গুণহেতুক করুণারহিতই হউন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হউন কিম্বা ইনি ব্রজরাজ নন্দের পুত্র নর হউন, আমার এ সমস্ত বিচারে আবশ্যক নাই, পরন্তু তিনিই প্রতি জন্মে ব্রজে আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন ॥ ৫ ॥

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎ প্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥৬॥

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা প্রবীণা গান্ধর্ব্বাকে যে কপটভাবাপন্ন পুরুষ দম্ভবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গোবিন্দের ভজন করে, তাহার সমীপবর্ত্তী অপবিত্র দেশে আমি ক্ষণকালও গমন করিব না—ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত ॥ ৬ ॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং ॥৭॥

এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যাঁহার "রাধা" এই নাম সুপ্রসিদ্ধ এবং যিনি অমৃতদ্বারা সমস্ত জনকে পরিতৃপ্ত করেন সেই এই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ইহলোকে প্রেমনমিত হইয়া ভজন করেন, আমি প্রত্যহ তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক সানন্দে উক্ত পাদোদক পান করিয়া নিরন্তর তাহা মস্তকে ধারণ করি ॥ ৭ ॥

পরিত্যক্তঃ প্রেয়ো-জনসমুদয়ৈর্ব্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেহদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাং ॥৮॥

আমি নিজ প্রিয়তম বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরতিশয় দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছি ; তথাপি আমার প্রাণ-ধারণেই মতি হইতেছে। অতএব অদ্য দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীগান্ধর্ব্বাদেবী কৃপাসহকারে আমাকে নিজপাদপদ্মসমীপে উপনীত করুন ॥ ৮ ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদন্তং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে·
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥৯॥

আমি দন্তরহিত এবং নিয়মযুক্ত হইয়া ব্রজধামজাত ক্ষীররূপ ভোজ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি পদার্থ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক গিরিবর গোবর্দ্ধন-সন্নিহিত রাধাকুণ্ডতটে বাস করি এবং যথাসময়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে এই প্রিয়তম স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডেই দেহত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

স্ফুরল্লক্ষ্মীলক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভরলসদ্-
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকরদিব্যদ্গিরিভৃতোঃ।

বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ-বরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব চরমঃ ॥১০॥

যাঁহার সুশোভন অঙ্গের শোভাতিশয়রাশি দেদীপ্যমানা লক্ষ্মীগণকেও তিরস্কৃত করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা এবং কন্দর্পগণ অপেক্ষাও শোভমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি তৎপ্রিয়তম শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া কুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্লাঘার সহিত নির্জ্জনে বিবিধ ক্রমে সেবা করিব ॥ ১০ ॥

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়মশংসিস্তবমিমং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি বসতিং প্রাপ্যসময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি সহিতেনৈব সহিতঃ ॥১১॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে কোন এক ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরচিত নিজ নিয়মসূচক এই স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চিতই হৃষ্ট হইয়া, ব্রজভবনে নিত্য নিবাস লাভ করিয়া পরিচরণকালে সেই শ্রীরূপের সহিত সানন্দে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল-ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ রচিত

গীতাবলী

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ-শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ

শ্রীকৃষ্ণের বসন্তরাস বাসর,

৪৬৭ শ্রীগৌরাব্দ

প্রকাশক—শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী
দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ কালীঘাট। কলিকাতা-২৬।

ইউনিক্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২২নং ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীবিরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গীতাবলী ও বিভিন্ন ভাষায় শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ রচয়িতা, সমর্পিতাত্মা, সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ ও নির্ব্যলীক, বৈষ্ণব-সমাজ মুকুটমণি, বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাপুরুষ, দিব্যসূরী, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন, আচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র (ইংরাজী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর) রবিবার শুভ শুক্লত্রয়োদশী-তিথিতে আবির্ভূত হন। এই মহাপুরুষ এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ চতুষ্টয় যে পরম সত্য বা নিত্য সত্যকে আবরণ করিয়া শুদ্ধভক্তি পথের বাধক, তাহা

তাঁহার লিখিত শুদ্ধভক্তিগ্রন্থে নানা প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সত্য, তাঁহার সেবকও নিত্য, নিত্য সেব্যের নিত্য সেবক নিত্যকাল নিত্যসেবা করেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার এই ক্ষুদ্র গীতিকাগ্রন্থে এই সকল তথ্য তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বিপথগামী বিশ্ববাসীকে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীহরিনামই জীবের একমাত্র উপাস্য। এই হরিনাম আশ্রয় করিতে হইলে যে দশ অপরাধ বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথমে এই মহাপুরুষই বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকারী অবতারী যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁহারই জন্মস্থান যে শ্রীধাম মায়াপুর, তাহারই আবিষ্কারক ইনি। এই বদান্যপ্রবর কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য বিশিষ্ট আত্মবিদ্ নিত্য-ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" এই উক্তির মূলতাৎপর্য্য বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। তিনি অনিত্য স্থূলদেহ দ্বারা

বা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অনিত্য মনের দ্বারা কৃষ্ণকে অনিত্য সেব্যজ্ঞানে ও আপনাকে অনিত্য সেবকাভিমানে কোনদিনই কৃষ্ণানুশীলন করেন নাই। দুর্ব্বল জীবগণকেও তাদৃশ অনিত্য উপাসনামার্গে নিযুক্ত করেন নাই। আর অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে কোনদিন মাটিয়া বা প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা জড়ের অন্যতম জ্ঞান করেন নাই। তাঁহার রচিত গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি ইত্যাদি গীতি-গ্রন্থে লিখিত ভজন-লালসা, বিজ্ঞপ্তি, নিবেদন প্রভৃতি গীতিগুলি বিশেষ ভাবে ভবদাবদগ্ধ কলিহত জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাবদান্যপ্রবর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে গ্রন্থরূপে জগজ্জীবের অপ্রাকৃত নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রদান করিয়া ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ় (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন) অমাবস্যা তিথিতে বিশ্ব অন্ধকার করিয়া তিরোভাব লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পরেও

তাঁহার প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিস্রোতোধারা প্রবলভাবে অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রীক শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ স্বরূপে এই গীতিকা-গ্রন্থগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত প্রত্যেক গ্রন্থখানির বহু সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশ-দ্বারা শুদ্ধ হরিকথাপ্রচারে তাহাদের অবিসম্বাদিত উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী

গীত-সূচী

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র	...	...	২০
অন্তর্দ্বীপ শশধর	...	...	৬৩
অনাদি করম ফলে	...	...	৭৭
অপরাধ ফলে মম	...	...	৭৮
অম্বুলিঙ্গ ভুবনেশ	...	...	৬৪
আর কেন মায়াজালে	...	...	৩০
উদিল অরুণ	...	...	১
একবার ভাব মনে	...	...	১৭
একদিন শান্তিপুরে	...	...	১২
একদিন নীলাচলে	...	...	১৪
ওহে হরিনাম তব	...	...	৪৫
কলিযুগপাবন	...	...	৬৬
কেন আর কর দ্বেষ	...	...	৩২
কৃষ্ণ-চৈতন্য অদ্বৈত	...	...	৬৬
কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে	...	..	৭১
কৃষ্ণভক্তি বিনা	...	...	৩০
গাইতে গাইতে নাম	...	...	৭৯

গাইতে গোবিন্দ নাম	...	...	৮১
গায় গোরাচাঁদ	...	...	১৯
গায় গোরা মধুর স্বরে	...	...	১৬
চন্দ্রাবলী প্রাণনাথ	...	...	৬৯
জগদীশ জনার্দ্দন	...	...	৭০
জগন্নাথসুত মহাপ্রভু	...	...	৬২
জয় গোদ্রুমপতি গোরা	...	...	৬৬
জয় জয় গোরাচাঁদের	...	...	৬
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ	...	...	৭
জয় জয় হরিনাম	...	...	৩৭
জয় যশোদানন্দন	...	...	৭২
জীব জাগ জীব জাগ	...	...	৩
জ্ঞানী জ্ঞান যোগে	...	...	৪০
তুঁহু দয়া-সাগর	...	...	৭৪
দয়াল নিতাই চৈতন্য	...	...	২৪
দামোদর বৃন্দাবন	...	...	৬৭
নটবর গুহাচর	...	...	৬৮

নদীয়া গোদ্রুমে	...	...	১৬
নারদ মুনি	...	...	৪৬
নিরাকার নিরাকার	...	...	৩১
প্রভু ! তবপদযুগে	...	...	৭৬
পীতবরণ কলিপাবন	...	...	৭৩
পীরিতি সচ্চিদানন্দে	...	...	৩১
বরজ বিপিনে	...	...	৫৭
বন্ধুগণ ! শুনহ বচন	...	...	৮২
বাচ্য, বাচক, এই	...	...	৪৩
বসুদেব-সুত	...	...	৭০
বিশ্বে উদিত	...	...	৩৯
বিশ্বার্থি উড়ুপ	...	...	৬২
বিরজার পারে	...	...	৪৯
বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি	...	...	৬৫
বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদী	...	...	৬৫
বোল হরি বোল	...	...	২৬
ভজ রে ভজ রে আমার	...	...	৩৩

ভজ ভকত বৎসল ৮
ভালে গোরা-গদাধরের ৪
ভাবনা ভাবনা মন ৩৪
ভোজন-লালসে ৬১
মহাভাব চিন্তামণি ৫৫
যশোমতী-নন্দন ২৩
যশোমতী-স্তন্যপায়ী ৬৭
যোগপীঠোপরিস্থিত ৮৩
রসিক-নাগরী ৫২
রমণী-শিরোমণি ৫১
রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ ১৮
রাধা-ভজনে যদি ৫৯
রাধাবল্লভ মাধব ৭২
রাধা-বল্লভ রাধাবিনোদ ৭১
রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ৭১
রামকৃষ্ণ গোচারণে ১৫
রাধিকা চরণপদ্ম ৪৮

শত কোটি গোপী	...	...	৫৮
শরীর অবিদ্যা-জাল	...	...	১১
শচীর অঙ্গনে কভু	...	...	১২
শূন্য ধরাতল	...	...	৮০
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি	...	...	৭৫
শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর শতনাম	..	...	৬৭
শ্রীরূপ বদনে	...	...	৩৬
শ্রীরাধাবল্লভ	...	...	৬৮
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ	...	...	১৩
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম	...	...	৬২
সখী গো কেমতে	...	...	৮১
সুদর্শন-মোচন	...	...	৬৯
হরি বল হরি বল	...	...	২৫
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ	...	...	২৮
হরিনামতুয়া	...		!
হরে কৃষ্ণ হরে	...	...	২০
হরি ব'লে মোদের	...	...	২২

ওঁ বিষ্ণুপাদ
ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

গীতাবলী

অরুণোদয় কীর্ত্তন

(১)

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে, গেলা নগর-ব্রাজে।
তাথই তাথই বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে ॥ ১ ॥

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলরে বলরে বদন ভরি,
মিছে নিদবশে গেলরে রাতি
দিবস শরীর-সাজে।
এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত
চরমে পড়িবে লাজে ॥ ২ ॥
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই' না ভজ হৃদয়রাজে
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতি বিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে।
জীবের কল্যাণ সাধন-কাম
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদ্ গগনে বিরাজে ॥ ৪ ॥

(২)

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥১॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥ ২ ॥

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥৩॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥ ৪ ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥ ৫ ॥

আরতি

(১)

শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি

ভালে গোরা-গদাধরের আরতি নেহারি।
নদীয়া পূরব ভাবে যাঁউ বলিহারী ॥ ১ ॥

কল্পতরুতলে রত্নসিংহাসনোপরি।
সবু সখী বেষ্টিত কিশোর কিশোরী ॥ ২ ॥
পুরট-জড়িত কত মণি-গজমতি।
ঝমকি' ঝমকি' লভে প্রতি অঙ্গ জ্যোতি ॥ ৩ ॥
নীল নীরদ লাগি, বিদ্যুৎ মালা।
দুহুঁ অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন উজালা ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুহুঁগুণ গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥ ৬ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া চন্দন দেওয়ে।
মালতীর মালা রূপ-মঞ্জরী লাগাওয়ে ॥ ৭ ॥
পঞ্চ প্রদীপে ধরি' কর্পূর বাতি।
ললিতা সুন্দরী করে যুগল-আরতি ॥ ৮ ॥

দেবী-লক্ষ্মী শ্রুতিগণ ধরণী লোটাওয়ে।
গোপীজন অধিকার রওয়ত গাওয়ে ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ রহি' সুরভিকি কুঞ্জে।
আরতি দরশনে প্রেম-সুখ ভুঞ্জে ॥ ১০ ॥

(২)

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তট বনে জগমন লোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥
নরহরি-আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু-ঘোষ আদি গায় ॥ ৪ ॥

শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহু কোটী চন্দ্র যিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

(৩)

শ্রীযুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ॥ ১ ॥
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া মনোহর ॥ ২ ॥
ললিত মাধব-বামে বৃষভানু কন্যা।
নীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা ॥ ৩ ॥

নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরি মনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ॥ ৪ ॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয় নর্ম্মসখী যত চামর ঢুলায় ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধা-মাধব-পদ-সরসিজ আশে।
ভক্তিবিনোদ সখী-পদে সুখে ভাসে ॥ ৬ ॥

(৪)

ভোগ-আরতি

জয় ভকত বৎসল শ্রীগৌর হরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠ বিহারী,
নন্দযশোমতী-চিত্তহারী ॥

বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥

নন্দের নিদেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব সহ সখা বৈসে সারি সারি॥
শুক্তা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শঙ্কুলী পিষ্টক ক্ষার পুলি পায়সান্ন॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল॥

রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত-বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি॥
হস্তমুখ প্রক্ষালিয়া যত সখীগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে॥
তাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা॥
বিলাসক শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়॥
যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণ-গুণ গায়॥

হরি-লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥

প্রসাদ-সেবায়

(১)

শরীর অবিদ্যা-জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই ॥

(২)

একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে—ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল ॥
হেন শাক আস্বাদনে, কৃষ্ণ-প্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি' প্রসাদ ভোজন করি'
হরি হরি বল সর্ব্বজন ॥

(৩)

শচীর অঙ্গনে কভু, মাধবেন্দ্র পুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন।
খাইতে খাইতে তাঁর, আইল প্রেম সুদুর্ব্বার,
বলে—শুন সন্ন্যাসীর গণ ॥

মোচা-ঘন্ট ফুলবড়ি, ডালি ডালনা চচ্চড়ি,
শচীমাতা করিল রন্ধন।
তা'র শুদ্ধা ভক্তি হেরি, ভোজন করিল হরি,
সুধা-সম এ অন্নব্যঞ্জন ॥

যোগে যোগী পায় যাহা ভোগে আজ হবে তাহা
হরি বলি' খাও সবে ভাই।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য,
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই' ॥

(৪)

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে।
লুচি চিনি ক্ষীর সর, মিঠাই পায়স আর,
পিঠাপানা আস্বাদন করে ॥

মহাপ্রভু ভক্তগণে, পরম-আনন্দ-মনে,
আজ্ঞা দিল করিতে ভোজন।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন ভোজনে হইয়া ধন্য,
কৃষ্ণ বলি' ডাকে সর্ব্বজন ॥

(৫)

একদিন নীলাচলে, প্রসাদ-সেবন-কালে
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
বলিলেন—ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য ॥

খেচরান্ন পিঠাপানা অপূর্ব্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা সবে।
আকণ্ঠ ভোজন করি' বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা দূরিত নাহি রবে ॥

জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।
এমন দুর্ল্লভ ধন, পাইয়াছ সর্ব্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয়॥

(৬)

রামকৃষ্ণ গোচারণে, যাইবেন দূর বনে,
এত চিন্তি' যশোদা রোহিণী।
ক্ষীর সর ছানা ননী দুজনে খাওয়ান আনি,
বাৎসল্যে আনন্দ মনে গণি'॥
বয়স্য রাখালগণে, খায় রামকৃষ্ণ-সনে,
নাচে গায় আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণের প্রসাদ খায়, উদর ভরিয়া যায়,
'আর দেও' 'আর দেও' করে॥

শ্রীনগর-কীর্ত্তন

(১)

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে ॥
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার ॥

(২)

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

গৃহে থাক, বনে থাক, সদা হরি ব'লে ডাক

সুখে দুঃখে ভুল না'ক

বদনে হরি-নাম কররে।

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ লয়ে,

এখনও চেতন পেয়ে,

রাধা-মাধব নাম বলরে ॥

জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,

ভক্তিবিনোদোপদেশ,

একবার নামরসে মাতরে ॥

(৩)

একবার ভাব মনে, আশা-বশে ভ্রমি' হেথা,

পাবে কি সুখ জীবনে।

কে তুমি কোথায় ছিলে,

কি করিতে হেথা এলে, কিবা কাজ ক'রে গেলে,

যাবে কোথা শরীর-পতনে ॥

কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতি বিনোদ কয়, করি গোরা-পদাশ্রয়
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণ-নাম গানে ॥

(৪)

রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই,
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া.
ফিরছে নেচে গৌর নিতাই।
(মিছে) মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস. এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত আর দুঃখ নাই।
(কৃষ্ণ) বলবে যবে, পুলক হ'বে,
ঝরবে আঁখি বলি তাই।

(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ্ ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও নাম গাই।

(৫)

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে। ধ্রু
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে॥
একবার বল রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা-জীবন
শ্রীরাধা-রমণ, প্রেম-ভরে॥

(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন
মুরলীবদন নৃত্য ক'রে।
(বল) অঘ-নিসূদন, পুতনা-ঘাতন
ব্রহ্ম-বিমোহন, উর্দ্ধ করে ॥

(৬)

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে।
নাচই ভাব-মূরতি গোরা-রঙ্গে ॥
গাওত কলিযুগ-পাবন নাম।
ভ্রমই শচীসুত নওদীয়া ধাম ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

(৭)

হরে কৃষ্ণ হরে। ধ্রু
নিতাই কি নাম এনেছে রে।

(নিতাই) নাম এনেছে নামের হাটে,
শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ॥
(নিতাই) জীবের দশা মলিন দেখে,
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে ।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে (মধুর
এই হরিনাম)
এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে (মধুর
এই হরিনাম)
এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে (মধুর
এই হরিনাম)
এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে ।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে ॥
(ভক্তিবিনোদ বলে)

(৮)

হরি ব'লে মোদের গৌর এলো। ধ্রু

এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-থেলো।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল॥

সংকীর্ত্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল॥

গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল॥

নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে সঙ্গে নিতাই এল হাটে॥

নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে॥

(তোরা দেখে যা রে)

অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন

(১)

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর নাগর,
গোকুল-রঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালীয় দমন বিধান ॥
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥

ব্রজ-জন-পালন, অসুর-কুল-নাশন,
নন্দগোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত তস্কর,
সুন্দর নন্দ গোপালা॥
যামুনতট-চর, গোপী-বসন-হর,
রাস-রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ আশ্রয়॥

(২)

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে
নাচরে আমার মন।
নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন॥
(এমন দয়াল্ তো নাই হে,
মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।

(ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন।
(কৃষ্ণ-নামে অনুরাগ তো হবে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন ॥
(কৃষ্ণ-রতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন ॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

(৩)

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে ॥
(মোদের দুঃখ দেখেরে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্যধন নাইরে।
হরিনামে শুদ্ধ হলো জগাই-মাধাইরে ॥
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাইরে।

(আমি আমার ব'লে রে)

আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাইরে ॥

(আশার শেষ নাই রে)

হরি বলে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে।

(নিরাশ ত' সুখ রে)

ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাইরে ॥

(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)

না চেয়েও নামের গুণে ও সব ফল পাইরে।

(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)

বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ॥

(নামের বালাই ছেড়ে রে)

(৪)

বোল হরি বোল (৩ বার)

মনের আনন্দে ভাই বোল হরি বোল।

বোল হরি বোল (৩ বার)

জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
মানব-জন্ম পেয়ে বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
সুখে থাক দুঃখে থাক বোল হরিবোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
সম্পদে বিপদে ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
অসৎসঙ্গ ছাড়ি ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
বৈষ্ণব চরণে পড়ি,' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)

গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)
গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

(৫)

হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গুরু-কৃপা জলে নাশি' বিষয় অনল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
অনন্য ভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

শ্রেয়ঃ-নির্ণয়

(১)

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥
যোগ যাগ তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান।
নানাকাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন কারণ হয়॥ ১॥
বিনোদের বাক্য ধর, নানাকাণ্ড ত্যাগ কর।
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥ ২॥

(২)

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চির দিন॥ ১॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন॥ ২॥

এখন ভকতি-বলে, কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধু-জলে
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন। ৩

(৩)

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী।
দয়াধর্ম্ম-আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি॥
জ্ঞান তা'র পট্টসাটি, যোগ—গন্ধ-পরিপাটি।
এ সবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণ মন চুরি॥ ১॥
রূপ বিনা অলঙ্কারে কিবা শোভা এ সংসারে।
পীরিতি-বিহীন গুণে, কৃষ্ণে না তুষিতে পারি॥২॥
বানরীর অলঙ্কার, শোভা নাহি হয় তা'র।
কৃষ্ণ প্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি॥ ৩॥

(৪)

নিরাকার নিরাকার করিয়া চীৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ ভাই বারবার॥ ১॥

তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল।
ভক্তি বিনা ফলোদয়, তর্কে নাহি জান সার ॥ ২ ॥
সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আস্বাদিলে।
জনম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার ॥ ৩ ॥
রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণে ভজি, যদি হরিপ্রেমে মজি।
তাহ'লে অলভ্য ভাই, কি রহিবে বল আর ॥ ৪ ॥

(৫)

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী-জন-ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে ॥ ১॥
কেহ মুক্ত-কচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি' পূজে।
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম-আরাধনে ॥ ২ ॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে।
সকলেই ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥ ৩ ॥

অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে।
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে ॥ ৪ ॥

(৬)

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥
(জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি, রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥
(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন ক'রবে রে)

(স্মর) রাঘব গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর সেন-শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন আনন্দ ॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

(৭)

ভাবনা ভাবনা মন তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট ॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী-শঠতাদি পিষ্ট ॥
(সরল ত' হ'লে না হে)

ঘিরিছে তোমারে ভাই, এ সব অরিষ্ট।
(এসব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ॥
(যতনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধু-সঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট?
(সাধু-সঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট॥
(একবার ভেবে দেখ হে)

শ্রীনামাষ্টক

(১)

(ললিত—একতালা ও দশকুশী)

শ্রীরূপবদনে শ্রীশচীকুমার,
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার।
যো নাম সো হরি, কিছু নাহি ভেদ,
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ।
সবু-উপনিষদ- রত্ন-মালা-দ্যুতি
ঝক্-মকি' চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে॥
চৌদ্দ-ভুবন-মাহ দেব-নর-দানব,
ভাগ যাকর বলবান্।
নামরস-পীযুষ, পিযূই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম গেয়ান॥

নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম উপাসনা
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর
নাম-বিরহ নাহি জানে॥
সবুরস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করল আশ্রয়।
নাম-চরণে প'ড়ে, ভক্তিবিনোদ কহে,
তুয়াপদে মাগহু নিলয়॥

(২)

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজ জনে কৃপা করি' নামরূপে অবতরি'
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানসরঞ্জন।

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা-বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি, অন্য প্রতিকার ॥
তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতি-বিনোদ কয় জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে ॥

(৩)

(বিভাস—একতালা)

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥
হরিনাম প্রভাকর, অবিদ্যা তিমির হর,
তোমার মহিমা কেবা জানে।
কে হেন পণ্ডিত জন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে ॥
তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এভব তিমির-কবলিত প্রায় ॥
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বান্ধ-নয়নে করেন বিধান ॥

সেইত প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িণী মতি॥
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার॥

(৪)

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে করিয়া যতনে
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে॥

তবুত প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু॥

কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার॥

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভবক্ষয়॥

ভকতি-বিনোদ বাহু তুলে কয়,
নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর॥

(৫)

(ললিত বিভাষ—একতালা)

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন
নন্দতনয় রস-কূপ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্ত-হন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলীবদন, অঘ-বক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধন-ধারী রাখাল॥
কেশী মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,
যামুন-পুলিন-বিলাসী॥

রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-বিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদি-গণে অবতারী॥
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল-রঞ্জন,
রাধা-ভজন-সুখশালী॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে॥

(৬)

(বিভাব—ঝাঁপি লোফা)

বাচ্য, বাচক, এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য-তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥

বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি-নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্ব-জীব-আনন্দ-বিশ্রাম॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ
দয়া করি, দেয় জীবে তোমার বিলাস॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ॥
নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম-নামী হ'তে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি'॥
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥
বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥

ভকতি-বিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥

(৭)

(ললিত ঝিঁঝিট—একতালা)

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বারবার॥
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর॥
তুমি কৃষ্ণ পূর্ণবপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান॥
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তার আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয়॥
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তার।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার॥

সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়-
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয়॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান॥
ভকতি-বিনোদ রূপগোস্বামিচরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে॥

(৮)

(মঙ্গল বিভাষ—একতালা)

নারদ মুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণযুগলে গিয়া।
ভকত জন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া॥

মাধুরী পূর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল, বোল, হরি বোল ॥'
সহস্রানন, পরম সুখে,
'হরি হরি, বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-নাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা
ভকতিবিনোদ দাস ॥

শ্রীরাধাষ্টক

(১)

রাধিকা-চরণপদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥ ১ ॥
রাধিকা-ভাব-গম্ভীর, চিত্ত যে বা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু স্নানানন্দ,
লভিবে, বুঝহ একমনে ॥ ২ ॥
রাধিকা উজ্জ্বলরসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য ॥ ৩ ॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য-রতনে ॥ ৪ ॥

রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ॥৫॥
ছোড়ত ধনজন, কলত্র-সুতমিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধাপদ-পঙ্কজ- মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ ॥৬॥

(২)

বিরজার পারে শুদ্ধ পরব্যোম ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম ॥১॥
বৃন্দাবন চিন্তামণি চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব্ব দরশন।
তঁহি মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতিসার
নীলমণি তমাল যেমন ॥২॥

তাহে এক স্বর্ণময়ী লতা সর্ব্বধামজয়ী
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনী শক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যার,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥৩॥

রাধানামে পরিচিত তুষিয়া গোবিন্দ-চিত
বিরাজয়ে পরম আনন্দে।
সেই লতা-পত্র-ফুল, ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥৪॥

লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল ॥৫॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে ॥৬॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ॥৭॥

(৩)

রমণী-শিরোমণি, বৃষভানু-নন্দিনী
নীলবসন-পরিধানা।
ছিন্ন-পুরট জিনি' বর্ণ-বিকাশিনী
বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা ॥১॥

আভরণ-মণ্ডিতা, হরিরস-পণ্ডিতা
তিলক-সুশোভিতা ভালা।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা স্তনমণি-মণ্ডিতা
কজ্জলনয়নী রসালা ॥২॥

সকল ত্যজিয়া সে রাধাচরণে।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম যতনে ॥৩॥
সৌন্দর্য্য-কিরণ দেখিয়া যাঁহার।
রতি-গৌরী-লীলা-গর্ব্ব-পরিহার ॥৪॥

শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য-বলনে।
পরাজিত হয়. যাঁহার চরণে ॥৫॥
কৃষ্ণ-বশীকারে চন্দ্রাবলী আদি।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী ॥৬॥
হরিদয়িত-রাধা-চরণ-প্রয়াসী।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী ॥৭॥

(৪)

রসিক-নাগরী গণ-শিরোমণি,
কৃষ্ণ-প্রেমে সরহংসী।
বৃষভানুরাজ- শুদ্ধ-কল্পবল্লী
সর্ব্বলক্ষ্মীগণ-অংশী ॥১॥
রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব উপরি,
ক্ষুদ্র ঘণ্টি দুলে তায়।

কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তামালা,
চিত্তহারী শোভা পায় ॥২॥
সরসিজবর- কর্ণিকা সমান,
অতিশয় কান্তিমতী।
কৈশোর অমৃত, তারুণ্য কর্পূর,
মিশ্রস্মিতাধরা সতী ॥৩॥

বনান্তে আগত, ব্রজপতিসুত,
পরম-চঞ্চল-বরে।
হেরি' শঙ্কাকুল, নয়ন ভঙ্গিতে
আদরেতে স্তব করে ॥৪॥

ব্রজের মহিলা- গণের পরাণ,
যশোমতী-প্রিয়-পাত্রী।
ললিত-ললিতা- স্নেহেতে প্রফুল্ল
শরীরা ললিত-গাত্রী ॥৫॥

বিশাখার সনে, বনফুল তুলি'
গাঁথে বৈজয়ন্তী মালা।
সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণ-বৃক্ষ-স্থিতা,
পরম-প্রেয়সী বালা ॥ ৬ ॥

স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই'
কুঞ্জে পে'য়ে নটবরে।
হসিত-নয়নী, নম্রমুখী সতী,
কর্ণ কণ্ডূয়ন করে ॥ ৭ ॥

স্পর্শিয়া কমল বায়ু সুশীতল,
করে যবে কুণ্ডনীর।
নিদাঘে তথায় নিজগণ সহ,
তুষয় গোকুলবীর ॥ ৮ ॥
ভক্তিবিনোদ রূপ-রঘুনাথে
কহয়ে চরণ ধরি'।

'দেখা দিয়া রাধে ! রাখহ প্রাণ !'
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান ॥ ১৪ ॥
নির্জ্জন কাননে রাধারে ধরি'
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥ ১৫ ॥
বলে', 'তুঁহু বিনা কাহার রাস ?
তুঁহু লাগি' মোর বরজ-বাস' ॥ ১৬ ॥
এ হেন রাধিকা চরণ তলে ।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥ ১৭ ॥
"তুয়াগণ-মাঝে আমারে গণি ।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি" ॥ ১৮ ॥

(৮)

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ।
কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা ॥ ১ ॥
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি ।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ ২ ॥

কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥ ৩ ॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥ ৪ ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥ ৬ ॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে, আম্নায় বাণী ॥ ৭ ॥
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥ ৮ ॥

পরিশিষ্ট

ভোজন-লালসে রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর।
শ্রীনাম-যুগল রাগ-সুধারস,
খাইয়া থাকহ ভোর ॥ ১ ॥

নব সুন্দর পীযূষ রাধিকা-নাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ ধাম ॥ ২ ॥

কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে ॥
সুরভি-রাগ হিম রম্য তঁহি আনি'।
অহরহঃ পান করহ সুখ জানি' ॥ ৪ ॥

নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥ ৫ ॥

দাস রঘুনাথ-পদে ভক্তিবিনোদ।
যাচই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-নাম-প্রমোদ ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

১ম গীত

(যথা রাগ)

নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে
গায় রে ॥ ধ্রু ॥

(১)

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর ॥
শচীসুত গৌর হরিনিমাই সুন্দর।
রাধা-ভাব-কান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥
নামানন্দ-চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ড-বদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ॥

(২)

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন ॥

লক্ষ্মী প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র-শোক-নিবারক॥
লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর॥
আর্য্যধর্ম্ম-পাল পিতৃ-গয়াপিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়-পাতা॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নামসংকীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক॥
অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহ-ধন।
নিত্যানন্দপ্রাণ গদাধরের জীবন॥

(৩)

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমান্ত-বিজয়।
গোদ্রুমবিহারী মধ্যদ্বীপলীলাশ্রয়॥
কোলদ্বীপপতি ঋতুদ্বীপমহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্র-দ্বীপের ঈশ্বর॥

নবখণ্ড রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন ।
জগাই-মাধাই-আদি দুর্ব্বৃত্ত তারণ ॥
নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ ।
শুদ্ধনামপ্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা ।
অধমপড়ুয়াদণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন ॥

(৪)

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি ।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শন-সুখী যতি ॥
নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী-সার্ব্বভৌম-কৃপাময়
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয় ॥
পুরট-সুন্দর বাসুদেবত্রাণকর্ত্তা ।
রামানন্দ-সখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা ॥

(৫)

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ ॥
আলাল-দর্শনানন্দ রথাগ্রনর্ত্তক।
গজপতি-ত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক।
কুলিয়া-প্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ব্বজীব-প্রাণ ॥

(৬)

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী ॥
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কট-বৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা ॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণ-ধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন ॥
নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতি-বিনোদ তাঁর পদে রাঙ্গা পায় রে ॥

২য় গীত

জয় গোদ্রুমপতি গোরা।

নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন,

বৃন্দাবন-ভাব বিভোরা॥

গদাধর-প্রাণ শ্রীবাস-শরণ,

কৃষ্ণভক্ত-মানস-চোরা॥

৩য় গীত

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।

গৌড়-চিত্ত-গগন-শশধর॥

কীর্ত্তন-বিধাতা পরপ্রেম-দাতা

শচীসুত পুরটসুন্দর॥

৪র্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।

গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।

স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী রামানন্দ॥

অষ্টপ্রহর-নাম-কীর্ত্তনের জন্য

শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর-শত নাম-সংকীর্ত্তন

১ম গীত

নগরে নগরে গোরা গায় ॥ ধ্রু ॥

(১)

যশোমতী-স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজজনের জীবন ॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী-পূতনা-ঘাতন ॥
দুষ্টাতৃণাবর্ত্তহন্তা শকটভঞ্জন ॥
নবনীতচোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল ॥

(২)

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজ-জন-পাল ॥

বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন॥
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডীরকানন-লীল দাবানল-হর॥

(৩)

নটবর গুহাচর শরত-বিহারী।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী॥
যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসী-বন্ধু॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিত মুকুন্দ।
শ্রীগোপী-বল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ॥

(৪)

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা বিশাখা আদি সখী-প্রাণেশ্বর॥

নবজলধরকান্তি মদনমোহন।
বনমালা স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন ॥
ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর ॥

(৫)

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধা-মান-সুলম্পট মিলন প্রয়াসী ॥
মানসগঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর।
গোকুল-সম্পদ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্ত-সন্তাপ-হরণ ॥

(৬)

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক ॥
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী ॥

ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশীনিসূদন।
রঙ্গক্রীড়া কংসহন্তা মল্ল-প্রহরণ ॥

(৭)

বসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ ॥
কুব্জা-কৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন ॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল ॥

(৮)

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান ॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর ॥

নগরে নগরে গোরা গায়।
ভকতিবিনোদ তছু পায়॥

২য় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে।
গোপীবল্লভ শৌরে॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে॥

৩য় গীত

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ,
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ।
আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ॥

৪র্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী॥
যশোদানন্দন, ব্রজজন-রঞ্জন,
যমুনাতীর-বনচারী॥

৫ম গীত

রাধা-বল্লভ, রাধাবিনোদ।
রাধা-মাধব, রাধা-প্রমোদ ॥

রাধা-রমণ, রাধানাথ,
রাধাবরণামোদ।
রাধা-রসিক, রাধাকান্ত,
রাধামিলন-মোদ ॥

৬ষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন (হরে) অনন্ত মুকুন্দ ॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টক

(১)

(ঝাঁপি লোফা)

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥
হেলাভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥
বিশুদ্ধবিদ্যাবধূ-জীবন রূপ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥
আনন্দ-পয়োনিধি-বর্দ্ধন-কীর্ত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবন-মূর্ত্তি॥

পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন বিধান।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেম নিদান॥

(২)

তুহুঁ দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ, নাথ! ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত-দুঃখে বিভোর॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাশরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥

ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥

(৪)

(ঝাঁপী লোফা)

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজ কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি-হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥

(৫)

(ছোট দশকুশী)

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥
আশা-পাশ শতশত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে।

এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্মধূলি করি,
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্য দাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥

(৬)

(ছোট দশকুশী লোফা)

অপরাধ-ফলে মম চিত্ত-ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি,
বড় দুঃখে ডাকি বারবার ॥
দীন দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ ॥
কবে তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দরদর লোর ॥

গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বারবার ॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান।
নাম সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥
মিলব হামার কি এ ঐছে দিন।
রোয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥

(৭)

(ঝাঁপি লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল ॥
জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে।
গোবিন্দ বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে ॥

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল ॥
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥
নিমেষ হইল মোর শত যুগ সম।
গোবিন্দ বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয় ॥
ব্রজবাসিগণ মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥

(দশ কুশী)

গাইতে গোবিন্দ-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা সঙ্গে, শ্যামনটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন ॥

(ঝাঁপী লোফা)

সখি গো কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা আঁখি বরষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল ॥

ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ নহে মরি॥

(অধিকারি-ভেদে)
(দশ কুশী)

বন্ধুগণ ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত-চোর॥
বচক্ষণ করি,' দেখিতে চাহিলে
হয় আঁখি-অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি' কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের নাহি থাকে ওর॥
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ॥
দর্শন-আনন্দ-দানে সুখ দেয় মোর প্রাণে
বলে মোরে প্রণয় বচন।

পুনঃ অদর্শন দিয়া দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥
যাহে তার সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুখে মোর সর্ব্বদাই সম ॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর ॥

(৮)

(দশ কুশী)

যোগপীঠোপরি স্থিত অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজনচিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাহার চরণে ॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥

কভু কৃপা করি' মম হস্ত ধরি'
মধুর বচন বলে।
তাম্বূল লইয়া খায় দুইজনে,
মালা লয় কুতূহলে॥
অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥

যেখানে সেখানে, থাকুক দুজনে,
আমি ত' চরণ-দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দুজনে॥

ভকতিবিনোদ আন নাহি জানে
পড়ি' নিজ সখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত
যুগল-চরণ চায়॥

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাদি
শাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত

সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথি, ৪৬৩ শ্রীগৌরাব্দ

প্রকাশক—শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রিয় পাঠক,

বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থে যাহা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত আছে, ভক্তবেশ ধারণ করত শ্রীচৈতন্যদেব নিজ চরিত্র-দ্বারা যাহা জগৎকে শিখাইয়াছেন, নিরপেক্ষ ভক্তগণের চিত্তে যাহা চিরদিন প্রতিফলিত আছে, তাহাই **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর** মহাশয় এই কবিতা কএকটীতে লিখিয়াছেন।

যুক্তির বলে রুচিভেদে শত শত প্রকার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও সাধন কল্পিত হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা কি বিষয়-পিপাসা মিটে? তাই বলি, একবার নিষ্কপটে **কল্পতরুর** শীতল ছায়া লাভ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করুন।

গ্রন্থকারের পরিচয়

"কল্যাণকল্পতরু"র রচয়িতার পরিচয় জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ জন—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম—শ্রীগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টের প্রচারক এবং শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য। সরলতা ও নিষ্কপটতা—ভক্তজীবনের এই ভূষণদ্বয়ে তিনি সমলঙ্কৃত। বিদ্ধজ্ঞানের কাঠিন্য, ফল্গু-বৈরাগ্যের শুষ্কতা তাঁহাতে পাওয়া যায় না। তিনি সম্বিৎএর সার কৃষ্ণজ্ঞানে জ্ঞানী, সন্ধিনীর সার কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত-নিত্যানন্দময়। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বহুবিধা সেবায় নিপুণবর, শুদ্ধভক্তির প্রচারক, শুদ্ধভক্তি-স্রোতের বর্ত্তমানকালের মূল প্রবর্ত্তক এবং আদর্শ অপ্রাকৃত ভক্তিবিগ্রহ।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভারে খিন্নজনগণ তাঁহার ইহজগতে শুভাগমনে উৎসাহহীন। হরিসেবায় তাঁহার আনন্দ এবং তিনি "শ্রীসচ্চিদানন্দদাস" বলিয়া পরিচিত। শুদ্ধভক্তির অভাবে স্থূল-চক্ষুর্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অব্যক্ত,

ভজনশীলের নিকট তিনি সর্ব্বদা ব্যক্ত ও পরিস্ফুট। আমরা তাঁহাকে "ভক্তের বান্ধব" এবং "ভগবানের প্রিয়তম" বলিয়া জানি।

তিনি কাহারও হিংসা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি কাহারও হিংসা উদিত হওয়ার অবকাশ নাই। তিনি নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গাতীত কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের অনুশীলনকারী। মৃত্যুর পথে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবার জন্য যাঁহারা নশ্বর সাধন লইয়া মুক্ত হইবার বাসনা করেন এবং যাঁহারা নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবনের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থকারের আদর্শচরিত ও ভাব লক্ষ্য করিয়া নিত্য ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারেন।

শুদ্ধভক্তগণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যে এরূপ প্রণতি-শ্লোক বলিয়া থাকেন ;—

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

—০—

কল্যাণকল্পতরু

গীতসূচী

অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব	৫৫
আমার সমান হীন	৬৫
আমি অতি পামর	৩২
আমি ত দুর্জ্জন	৬১
ওরে মন কর্ম্মের	৩৫
ওরে মন কি বিপদ	৩৬
ওরে মন ক্লেশ	৩৭
ওরে মন বলি শুন	৪৭
ওরে মন বাড়িবার	৪১
ওরে মন ভাল নাহি	৩৯
ওরে মন ভুক্তি-মুক্তি	৪২
ওরে ভাই, মন কেন	১৪
কবে আহা গৌরাঙ্গ	৮৪

কবে মুই বৈষ্ণব ৭৬
কবে মোর মূঢ় মন ৭২
কবে মোর শুভদিন ৬৬
কবে শ্রীচৈতন্য ৬০
কবে হবে হেন ৭৯
কলি-কুক্কুর-কদন ৯৩
কি আর বলিব ১৯
কৃপা কর বৈষ্ণব ৭৮
কৃষ্ণবংশীগীত ১০৩
কেন মন কামেরে ৩০
গোপীনাথ, আমার ৮৪
গোপীনাথ, ঘুচাও ৮৭
গোপীনাথ, মম ৮৫
চিজ্জড়ের দ্বৈত ৫৮
জনম সফল তার ৯৭
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ১

জীবে কৃপা করি, ১০১
দীক্ষাগুরু কৃপা করি' ৪
দুর্ল্লভ মানবজন্ম ৪৩
দেখ মন ব্রতে যেন ৭৫
বহির্ম্মুখ হ'য়ে ৯৮
বিভাবরী শেষ ৯৪
বিষয়-বাসনারূপ ৬৪
ভবার্ণবে প'ড়ে ৬৩
মন, তব কেন ১০
মন, তুমি তীর্থে সদা ২৩
মন, তুমি পড়িলে কি ১২
মন, তুমি বড়ই চঞ্চল ২৬
মন, তুমি বড়ই পামর ৯
মন, তুমি ভালবাস ৬
মন, তুমি সন্ন্যাসী ২১
মন, তোরে বলি ২৭

মন, যোগী হ'তে ১৩
মনরে কেন আর ১৬
মনরে কেন কর ১৮
মনরে কেন মিছে ৫
মনরে তুমি বড় ৭
মনরে ধনমদ ২০
যমুনা-পুলিনে ১০২
রূপের গৌরব ১৯
শরীরের সুখে মন ৪৫
শুন হে রসিক জন ৯৯
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা ৬৮
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে ৯০
সাধুসঙ্গ না হইল ৩৩
হা হা কবে গৌরনিতাই ৮২
হা হা মোর গৌরকিশোর ৮১
হরি হরি কবে মোর ৭৫

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

কল্যাণকল্পতরু

—ঃ(*)ঃ—

মঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু অনাথতারণ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় রূপ সনাতন, জয় গদাধর॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়।
জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণবনিচয়॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥

নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে রাখহ টানিয়া॥
আমিত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি॥
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি।
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান॥
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান।
ব্রাহ্মণ সকলে করি' কৃপা মোর প্রতি
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ দৃঢ়মতি॥
উচ্চ নীচ সর্ব্বজীব চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥
সকলে করিয়া কৃপা দেহ মোরে বর।
বৈষ্ণবে করুন এই গ্রন্থের আদর॥
গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণবজনের কৃপা পাই।
বৈষ্ণবকৃপায় কৃষ্ণলাভ হয় ভাই॥

বৈষ্ণব বিমুখ যা'রে, তাহার জীবন।
নিরর্থক জান ভাই, প্রসিদ্ধ রচন॥
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স জন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন॥
তাহা-মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্যধামে করেন বিরাজ॥
স্কন্ধত্রয় আছে তা'র অপূর্ব্ব দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন॥
সুভক্তি-প্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
'কল্যাণ' নামক ফল অগণন তায়॥
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
'কৃষ্ণসেবা'-সুকল্যাণ—ফল তাঁর হয়॥
শ্রীগুরুচরণ-কৃপা-সামর্থ্য লভিয়া।
এ-হেন অপূর্ব্ব বৃক্ষ দিলাম আনিয়া॥

টানিয়া আনিতে বৃক্ষ এ কর্কশ মন।
নাশিল ইহার শোভা শুন সাধুজন॥
তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধা-বারি দিয়া পুনঃ কর রূপশালী॥
ফলিবে কল্যাণ-ফল—যুগলসেবন।
করিব সকলে মিলি' তাহা আস্বাদন॥
নৃত্য করি' হরি বল, খাও সেবা ফল।
ভক্তিবলে কর দূর কুতর্ক-অনল॥

—০—

উপদেশ

দীক্ষাগুরু কৃপা করি' মন্ত্র উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দ্দেশ॥
শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গ সার॥

শিক্ষাগুরুগণ-পদে করিয়া প্রণতি।
উপদেশমালা বলি নিজ মনঃপ্রতি ॥

১

মন রে, কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল-সমুদ্র অপার ॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদা শিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্ত্ব তাই, এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার ॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মা-রূপী হ'য়ে শ্রীচৈতন্য-সমাশ্রয়ে
বৃন্দাবনে থাক অনিবার ॥

নিত্যকাল সখীসঙ্গে, পরানন্দ-সেবা-রঙ্গে,
যুগল-ভজন কর সার।
এ-হেন যুগল ধন, ছাড়ে যেই মূর্খজন,
তা'র গতি নাহি দেখি আর ॥

২

মন, তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড়কাম পরিহরি', শুদ্ধকাম সেবা করি',
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ ॥
তুমি-সেবা কর যা'রে সে তোমা ভজিতে নারে
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।

ছাড় তবে মিছা-কাম, হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
যাঁহার কুসুম শরে, তব নিত্য কলেবরে,
ব্যাপ্ত হ'বে প্রেম অন্তরঙ্গ॥

৩

মন রে, তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে.
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর॥
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।
তোমার তুমিত্ব যিনি, আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর॥
তুমি ত' জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর চরাচর।

এ দুঃখ কহিব কা'রে, নিত্যপতি পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর ॥
নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি' দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।
আত্মা আছে কি না আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধু-সঙ্গ কর অতঃপর ॥
বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পাবে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর ॥

ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর ॥

৪

মন, তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁ'কে কেন পরিহরি'
কামমার্গে ভজ দেবান্তর ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর ॥
সে সবে সম্মান করি' ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁ'তে ঐকান্তিকী ভক্তি
সাধি' কাল কাট নিরন্তর ॥

মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর।
বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর॥

৫

মন, তব কেন এ সংশয়।
জড়-প্রতি ঘৃণা করি' ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয়॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব ব্রহ্মময়।
নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয়॥

অভাব-ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয়।
ত্যজ এই তর্কপাশ, পরানন্দ-পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্র করহ আশ্রয়॥
সচ্চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্ব্বানন্দ-মাধুর্য্য-নিলয়।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপ, এই এক অপরূপ,
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয়॥
অতএব ব্রহ্ম তাঁ'র, অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁ'রে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয়॥

৬

মন, তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি' ন্যায়রত্ন নাম ধরি'
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরমফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥
হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হ'বে ভবসিন্ধু পার।
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল চক্রধর,
সাধন কেমনে হ'বে তাঁ'র॥
সহজ-সমাধি ত্যজি', অনুমিতি মান ভজি'
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।

সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো ধিক্ সেই তর্ক ছার।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার ॥

৭

মন, যোগী হতে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম, যম-সাধন,
প্রাণায়াম আসন-রচনা ॥
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না।
দেহ মন শুষ্ক করি' রহিবে কুম্ভক ধরি'
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে, পরমার্থ ভুলে যা'বে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।

স্থূল জড় পরিহরি' সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি'
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥
আত্মা নিত্য শুদ্ধধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তা'র কি ফল ঘটনা।
কর ভক্তি যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা ॥
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি' অন্য যোগগতি,
কর রাধাকৃষ্ণ-আরাধনা ॥

৮

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য ক'ব কা'কে, সদোপাস্য বল যাঁকে
তাঁতে কেন আপনে মিশায় ॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায় ?

লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায় ॥
এ-হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্ব্বাণ'-আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায় ॥
কৃষ্ণপ্রীতি-ফলময় 'তত্ত্বমসি' আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায় ॥
তা' হ'তে কিরণ-জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমকায়।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নিবৃতি হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায় ॥

যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধুগুরুসমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে ক্ষুদ্ররস-অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায়॥
শুকাদির সুজীবন, কর ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায়॥

৯

মন রে, কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পা'বে একসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥

তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ-মান,
মরণ অবধি যা'র মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি', বর্ণান্তরে ঘৃণা করি',
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিনাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোণায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান॥

১০

মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানা-ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি', যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জ্ঞান সব॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥

১১

রূপের গৌরব কেন ভাই ?
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হ'বে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হ'বে ছাই ॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর, যেবা আভরণ পর',
কোথা সব রহিবে তখন ॥
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।

তুমি কা'র, কে তোমার, এবে বুঝি' দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে ॥
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ-আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥

১২

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে-সকল ছার ॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে ॥

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন ॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা-কৃষ্ণ-আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার ॥

১৩

মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও ॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।

জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান ॥
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর প্রয়াস।
পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পরহে ভাই,
শীতবস্ত্র কন্থা বহির্ব্বাস ॥
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্ব্বি' ছাড় সংসারের জ্বালা ॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর।
সে সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর ॥

তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও॥

১৪

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।

সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর ।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী ।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥

বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥

১৫

দেখ মন, ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি', আছ নানা ব্রত ধরি',
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন ॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তা'র আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি', সু-কঠিন ব্রত ধরি',
সহজের না কর বিনাশ ॥
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয় ॥

কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হ'ন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥
ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন ॥

১৬

মন, তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত, জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল ॥
বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।

ক্রূর বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায় ॥
ভক্ত-সঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্ত ভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর ॥

১৭

মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা ॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥

পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
শ্রুতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে' তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥

১৮

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল "প্রেম প্রেম", বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ-অপরাধ ত্যজি' নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।

না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' করিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

১৯

কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম প্রায়।
চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড় বিষয়েতে সদা ধায় ॥

জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেমমর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি' ॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে ॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ।

ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ ॥

—০—

উপলব্ধি

আমি অতি পামর দুর্জ্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন ॥
কতদিন গর্ব্ভাবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্ম্মবশে।
গ্রাম্য-ধর্ম্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে ॥
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অন্ত দন্ত, শরীর অশক্ত।

জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল কিসে হই অনুরক্ত ॥
ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল অনুরক্তি,
যে পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল ॥
সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি।
ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি' ভজিলাম অরি ॥

২

সাধুসঙ্গ না হইল হায়।
গেল দিন অকারণ, করি' অর্থ উপার্জ্জন
পরমার্থ রহিল কোথায় ॥

সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্র-অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি,' সাধুজনে পরিহরি,
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন॥
ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি', হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়॥
জ্ঞানের গরিমা বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।

তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসারসিন্ধু ॥

৩

ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্ম-ফাঁসে,
ঊর্ণনাভি-সম কর্ম্মজাল ॥
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে, জরা মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যজি', নানা দেবদেবী ভজি',
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন ?
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥

ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধনজনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান।
ধিক্ মোর কুলমানে, ধিক্ শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান॥

৪

ওরে মন, কি বিপদ্ হইল আমার।
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার॥
সাধিনু অদ্বৈত মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি' বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল॥
'আমি ব্রহ্ম একমাত্র', এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই॥

বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই ॥
মায়াদত্ত কু-বিকার, মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ্-নিবারণ।
হরিনামামৃত-পান, সাধু-বৈদ্য-সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীচরণ ॥

৫

ওরে মন, ক্লেশ তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা, অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্ব্বার,
রাগ, দ্বেষ—এই পঞ্চ ক্লেশ ॥
অবিদ্যাত্মবিস্মরণ, অস্মিতান্যবিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মাবিশুদ্ধতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি ॥

ভুলিয়া বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব, মায়া-ভোগে সুপ্রমত্ত,
'আমি' 'আমি' করিয়া বেড়াই।
এ আমার, সে আমার, এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই॥

এ রোগ-শমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
'আমি ব্রহ্ম মায়া ভ্রম', এই ঔষধের ক্রম,
দেখি' চিন্তা হইল বিষম॥

একে ত' রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর।
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর যদি সমাশ্রয়,
পার হ'বে এ বিপদ ঘোর॥

১

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার ॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন ॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।

সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে
হারাইবে পরমার্থ-ধন ॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয় তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভবজয়,
এ দাসের সেই ত ভরসা ॥

২

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর ॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে ॥
বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কা'ল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।

শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত ॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥

৫

ওরে মন, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ॥
ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তা'কে সুখ বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন ॥

শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত,
মূঢ়জন ভোগ-প্রতি ধায়।
সেসব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণবজ্ঞানী,
মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায়॥
মুক্তিবাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতবপ্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তা'রে,
তা'র যত্ন নহে ফলবান্॥
অতএব স্পৃহাদয়, ছাড়ি' শোধ' এ-হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই,
বিনোদের এই ত সাধনা॥

৪

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥

'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥

হায় হায় নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব ॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে ॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥

৫

শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ-সাধন সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী।

কিন্তু নাহি জান মন, এ শরীর অচেতন,
পড়ে রয় জীবন-বিলয়ে ॥

দেহের সৌন্দর্য্য, বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ-যোগ, জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয় ॥

যে পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ দেখ ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাশরে আপনি ॥

আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর।
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ'
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর।
সিদ্ধদেহ-অনুগত, কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

ওরে মন, বলি শুন তত্ত্ববিবরণ।
যাহার বিস্মৃতি-জন্য জীবের বন্ধন॥
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্ব্বসারাৎসার॥
সেই তত্ত্ব শক্তিমান সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি শক্তিমান এক বস্তু নিরন্তর॥

নিত্যশক্তি নিত্যসর্ব্ব-বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলক॥
বিলাসার্থ নাম ধাম গুণ পরিকর।
দেশ কাল পাত্র সব শক্তি-অনুচর॥
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস।
পরব্রহ্ম-সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ॥
অতএব ব্রহ্ম আগে শক্তিকার্য্য পরে।
যে করে সিদ্ধান্ত, সেই মূর্খ এ সংসারে॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ-সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি-সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি' মানি অতঃপর॥
অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই॥

সেই সে অদ্বয়তত্ত্ব পরানন্দাকার
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার ॥
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব প্রকৃতির পর।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে নিরন্তর ॥
চিদ্ধাম-ভাস্কর কৃষ্ণ, তার জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত ॥
সেই জীব প্রেমধর্ম্মী, কৃষ্ণগতপ্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে পান ॥
নানাভাবমিশ্রিত পিয়া দাস্য-রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে রতি ॥
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে ॥

সেই ত' আনন্দলীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত॥
যে-সব জীবের ভোগ-বাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ-ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল॥
মায়াকার্য্য জড়, মায়া—নিত্যশক্তি-ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য, কারা-কর্ত্রী মায়া॥
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ॥
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তা'রে যাচিলেন সুখ॥
মায়াসুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যাবশে অস্মিতা জন্মিল।
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥

এইরূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ!!
চিত্তত্ত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি'।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন॥
কৃষ্ণ-প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ!
বিদ্যারূপা মায়া করে বন্ধন ছেদন॥

মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য বৃন্দাবন।
জীবের সাধন-জন্য করে বিভাবন॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য সেবা-লাভ করে চৈতন্য-আশ্রয়ে॥
প্রকটিত লীলা আর গোলোক-বিলাস।
এক তত্ত্ব, ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ॥
নিত্যলীলা নিত্যদাসগণের নিলয়।
এ প্রকটলীলা বদ্ধজীবের আশ্রয়॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্যতত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবনলীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত রতিতত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥
জড়রতি-খাদ্যোতের আলোক অধম।
আত্মরতি-সূর্য্যোদয়ে হয় উপশম॥

জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক ধর্ম্ম॥
জড়রতি হৈতে লোক-ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত॥
জড়রতি, জড়দেহ প্রভু-সম ভায়।
মায়িক বিষয় সুখে জীবকে নাচায়॥
কভু তা'রে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তা'রে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য্য-কথা॥
যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয়সুখে বদ্ধ মায়াপাশে॥
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি' ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার।

সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্য দেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত ॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন ॥
সাধুগণ সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্মবশে ॥
জীবন যাত্রার জন্য বৈদিকবিধান।
রাগদ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান ॥
সামান্য বৈদিকধর্ম্ম অর্থফলপ্রদ।
অর্থ হইতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ ॥
সেই ধর্ম্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত ॥

তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥
অত এব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন॥
যথা তথা বাস করি', যে সে বস্ত্র পরি'
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহরক্ষা করি'॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যপ্রভু অবতার।
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার॥

২

অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব! আত্মার আনন্দ-
প্রস্রবণ! নাহি যা'র তুলনা সংসারে।

স্বধর্ম্ম বলিয়া যা'র আছে পরিচয়
এ জগতে ! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ।
পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দস্বরূপ,
নিত্যকাল রসরূপ, রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার !
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি শক্তিমান্,
লীলারস-পরাকাষ্ঠা, আশ্রয়-স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে ?
রসতত্ত্ব সুগম্ভীর ! সমাধি-আশ্রয়ে
উপলব্ধ ! আহা মরি, সমাধি কি ধন !!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক ! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ ;
কিন্তু তাহে আস্বাদক-আস্বাদ্য-বিধান,
নিত্যধর্ম্ম অনুস্যূত ! অদ্বিতীয় প্রভু,

আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ ! পরানন্দ-পীঠ বৃন্দাবন !
প্রাকৃত জগতে যাঁ'র প্রকাশ-বিশেষ,
যোগমায়া প্রকাশিতা ! তাঁহার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ-কল্যাণ !!
যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরুপাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'—
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব-অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব ! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী ! পরানন্দরস
অনুভবি' ! মায়াভোগ তোমার পতন !!!

৩

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্কবলে হায়।
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন,
বিজ্ঞান আলোক নাহি তায়॥
চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি বলি মানি'।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি॥
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।
নির্দ্দোষ বৈকুণ্ঠগত-সত্তা সমুদয়
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি॥

বিকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি
সুমধুর মহাভাবাবধি।
তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি
সঙ্গসুখ-সংক্লেশ জলধি॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ করিয়া আশ্রয়
সহজসমাধি যোগবলে।
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দতনয়
ভজেন সর্ব্বদা কৌতূহলে॥

৪

'জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
এ দেহ পতনোন্মুখ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে ক'রিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

উচ্ছ্বাস

১

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া॥

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের-আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

২

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥

এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকীজনে করিলা মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত পবিত্রপদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার ॥

৩

ভবার্ণবে পড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান ॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞানবল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল ॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার ॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন ॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা-দেবি! এদাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা ॥

তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দশক্তি, কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এদাসে করহ দান পদ-কল্পতরু॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

৪

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥

কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে॥
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এজন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

৫

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি' করাও সংসার॥

শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়॥
এদাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান, তুমি যোগমায়া॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার॥

১

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবনধামমম হইবে আশ্রয়॥

ঘুচিবে সংসারজ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরি-সংকীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে প'ড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্বকাননে।
হেরিব যুগলরূপ হৃদয়-নয়নে॥
কবে সখী কৃপা করি' যুগল-সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পায়॥
কবে বা যুগললীলা করি' দরশন
প্রেমানন্দভরে আমি হ'ব অচেতন॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে।
যা দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি' আঁখিজলে॥

কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণবসদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণশরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥

২

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হ'বে।
উপাধিরহিত রতি চিত্তে উপজিবে॥
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগলবিলাস॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল॥
কদম্বকাননে যা'ব ত্যজি' জাতিকুল।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয়॥
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয়॥
ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দু'জনে॥

কবে নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে॥
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি' অন্য রতি।
কর যুড়ি' মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি॥
আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী কৃষ্ণদ্বেষী বহির্ম্মুখ জন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচাররহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥

কুসঙ্গরহিত দেখি' বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণবদেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি নাহি, এই কথা সার॥
শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁ'র লীলা-অন্ত বুঝে শকতি কাহার॥
তবে মূর্খজন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌরলীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া॥
অনন্তের অন্ত আছে কোন্ শাস্ত্রে গায়।
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ, ইহা শুনি' হাসি পায়॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা, ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার॥

যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে॥
গোরা অবতারে তাঁ'র শ্রীজয় বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল॥
স্মৃতি-তর্কশাস্ত্র বলে বৈর প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ-সহ রণ করিল মাতিয়া॥
অতএব নবদ্বীপবাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করে অনুক্ষণ॥
এখন সে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তা'কে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী॥
শ্রীচৈতন্য-অনুচর শত্রু মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত॥

তোমরা করহ কৃপা এ দাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর বিনোদের মতি॥

৫

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব করিয়া মিনতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হ'বে।
জীবের দুর্গতি দেখি' লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥
ব্রজবাসি-সন্নিধানে যুড়ি' দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলাস্থান হইয়া কাতর॥

ওহে ব্রজবাসি, মোরে অনুগ্রহ করি'।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি ॥
তবে কোন ব্রজজন সকৃপ অন্তরে।
আমারে যা'বেন ল'য়ে বিপিন-ভিতরে ॥
বলিবেন, দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈল রাস ॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকূল-হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হৈল নিধন ॥
এইরূপ ব্রজজনসহ বৃন্দাবনে।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ-নয়নে ॥
কভু বা যমুনাতীরে শুনি' বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী ॥

কৃপাময় ব্রজজন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
পান করাইবে জল পূরিয়া অঞ্জলি ॥
হরিনাম শু'নে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজজন-সহ আমি করিব ভ্রমণ ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি' বেড়াইব দ্বার দ্বার ॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া ॥
যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু-মহোৎসব হইবে প্রচুর।
সিদ্ধ-দেহে নিজ-কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে ॥
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার ॥

৬

হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ ॥
অন্তর-বাহিরে সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া র'ব ॥
এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী।
ভজনের যাহা প্রতিকূল তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।

ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে
এ দেহ ছাড়িয়া দিব ॥
ভকতিবিনোদ এই আশা করি
বসিয়া গোদ্রুমবনে।
প্রভু-কৃপা লাগি' ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে ॥

৭

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি' ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয় ॥

অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা-অনুরক্ত॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।

ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি' ॥

৮

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর ॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী।
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥

'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

৯

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ-ধামে
বাঁধিব কুটীরখানি।

শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি' ॥
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময়কাননে
বসিয়া বিজনস্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে ॥
হা গৌরনিতাই, তোরা দু'টী ভাই
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ-ধাম
জাহ্নবী-উভয়কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে ॥

'হাহা মনোহর কি দেখিনু আমি'
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি' তুঁহু কৃপালব ॥

১০

হা হা মোর গৌরকিশোর।
কবে দয়া করি' শ্রীগোদ্রুম-বনে
দেখা দিবে মনচোর ॥
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি' ॥
দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধামাধব
রূপেতে করিবে আলা।

সখীগণ-সঙ্গে করিবে নটন
গলেতে মোহনমালা ॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী সদয় হইয়া
এ-দাসী-করেতে ধরি'।
দুঁহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী
হেরিব নয়ন ভরি' ॥

১১

হা হা করে গৌরনিতাই।
এ পতিতজনে উরু কৃপা করি'
দেখা দিবে দু'টি ভাই ॥
দুঁহু-কৃপাবলে নবদ্বীপ-ধামে
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর
হেরিব নয়ন-লোভা ॥

তাহার নিকটে শ্রীললিতাকুণ্ড
রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিয়া
বিহরেন অবিরত॥
সখীগণ যথা লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায় সখীর আজ্ঞাতে
কার্য্যে ইতি উতি ধায়॥
মালতীর মালা গাঁথিয়া আনিব
দিব ভরে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দভরে॥

১২

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।

ভোজন শয়নে দেহের যতন
ছাড়িব বিরক্ত হঞা॥

নবদ্বীপ-ধামে নগরে নগরে
অভিমান পরিহরি'।

ধামবাসী-ঘরে মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি'॥

নদীতটে গিয়া অঞ্জলী অঞ্জলী
পিব প্রভু-পদজল।

তরুতলে পড়ি' আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল॥

কাকুতি করিয়া 'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধামাধব' নাম।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকি' উচ্চরবে
ভ্রমিব সকল ধাম ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর 'প্রভুর কীর্ত্তন'
দেখাইবে দাস মানি' ॥

বিজ্ঞপ্তি

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ॥

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি,
কে আছে পাপীর আর॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥

গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি' ॥

২

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা ॥

গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস ॥

গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি ॥

গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজ জনে
না কর করুণালব॥
গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু
তাই হেন মম গতি॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর॥

৩

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই॥

গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে॥

গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে রয়েছে ঘোর॥

গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীদ কমিয়া,
তা'র হে সংসৃতি-ঘোরে।
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি', বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস ॥

৪

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ ॥

চিরদিন করিয়া ও' চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস ॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর দান ॥
ভক্তিহীন বলি' না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা ॥
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল-বিলাসে ॥

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায় ॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।

জানিছে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুণাজলসিন্ধু ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ ॥
সিদ্ধ দেহ দিয়া, বৃন্দাবন মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণগান ॥
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

উচ্ছ্বাসকীর্ত্তন

নাম-কীর্ত্তন

কলিকুক্কুর কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগপাবন, কলিভয়নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে) ॥

গদাধরমাদন, নিতা'য়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞী বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর
ভক্তসমূহ-চিত-চোরা ॥

নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজনশিক্ষক, ন্যাসিকুলনায়ক,
মাধব রাধাভাবপূর ॥

সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতিতারণ,
রামানন্দপোষণ ধীর।
রূপানন্দবর্দ্ধন, সনাতনপালন,
হরিদাসমোদন ধীর॥
ব্রজরসভাবন, দুষ্টমতশাতন,
কপটী বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্তপালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ রাম॥

২

বিভাবরী-শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম-কৃষ্ণ হয়গ্রীব॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।

পূতনা ঘাতন, কৈটভশাতন,
জয় দাশরথি রাম ॥
যশোদাদুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকারমণ,
ভুবন-সুন্দরবর ॥
রাবণান্তকর, মাখন তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দ পাল,
চিত্তহারী বংশীধারী ॥
যোগীন্দ্রবন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ- রূপ মনোহর,
মোহন বংশীবিহারী ॥

যশোদানন্দন, কংসনিসূদন,
নিকুঞ্জ-রাসবিলাসী।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী॥
আনন্দবর্দ্ধন, প্রেমনিকেতন,
ফুলশর-যোজক কাম
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্তগুণগণধাম॥
যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্রচকোর।
নামসুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর॥

রূপ-কীর্ত্তন

কামোদ

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ-দরশন যা'র
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমারূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী ॥
বর্ণ নব জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগৎ মাতায় ॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥

(সখি হে) সুধাময়, সেরূপ মাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি ॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥

গুণকীর্ত্তন ১। (ধানশী)

বহির্ম্মুখ হ'য়ে, মায়ারে ভজিয়ে,
সংসারে হইনু রাগী।

কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি' ॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শুধিতে নহে কাতর ॥
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি', নিজে অবতরি',
বংশীরবে নিল হরি' ॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ সখি! অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে,
গুণে বাঁধা, সদা নত ॥

(২) ভাটীয়ারি

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।

কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভবপারাবারে ॥
হৃদয় পীড়িত যা'র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তা'র
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখজনে, প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥
কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ- আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ॥
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥
প্রেমামৃতবারিধারা, সদা পানরত তাঁ'রা
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স্মৃতি-তর্পণ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিতা শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীর প্রীত্যর্থে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতিপূজোপলক্ষে তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা গঙ্গামণি দেবী এই সংস্করণের সহস্র সংখ্যা মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।